



brac

50

from
Bangladesh
to the world

ALWAYS

AWAY



ALWAYS





A WAY



ALWAYS A WAY

Editorial board

**Moutushi Kabir
Shajedur Rahman
Ekramul Kabir
Rifat Islam Esha**

**50 years of igniting hope
from Bangladesh to the world**



Copyright © BRAC

First published
21 March 2022

Publisher
BRAC
BRAC Centre
75 Mohakhali
Dhaka 1212

Cover and book design
Shajedur Rahman

Photo Credit
BRAC
Marty Chen
Shehzad Noorani
BRAC University
Abir Abdullah
Soumin Shahrid
Sarkar Protick

Illustration
Reesham Shahab Tirtho

Acknowledgement: Photographs of Liberation War of Bangladesh on page 10 and 11 are taken from the internet.

All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing from the publisher. Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

Printing & binding
Progressive Printers



Poverty and inequality are human-made,
so they can be unmade.
Birth need not be destiny.

We believe everyone has potential.
All people need is the opportunity to realise it.

But just knowing this is not enough.
Change happens only when vision meets action.

The world's most urgent challenges deserve
the world's most effective solutions.
The most audacious goals demand the most practical delivery.

There is no injustice on earth that cannot be solved
by compassion and courage.

**We believe there is always a way,
if we work together.**

We do not know every solution,
but we are always on the ground,
listening, learning and evolving.

**We are not just dreaming of a better world,
we are building it.**

CONTENTS

মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী	Message from the Honourable President	7
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী	Message from the Honourable Prime Minister	8
মাননীয় স্পীকারের বাণী	Message from the Honourable Speaker	9
BRAC's Origin Story		12
Evolution of BRAC		14
Story of Abed bhai, Founder, BRAC		25
Selected speeches by Sir Fazle Hasan Abed		30
	<i>Acceptance speech upon receiving the Alan Shawn Feinstein World Hunger Award</i>	31
	<i>Managing development: The approach in BRAC</i>	33
	<i>Borlaug Lecture: Empowering the poor in the fight against hunger</i>	35
	<i>World Food Prize laureate address</i>	40
	<i>Acceptance remarks for Yidan Prize for Education Development Prize</i>	44
Selected quotes from luminaries		49
Born and proven in the global south		59
<i>Salute to BRAC</i> Muhammad Yunus		66
<i>BRAC after Abed: The journey continues</i> Rehman Sobhan		68
<i>Message for BRAC on its 50th anniversary</i> Dr Martha Alter Chen		70
<i>BRAC at 50: A mission of commitment, relevance and result</i> Hossain Zillur Rahman		74
<i>Bending the arc of development towards gender equality</i> Irene Khan		76
<i>Sir Fazle Hasan Abed: Master builder</i> Ian Smillie		78
<i>Adapting</i> Ahmed Mushtaque Raza Chowdhury		80
<i>Reflection on the essence and soul of BRAC</i> Fathima Dada		84
<i>Two histories combined to produce one person</i> Afsan Chowdhury		85

<i>A beacon in the fight against poverty</i> Ameerah Haq	87
<i>Obvious solution is not always the best solution</i> Stephen Rasmussen	88
<i>BRAC—the continually growing plant</i> Melissa Parke	90
<i>BRAC’s education legacy—it lights the way</i> Manzoor Ahmed	92
<i>Sir Fazle as I knew him</i> Muhammad A (Rumee) Ali	96
<i>Abed bhai thought bigger and bolder than most</i> Adeeb Hossain Khan	99
What does BRAC mean to me	101
<i>ব্র্যাকের সাফল্যের পেছনে রয়েছে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ</i> ড. আকবর আলি খান	116
<i>অর্ধশত বছর পূর্তিতে শুভকামনা</i> ড. কামাল হোসেন	119
<i>ব্র্যাক ও ফজলে হাসান আবেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথিকৃৎ</i> ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ	121
<i>আবেদ ভাই : আলো দিয়ে আলো জ্বালানো একজন আলোকিত মানুষ</i> মোস্তাফিজুর রহমান	124
<i>ব্র্যাকের আগামী হবে সম্ভাবনাময়</i> তপন চৌধুরী	126
<i>ব্র্যাক ও আবেদ ভাই</i> পারভীন মাহমুদ	130
<i>স্মরণে আবেদ ভাই</i> লুভা নাহিদ চৌধুরী	134
<i>ভালোবাসার ব্র্যাক</i> প্রফেসর ড. মো. গোলাম সামদানী ফকির	136
<i>ব্র্যাক ও স্যার ফজলে হাসান আবেদ</i> সুখেন্দ্র কুমার সরকার	140
<i>ব্র্যাকের সফলতার ভেতরের গল্প</i> শিব নারায়ণ কৈরী	147
<i>ব্র্যাক : দেশের সঙ্গে বেড়ে ওঠা উন্নয়নযোগী</i> শাইখ সিরাজ	151
<i>আমার দেখা ব্র্যাক</i> জালালউদ্দীন আহমদ	153
<i>অতলান্ত গভীর আলোর প্রাণপুরুষ</i> চন্দ্রশেখর সাহা	156
সেতুর পাতা থেকে	160
Sir Fazle’s final letter to BRAC family	166





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৭ চৈত্র ১৪২৮

২১ মার্চ ২০২২

বাণী

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্রাহক, অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ব্র্যাক বিগত ৫০ বছর ধরে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ব্র্যাক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, মানবাধিকার, ক্ষুদ্রঋণ, নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জীবনমান পরিবর্তনে নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ব্র্যাকের কার্যক্রম দেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। বর্তমানে ব্র্যাকের এক লাখ কর্মী বিশ্বব্যাপী ১১টি দেশে ১৩ কোটি ৮ লক্ষ মানুষের জীবনসংগ্রামে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের ৪৩টি দেশে বিভিন্ন মাত্রায় বাস্তবায়িত হচ্ছে ব্র্যাকের বিভিন্ন মডেল, কর্মসূচি ও উদ্যোগ। উদ্ভাবনী কর্মসূচি ও উদ্যোগের ফলে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই এবং সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালনকারী সংস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক র্যাংকিংয়ে বিশ্বের ৫০০ এনজিও-র মধ্যে ব্র্যাক পর পর ৫ বছর বিশ্বসেরা এনজিও-র স্বীকৃতি পেয়েছে, যা একটি অনন্য অর্জন।

২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পার করে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে সরকার ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্য অর্জনে সহযোগী শক্তি হিসেবে ব্র্যাকসহ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে সমন্বিত ও টেকসই পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ব্র্যাক তার কার্যক্রম আরো বিস্তৃত ও জোরদার করবে – এ প্রত্যাশা করি।

আমি ব্র্যাকের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ চৈত্র ১৪২৮

২১ মার্চ ২০২২

বাণী

বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক-এর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আমি সংস্থাটির প্রতিটি কর্মী, সুবিধাভোগী এবং এই মহৎ উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রতিষ্ঠানটির ৫০ বছর পূর্তির এই মাহেন্দ্রক্ষণে স্মরণ করছি এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদকে, যার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আজ ব্র্যাক শুধু দেশেই নয়, বিদেশের মাটিতেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সারা জীবনের সংগ্রাম ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ফসল আমাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ বীর শহীদের রক্ত, ২ লাখ মা-বোনের সন্ত্রম এবং লাখ-লাখ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা। জাতির পিতা মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন এবং সহায়-সম্মলহীন মানুষকে পুনর্বাসনে আত্মনিয়োগ করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই তিনি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং দেশে স্বৈরশাসন চালু করে। বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থেমে যায়।

দীর্ঘ ২১ বছর আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করি। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি। পিছিয়েপড়া নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করি। আওয়ামী লীগ সরকারের ১৯৯৬-২০০১ সময়কাল ছিল বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বর্ণযুগ। গত ১৩ বছরে আমরা উন্নয়নের সকল সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছি। আমাদের সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে এবং 'এসডিজি প্রোগ্রাম অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছে। আমরা দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে এনেছি। মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৫৯১ মার্কিন ডলারে উন্নীত করেছি। প্রায় শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধা দিচ্ছি, গৃহহীনদের ঘর দিচ্ছি এবং কমিউনিটি ক্লিনিক/ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছি। চলমান করোনা মহামারী থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে ২৮টি প্যাকেজের আওতায় ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা দিয়েছি এবং সকলের জন্য টিকা নিশ্চিত করছি। আমরা রূপকল্প-২০২১ অর্জন করেছি এবং দেশকে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করেছি। শহরের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে দিচ্ছি। ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' বাস্তবায়ন শুরু করেছি। 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নামে একটি যুগান্তকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। নানা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে আমরা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি।

বিগত ৫০ বছরে ব্র্যাক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, ঘরে ঘরে গিয়ে খাবার স্যালাইন বানানোর প্রক্রিয়া শেখানোর মাধ্যমে ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার কমানো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ব্র্যাক উদ্ভাবিত উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ ও মডেল আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে ব্র্যাক আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ব্র্যাকের সুবর্ণজয়ন্তীর সকল আয়োজন সুন্দর, সফল ও সার্থক হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


শেখ হাসিনা



ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি
স্পীকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

দেশের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক ৫০ বছরে পদার্পণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত।

২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছি। বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ, এ মাহেন্দ্রক্ষণকে আরও আনন্দময় করে তুলেছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, মাতৃমৃত্যু-শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, গড় আয়ু বৃদ্ধি, শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ নানা আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমরা একটি কল্যাণকামী, উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে রূপকল্প ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ মেট্রোরেল, স্বার্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ, ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ ও মাহকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ বাংলাদেশের সফলতার জয়যাত্রায় যুক্ত করেছে অনন্য মাইলফলক। বাংলাদেশ আজ 'উন্নয়নের বিস্ময়' থেকে 'বাংলাদেশ মডেল' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ, এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড, প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন, এজেন্ট অব চেঞ্জ, ইউনেস্কোর 'শান্তি বৃক্ষ', গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০১৮, এসডিজি প্রোগ্রাম অ্যাওয়ার্ডসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে।

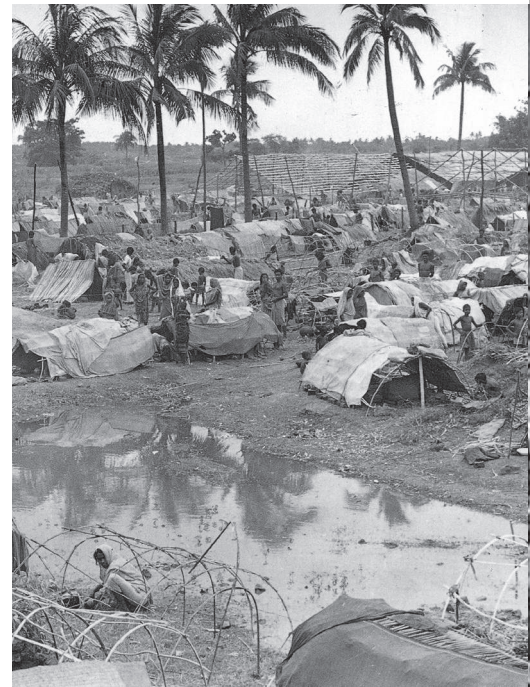
ক্ষুধা-দারিদ্র্য নিরসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাক গত ৫০ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এই সময়ে অতিদারিদ্র্য থেকে মুক্তি, শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, লিঙ্গবৈষম্য দূর করা, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া, দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণসহ বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে সংস্থাটি। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের আরও ১১টি দেশে দারিদ্র্য দূর করাসহ দেশগুলোর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবন উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে ব্র্যাক, যা দেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছে।

বৈশ্বিক করোনা মহামারি সফলতার সাথে মোকাবিলায় বাংলাদেশ একটি দৃষ্টান্ত করেছে। সংকট উত্তরণে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ অর্থনীতির চালিকাশক্তিকে সচল রেখেছে। সংকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দাতাগোষ্ঠী, করপোরেট প্রতিষ্ঠানসহ সবাই মিলে কাজ করলে যেকোনো দুর্যোগ সফলভাবে মোকাবিলা করা যায়। আগামী দিনেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের সহযোগী হিসেবে ব্র্যাক ভূমিকা পালন করে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

ব্র্যাকের সুবর্ণজয়ন্তীতে এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মী, কর্মকর্তা, অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। ব্র্যাকের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক।

শিরীন শারমিন চৌধুরী

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি





BRAC's Origin Story



1971. Bangladesh had just been born. The air was thick with patriotism, igniting people to come together to build the new country that lay before them.

A country of fighters, faced with enormous challenges. Infrastructure, homes and livelihoods destroyed, food shortage and disease rampant. Dreams of a prosperous Bangladesh, however, burned stronger.

Building this new country would not be an easy journey, but there was a sense of resilience. People had their feet on the ground and their eyes on the future, imagining what Bangladesh could be.

Many initiatives emerged, including BRAC, led by Sir Fazle Hasan Abed.

Abed bhai was a corporate executive who resigned from his job at Shell Pakistan to support the Liberation War, and then moved to Bangladesh to help the people in need.

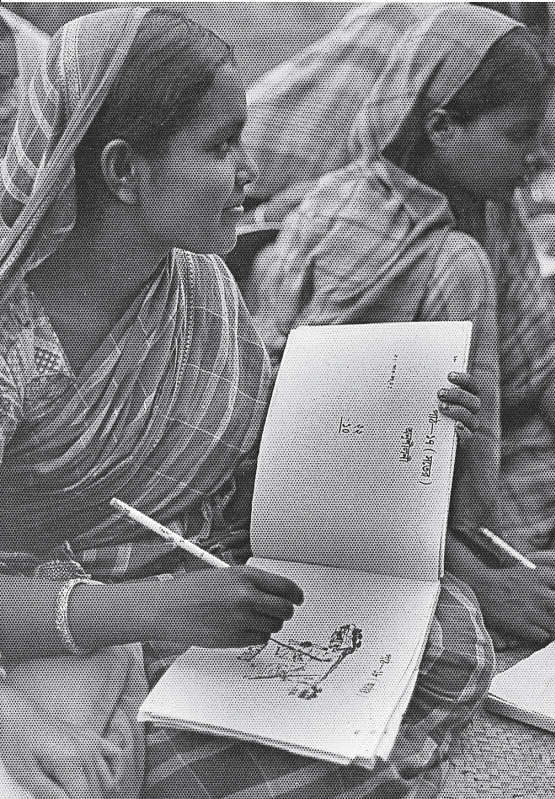
Abed bhai started with one small area - Sulla, northeastern Bangladesh. Identified the stakeholders, the believers, the leaders who could make change happen.

Relief work began. Bamboo was made into rafts and floated down rivers from India to build houses with, boats were built for fishermen, tools bought for farmers, seeds distributed. Medical teams were formed that could treat 200 people a day.

Then, tackling the most deadly diseases. A simple oral rehydration mixture that stopped the biggest child killer in Bangladesh, diarrhoea. Then control of tuberculosis and malaria.

Money was lent to pay for cows. This meant fresh milk and spare to sell. The cows became household dairies and then a nationwide distribution business. Agricultural and craft cooperatives were created. Surplus was always directed back to benefit people in villages.

Nutrition and food security was identified as a key challenge. Money was lent to women in rural areas to buy chickens, high quality eggs were imported and women were trained on hatching eggs at home. Poultry vaccination was initiated countrywide, with vaccines initially being transported in bananas. Maize cultivation was introduced to ensure poultry feed, then the setting up of large scale feed mills, poultry hatcheries and, finally, connecting the chicken farmers with buyers in urban markets.



Women were at the heart of all the efforts, as teachers, farmers, paralegals, healthcare providers and artisans.

Money became seeds, which were turned into crops. It became silk farming, which was turned into clothes. It became schools for non-formal education, low-cost healthcare, a university, a bank.

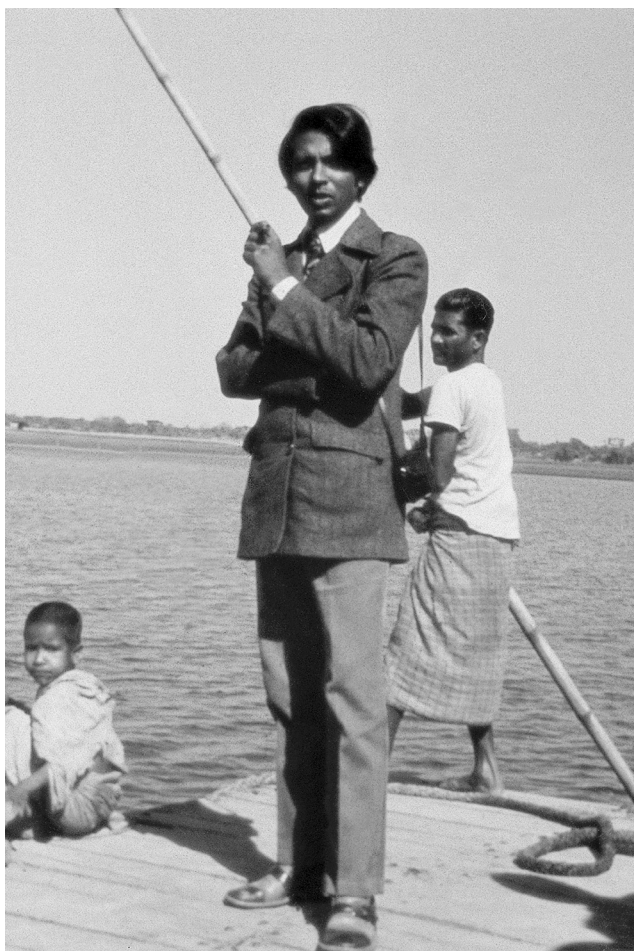
We worked hard to address the causes, not merely the symptoms, of Bangladesh's widespread and deeply entrenched poverty and hunger. We turned to the long-term development of human potential—not limiting ourselves to one area, such as health, education, agriculture, or livelihoods, but working in all these sectors, applying a holistic set of solutions and evaluating the results along the way.

Today we are one of the leading development organisations in the world, employing over 100,000 enterprising people. Our work, across Asia and Africa, reaches over 100 million people. 14 million people have been reached through our ultra poverty programme. 15 million students have graduated from our schools. We have over 8 million microfinance clients and have distributed USD 4.7 billion in loans. 374,502 development projects have been undertaken by communities themselves. And in our own demonstration that we are the agents of our own change, 80% of our funding in Bangladesh is generated from surplus from social enterprises and microfinance.

Embedded in every person is the potential to build the life they want, for themselves, their families and their communities. What is missing too often for those living in inequality is the opportunity to experience that. For the last 50 years we have been working to change that.

At BRAC, our experience reveals inequality as neither natural nor inevitable. We see it as a system we can successfully disrupt, one person at a time. Join us to build a world where that is possible.

Evolution of BRAC (1972–2022)



1972 BRAC FOUNDED

Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee (BRAC) begins relief and rehabilitation work in Sulla, northeastern Bangladesh.

1974 SHIFT FROM RELIEF TO DEVELOPMENT, START OF MICROFINANCE AND FOCUS ON WOMEN

Long-term development commences alongside relief operations, signalling the beginning of a dual development and humanitarian mandate. First microloans provided, starting BRAC's work in financial inclusion. BRAC renamed Bangladesh Rural Advancement Committee. When supporting people affected by famine and flood, Abed bhai finds a village where all the men had left, and women were supporting each other—the start of the focus on women as the managers of development.



1975 **A LEARNING ORGANISATION**

Research and evaluation division established. Monitoring, reporting and learning find a central role in all BRAC's work.



1976 **HOLISTIC SUPPORT AND SERICULTURE**

Manikganj integrated project starts, the first BRAC project that provides multi-faceted support to people using a holistic approach. Sericulture programme starts, generating employment for women in vulnerable situations. BRAC Sericulture becomes one of BRAC's biggest social enterprises, continuing traditional silk-making practices.



1977 **COMMUNITY-DRIVEN APPROACH**

People in communities recruited to make change in their own communities, and get services to doorsteps at the last mile. First village organisations mobilised.



1978 **AARONG, AND THE FIRST TRAINING AND RESOURCE CENTRE**

Aarong launches, to create livelihood opportunities for women in rural areas through craft, and ensure they are paid for their creations. Aarong later becomes country's leading lifestyle brand, expanding its footprint internationally. First training and resource centre established; BRAC would need high quality managers in order to ensure quality work up to the last mile, and these centres would deliver that. As investment in training expands, these centres become learning centres.



1980 **TACKLING DIARRHOEA**

Oral therapy extension programme launched, BRAC's first nationwide door-to-door campaign. The success of the programme gave Abed bhai the confidence that behaviour could be changed through mass awareness. He knew BRAC could manage scale. This turning point could be termed the real birth of BRAC. The programme took a decade, virtually eliminated diarrhoea as a childhood killer and laid the foundation for BRAC's work in health.



1983 **HEALTHY CHICKENS**

Poultry vaccination programme initiated, with the realisation that raising chickens could be a viable livelihood option at the household level for women in rural areas. Results in mass employment over the next 30 years, through creation of multiple social enterprises: BRAC Chicken, BRAC Poultry and BRAC Feed Mill.



1985 **A SECOND CHANCE SCHOOL**

Non-formal primary education programme starts, taking schools to the last mile. This heralds the beginning of BRAC's work in education, which has now graduated 15 million students across Asia and Africa.



1986 **HUMAN RIGHTS, CHILD SURVIVAL AND MICROFINANCE PLUS**

Rural development programme formed; beginning of merging awareness building with economic activities. Child survival programme commences, launching work in infant and maternal mortality, which resulted in child-focused initiatives such as mass-scale immunisation, family planning and delivery centres. Focus turns to rights, particularly land rights for women in rural areas, and the human rights and legal services programme is introduced, which becomes the world's largest NGO-led legal aid programme.



1993 **READING CENTRES FOR YOUNG PEOPLE**

Adolescent reading centres open, the first step in focusing on young people.



1994 **EDUCATION GOES TO AFRICA**

Non-formal primary education programme model replicated in Africa, the first formal replication of a BRAC programme outside Bangladesh.



1995 **ADULT LEARNING**

Adult literacy centres open, to bridge the gap for every person, particularly women in rural areas, who did not get the chance to go to school. Centres focus on reproductive health, skills, basic education and rights.



1997 **EXPANSION INTO CITIES**

Development work starts in urban areas, and the longer former name of Bangladesh Rural Advancement Committee is dropped.



1998 **A DAIRY COLLECTIVE, AND INDIGENOUS COMMUNITIES**

Dairy and Food Project launches, marking the beginning of BRAC Dairy. The social enterprise grows to become Bangladesh's third largest milk processor, supporting 45,000 dairy farmers across Bangladesh. Chittagong Hill Tracts development programme launched, marking the start of work with indigenous communities.



2000 **FIRST LIMB AND BRACE FITTING CENTRE OPENS**

BRAC limb and brace fitting centre opens to support people with physical disabilities.



2001 **A UNIVERSITY AND A BANK**

BRAC University established to build conscious, empathetic and capable leaders. BRAC Bank was established to provide banking solutions to the 'unbanked' Small and Medium Entrepreneurs.



2002 **POVERTY GRADUATION AND BRAC GOES INTERNATIONAL**

Challenging the Frontiers of Poverty Reduction - Targeting the Ultra Poor Programme launched, which becomes the Ultra-Poor Graduation programme and supports over 2 million people out of poverty. Development work commences in Afghanistan.



2004 UNIVERSITY EXPANSION AND DISASTER RESPONSE IN SRI LANKA

BRAC University establishes the James P Grant School of Public Health and the Institute of Educational Development, encouraging research into public health and education (particularly early childhood development). BRAC responds to the Asian Tsunami, marking its first international humanitarian response and rights.



2006 EXPANSION IN AFRICA, LONDON, WATER AND SANITATION AND MIGRATION

Development programmes in Tanzania and Uganda commence. BRAC UK established to mobilise resources. Work in water, sanitation and hygiene started, which was to play a key role in eliminating open defecation in Bangladesh. Work in safe labour migration started, which was to become an important strategic area of operations.



2007 GROWING INTERNATIONAL PRESENCE

Microfinance programmes start in Pakistan, Tanzania and South Sudan. BRAC USA established to mobilise resources.



2008 CLIMATE ACTION AND EXPANSION IN WEST AFRICA

Disaster management and climate change programme launched. Operations start in Sierra Leone and Liberia.



2010 RURAL LIBRARIES, HAITI RESPONSE AND BRAC INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

Over 5,500 volunteer-run community learning centres start in secondary schools in rural areas in Bangladesh. This is supported by mobile libraries in hard-to-reach areas, to make literature accessible for all. BRAC goes to Haiti to respond to the deadly earthquake. BRAC International Holdings B.V. is established.



2011 LEARNING ON THE AIRWAVES AND ON THE WATER, AND A STRATEGIC AGREEMENT

Radio Pollikontho launches in rural Bangladesh, broadcasting vital information in Sylheti dialect. The community radio is run entirely by adolescents and goes on to win several global awards. Boat schools are introduced, to bring primary education to children living in seasonally submerged areas, such as wetlands. The Strategic Partnership Agreement is signed with Australia's Department of Foreign Affairs and Trade and the United Kingdom's Foreign, Commonwealth and Development Office, using international development goals as a framework to deliver long-term development impact.



2012 SOUTH-EAST ASIA

Operations start in the Philippines.

2013 #1 RANKING, MYANMAR, AND GRADUATION GOES GLOBAL

Ranked #1 NGO for the first time in the Global Journal's list of the 100 best NGOs. Microfinance activities begin in Myanmar. First grant received to provide technical assistance and advocacy support on integration of Graduation outside of Bangladesh.



2015 PLAYFUL LEARNING AND EMERGENCY RESPONSE IN NEPAL

Play Labs begin, an important development in BRAC's work in early childhood development, which went on to evolve into Humanitarian Play Labs for children in displaced and refugee situations. Emergency relief initiated in Nepal after earthquake.



2017 ROHINGYA CRISIS

BRAC becomes one of the leading responders to the Rohingya crisis in Cox's Bazar, launching humanitarian support at scale. Humanitarian Play Labs start.



2019

BANKING IN UGANDA, GLOBAL BOARD FORMATION

Microfinance in Uganda becomes a regulated bank; BRAC Uganda Bank Limited. Ultra-Poor Graduation Initiative makes global strides, working with government partners in the Philippines, Kenya, Rwanda, Lesotho, Guinea, Zambia, India, and Pakistan, adapting the approach for each local context and effectively integrating into existing government programming and policies. BRAC Global Board is formed.



2019

PASSING OF THE FOUNDER

BRAC's Founder, Sir Fazle Hasan Abed, passes away.



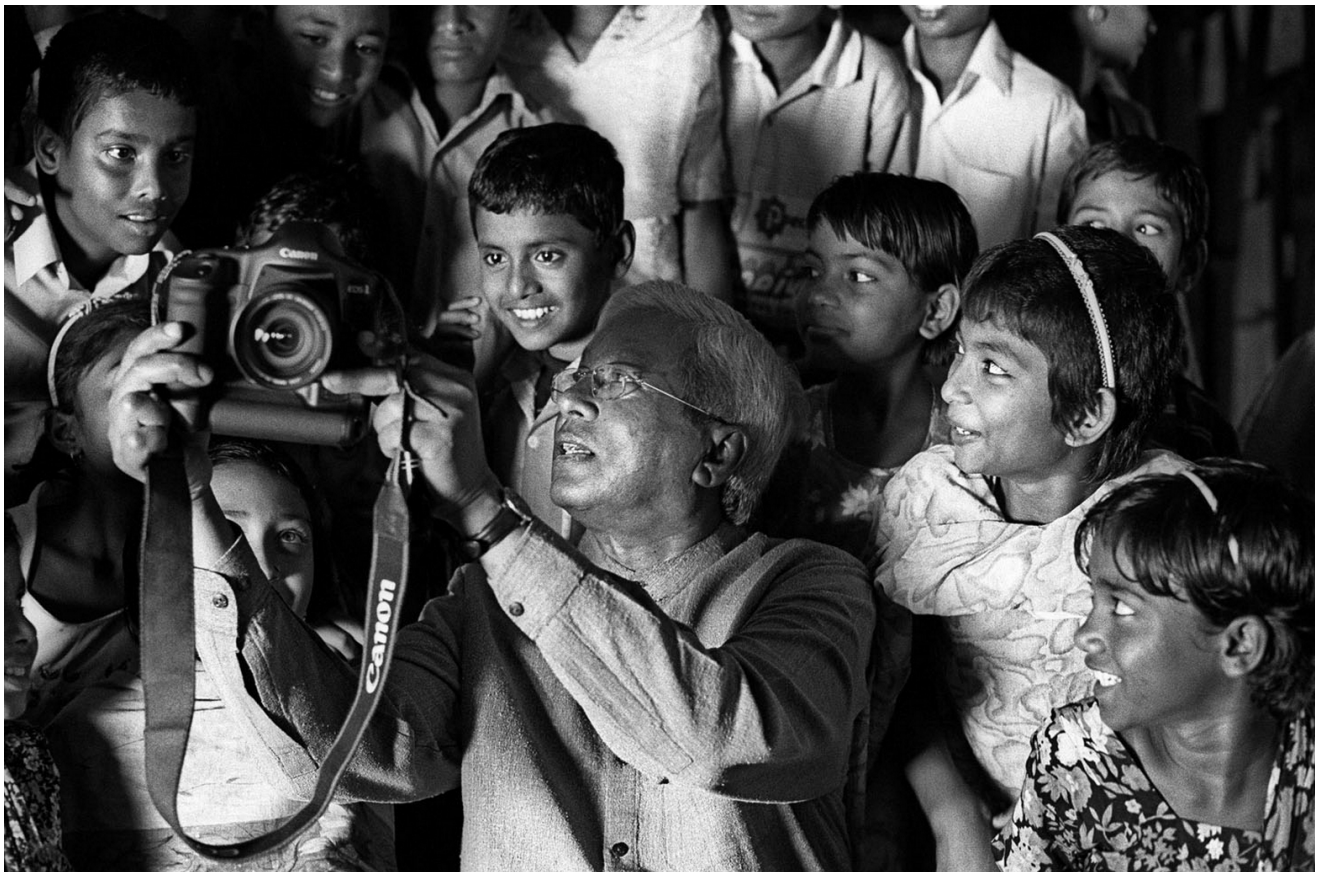
2020 to 2022

PANDEMIC RESPONSE

BRAC is a leading responder in the COVID-19 pandemic in Bangladesh and BRAC International countries.

Story of **Abed bhai** Founder, BRAC

(1936-2019)



BRAC was founded by Sir Fazle Hasan Abed. Abed bhai's conviction in the dignity and value of every human being defined the organisation. His work, through BRAC, changed the course of Bangladesh's development, and influenced the development sector globally.



Abed bhai was born in 1936 into an affluent family in the Sylhet division of Bangladesh. He studied accountancy in London, qualifying as a Cost Management Accountant in 1962. While he was working as a senior corporate executive at Shell Pakistan, the 1970 Bhola cyclone claimed half a million lives in Bangladesh. He travelled with friends and colleagues to Monpura, one of the worst-hit regions, to distribute relief. This was the beginning of a change in direction in his life. "The death and devastation that I saw happening in my country made my life as an executive in an oil company seem very inconsequential and meaningless," he said.

The 1971 Liberation War in Bangladesh cemented that change in direction. Abed bhai resigned from Shell, left Pakistan and moved to London, where he helped initiate Action Bangladesh and HELP Bangladesh in support of the war.

Early in 1972, Abed bhai returned to a newly-independent Bangladesh, finding the country in ruins. The return of 10 million refugees who had sought shelter in India compounded the challenge, demanding urgent relief efforts. BRAC emerged out of a humanitarian response to the crisis. Abed bhai sold his flat in London and used the GBP 16,000 he received from the sale to start work, in the remote region of Sulla in northeastern Bangladesh.

Abed bhai believed in the potential of every person. He wanted to create a world where every person had the opportunity to realise that potential. BRAC grew under Abed bhai's dogged work ethic, data-driven approach and the magnitude of his vision. He saw inequality and poverty as complex challenges that must be attacked from multiple fronts to systemically eradicate them. Grounded in that philosophy, BRAC's unique holistic development model emerged, combining social development, humanitarian response, social enterprises,

social investments and a university. Throughout all of these initiatives, improving the lives of women and girls was, and still remains, the focus of BRAC's work. As Abed bhai said many times, "I have met many defeated men in my life. I have never met a defeated woman."

Abed bhai lived his beliefs, of humility, commitment and empathy, through his everyday actions. He would arrive at work early and would usually not leave the office until at least 7pm. He ate USD 0.5 (BDT 45) staff meals from the staff canteen every day, and it was a common sight to see his tiffin (meal) box being taken up in the elevator to his office. He spent long periods of time with the people BRAC served, often in rural villages, listening to their needs and challenges. He refused to stay in expensive accommodation when he travelled outside of Bangladesh on BRAC's work and was known for always asking people not only about work, but also about their hobbies and families, remembering previous conversations with people many years after meeting them. After the sale of his flat in London, Abed bhai did not own another property, choosing to live in rented accommodation until the end of his life.

A true intellectual, with an equal love of Shakespeare's sonnets and Tagore's poems, Abed bhai often recited poetry. He could recall poems of over 100 lines by heart, and often entranced staff with powerful, emotional, impromptu recitations. He was fascinated by books, art and culture, and quietly financially supported many social and cultural initiatives in Bangladesh, including literary festivals, the early films of Tareque Masud and other budding artists. He often expressed the aim of development as not just providing people with the opportunity to access basic human rights, but as providing all people with the opportunity to enjoy art and literature. BRAC's lifestyle brand Aarong grew out of the desire to create livelihood opportunities for women in rural areas, but also to preserve and celebrate craft traditions such as the UNESCO World Heritage-listed Jamdani (a handloom woven fabric made of cotton, which was historically referred to as muslin). He undertook many literature-related projects, such as abridging almost 40 classic Bengali literary works for people with limited literacy, who are not able to enjoy the original books, and then creating a system of community libraries, including mobile libraries on rickshaws and boats, to get the books to every door.

Abed bhai's organisational capacity and his management contribution has been recognised in case studies in business schools in Harvard, Stanford and Princeton.

He moved effortlessly between operational efficiency and strategic vision. He was a tough taskmaster. Field meetings under him would go on until deep into the night, discussing the nitty-gritty of operational details. For him, no problem was too small, no problem too insurmountable. He had the gift of spotting potential in ordinary people, and training them into becoming extraordinary leaders. He mentored his staff while giving them full freedom to work, fail and get to work again. In fact, some of BRAC's biggest impacts were achieved through learning from failures.

His work drew attention and accolades from around the world. Some of the most prestigious being the Ramon Magsaysay Award (1980), WISE Prize (2011), Leo Tolstoy International Gold Medal (2014), World Food Prize (2015), Thomas Francis Jr Medal in Global Public Health (2016), the Laudato Si' Award (2017), the Lego Prize (2018), and the Yidan Prize (2019). In 2009, he was appointed Knight Commander of the Most Distinguished Order of St. Michael and St. George by the British Crown. His many honorary degrees include ones from Columbia University, Princeton University, the University of Oxford, and Yale University.

Despite all of his accolades, Abed bhai embodied humility, exemplified by the way he was referred to simply as bhai, the Bengali word for brother.

Thank you Abed bhai, for showing us how meaningful one's life can be and that a better world is possible. We promise to be worthy of your legacy.

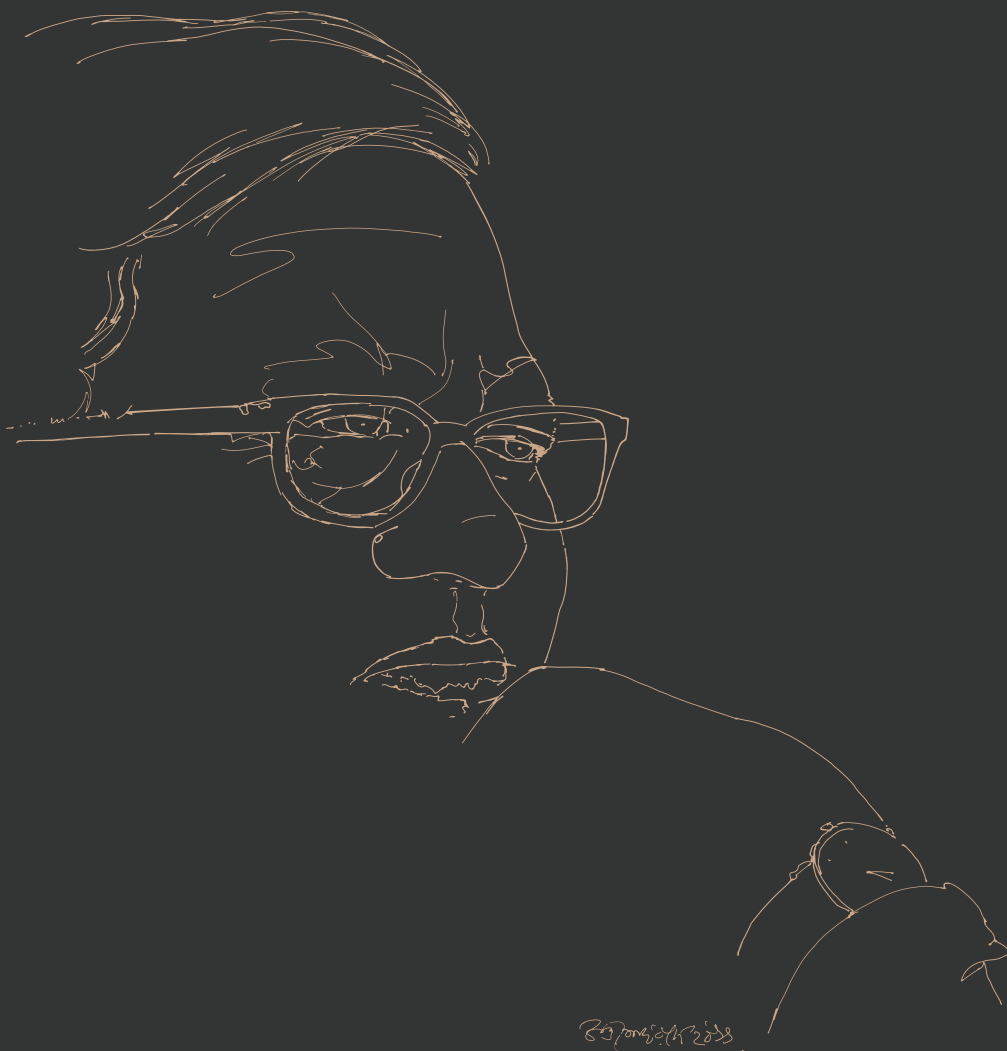
” WE MUST
STRIVE TO
CONTINUOUSLY
FIND SOLUTIONS
TO NEW SOCIAL
CHALLENGES
OF A SOCIETY.
WE MUST REACH
OUT FIRST TO
THOSE WHO
NEED THE MOST.

Sir Fazle Hasan Abed KCMG

Founder, BRAC



SELECTED
SPEECHES BY
SIR FAZLE
HASAN ABED



SIR FAZLE'S ACCEPTANCE SPEECH UPON RECEIVING THE ALAN SHAWN FEINSTEIN WORLD HUNGER AWARD

Brown University, 5 April 1990

President Vartan Gregorian, Mr Elie Wiesel, Mr Morley Safer, Mr Alan Shawn Feinstein, Mr Robert Kates, awardees, ladies and gentlemen.

I feel extremely delighted to be present here this evening. It is with great pleasure we accept the Alan Shawn Feinstein World Hunger Award. On behalf of BRAC and with whom we work, I express our deepest gratitude to the board of fellows of the Brown Corporation for this award. This recognition will be a source of inspiration for us to carry forward the unfinished task.

Ladies and gentlemen,

I come from that part of the world where hunger is chronic, poverty is pervasive, illiteracy is widespread and disease and deaths are rampant. Where deprivation is a rule rather than an exception. Bangladesh is one of the least developed countries of the world. With a size of Nicaragua or the state of Wisconsin, Bangladesh has a population of 110 million. No other country is so densely populated. The people are poor. Sixty percent of the families have no land. Twenty percent do not have even a homestead. With a per capita income of 160 dollars, 80% of the people live under the poverty line and 60% are malnourished. Natural disasters are a common phenomenon, and you hear more about us when we face a new calamity. The health situation is staggering. Infant mortality is 120/1000 which is ten times higher than you have here. Fifty percent of the children are born underweight. Maternal mortality is 300 times higher than that in Norway. Only 15 percent of the females and 25 percent of the males are able to read or write. These are stark statistics. The twenty-first century is only 10 years away and it is a shame for all of us that such a situation is

still being allowed to continue. But this can no longer be tolerated!

Ladies and gentlemen,

Let us, for a moment, look back at history.

The society we live in today has passed through several dark periods which have tainted our civilisation. Mankind has been subject to many social ills and prejudices, cruelties and curses, inhibiting norms and values which were acceptable to the society at a certain point of time but discarded later on. Great leaders and millions of brave people tenaciously fought against the wrongs to establish a just and egalitarian society. Let me cite a few instances—slavery is universally regarded now as a curse but was quite an acceptable norm until the beginning of the 19th century. You made it a part of history through the Act of Emancipation in 1833. The Quakers had their great contribution in this. Same is the fate of colonialism. With anti-colonial movements in the former colonies under the leadership of personalities like Mahatma Gandhi, it became hated and obsolete by the middle of this century. Your brave freedom-loving ancestors also played a pioneering role in this field. Racism and apartheid although not vanished yet, but is no longer accepted and will hopefully soon disappear. We recollect with gratitude the sacrifice made by millions including Martin Luther King Jr in making it happen. But, ladies and gentlemen, what about hunger, disease or illiteracy which still cripple our society and have fettered millions of our people? It is a shame for all of us. It is a curse for mankind and for our civilisation. We cannot



allow it to continue unchallenged. The time has come, ladies and gentlemen, to declare poverty and illiteracy as unacceptable to us as slavery, colonialism and racism. We must rise to human values and to our wisdom and conscience. Modern science and technology has unearthed vast knowledge and scope which can enrich the life of every human being in this planet. We must act now so that all the peoples of this world equally enjoy the fruits of science and civilisation, and do not languish in disease, darkness and penury...And we in BRAC are working towards that end—for social and economic emancipation of our people, particularly the poor and the neglected section of the community.

BRAC was born in 1972 in response to a humanitarian need. Soon we learnt that the rural poor with whom we worked needed much more than just relief. They needed education, preventive and curative healthcare, conscientisation with credit. We are organising the landless and the other disadvantaged sections of the community such as women into cooperative groups through functional education and providing them with

skills and easy credit. In this way we have already organised nearly half a million men and women into cooperatives, and have provided USD 15 million in easy collateral-free credit. Such inputs have given them social dignity and new avenues for income and employment. We have started to scale up and by the turn of the century, a fifth of Bangladesh's villages will have this programme.

In our country, 70 to 80 percent of the children drop out from schools before any meaningful learning. To attract these children and also those who never enroll themselves, we have organised a non-formal primary education for the children of the poorest people. Encouraged by its spectacular success, we have opened 3,500 schools to provide primary education, particularly to girls.

Since diarrhoea is a major cause of mortality and morbidity in our society, we have sent our health workers to teach mothers a simple home-ready oral rehydration therapy using salt, sugar and water—to all of the 13 million households in Bangladesh.

But these are not enough. We have a long way to go, ladies and gentlemen. We are in the last decade of this century but poverty, ignorance and disease still go unabated. They are still the rule and not the exception in our part of the world. We must turn it around so that they become exceptions, not rules. And in this task we need your help, support and sympathy. There is a need, I am sure you will agree, for building public opinion in the rich industrialised countries to make that happen.

Let me again thank Brown University for honouring us by conferring on BRAC this year's Alan Shawn Feinstein World Hunger Award. We are most grateful.

Thank you.

MANAGING DEVELOPMENT

THE APPROACH IN BRAC

Asian Institute of Management, Manila, Philippines, 7 July 1990.

It is indeed a great pleasure for me to come here and speak before you. I am a development practitioner, and whatever I say about management today will obviously be related to our own work at BRAC, our own experience and visions.

Perhaps I should start with a few introductory words about Bangladesh and BRAC. As you know, Bangladesh is one of the poorest countries in the world with an average per capita GNP of USD 160. Nearly 80% of our population live below the poverty line and are also illiterate. Infant and maternal mortality are amongst the highest in the world and 60% are malnourished. The density of population per square kilometre is four times higher than that here in the Philippines. It is in this context that various rural development programme targetted to the rural poor are being organised by both government and non-governmental organisations. Our own effort is along this course.

BRAC is now one of the largest national non-governmental organisations in Bangladesh. It was set up in early 1972, and the first task we did was to rehabilitate thousands of refugees who were coming back to their homes from India following the liberation war. Since then we have designed and implemented large number of programmes such as: institution and organisation building to serve the interest of the rural poor, functional and primary education, income and employment generation, savings and credit, health and family planning, skill and human development training etc. Alleviation of poverty and empowerment of the poor and other disadvantaged sections such as women have been the cornerstone of our activities.

Role of management in development: Creation of an 'enabling environment'

I shall now turn to the main theme of my talk development management. To me, development

management is a little different from other kinds of management. It has to do something more than what others do. This will be clear if we try to understand how development takes place and what role a manager can play in promoting development.

Development quintessentially is action by the people. It is something that the people themselves do, or it does not take place at all. Capital, physical resources or infrastructures are obviously necessary for development, but these are secondary. The predominant factor is the people. This is particularly true for rural development. Rural development is basically an issue of individual and societal change—change in the attitude, values, skills, perceptions, institutions and ways of life of the rural poor. These changes are complex and time consuming. To expedite this change through action by the people we need what we call an 'enabling environment'. Such an environment enables the people to participate in planning, implementation, monitoring and evaluation of their own actions. Creating this enabling environment is the responsibility of a development manager. His prime concern is—how to elicit and ensure participation.

Commercial management, on the other hand, has somewhat a different role. Its prime objective is profit. Take the case of a commercial bank. Mobilising public funds for profitable lending and recovery is their primary goal. In contrast, our bank through which we provide credit to our target people has to take care of many other issues. For instance, in providing credit for a poultry raising project to a target group, the BRAC manager first of all must ensure that the capacity of loanees for proper utilisation of the loan has developed. The manager will also see that the group has generated through saving their own share of the required funds which is usually 10% of the credit sought. Vaccination service will have to be arranged so that poultry mortality is checked. When all these are taken care of adequately then only the group can use their credit profitably and make

poultry raising a sustainable project. Ensuring this is the responsibility of the development manager.

Participatory management

We in BRAC believe that participatory and decentralised management is essential for success in development. It is all the more necessary for an expanding organisation like ours which is involved in rural mobilisation, and envisions social transformation. We believe that every staff member irrespective of his/her seniority must take part in the management process and we ensure it that those at the grassroots level have a say, a role in the decision making process which is done through regular exchanges and meetings. The management of BRAC has thus been participatory so that the learning and experience of the workers in different levels can be used as ingredients in programme planning and policy making. I will add a few words to illustrate how we try to promote participatory management in BRAC. We have a number of programmes extending to all parts of the country, involving nearly four thousand staff. Although we use a vertical organogram to structure the organisation and its management, enough scope has been created for participation of the staff in the management process. To do that we have deliberately kept the unit of operation small. For a BRAC programme the unit of operation is the Area Office which has six to eight staff members. We give them freedom to take all operational decisions within a given framework which they themselves determine. Although BRAC is a big organisation, it is essentially a management of small units.

Creation of shared values

We believe that shared values play an important role in development management. Creation and sustenance of certain values has thus been a continuous process in our system. One of the important values which we have been transmitting among our staff as well as the members of our target groups is the creative potentials of human beings. We believe that every individual, irrespective of his/her position in the society, has the capacity to contribute in the development process. In late seventies when most including the World Health Organisation (WHO) were sceptical about the capability of mothers in treating their children's diarrhoea with oral rehydration solution (ORS), we decided to teach mothers how to make this solution using home ingredients. History has shown that we were right. All mothers in Bangladesh now know how to make ORS at home.

BRAC also promotes work ethic. We try to create a caring environment where the workers feel that work is important and that through hard work, each of them is

contributing something that goes to benefit the people. These institutional values add some distinctiveness to our management system.

Continuous learning: Role of research

A development manager has to continuously learn from his field programmes progress and shortfalls, strengths and weaknesses, effectiveness of his staff, impact of the programme and so on. There are various means of learning and remaining informed. A most dependable source is objective research and evaluation. We have, therefore, set up our own research and evaluation unit. Our research is not a one-shot thing; it is rather a continuous activity. Out of our research activities we have been able to redefine our goals and increase the scope and sustainability of our programmes. It is our experience that a successful development manager is the one who learns from his own failures and his decisions are backed by information generated through objective research.

Before I conclude, I wish to re-emphasise that development is a complicated job and its management is much more complex than is usually conceived. Rural development is no longer a job for an amateur. It is a professional activity, and specialised skills and competence are essential for achieving success. Development managers must have the interest and capability to understand the political economy and other dynamics of development, and for this they need professional training and continuous learning. We are developing our prospective managers accordingly to take up future responsibilities with seriousness and to conduct development action with necessary professional efficiency. There is no alternative to professionalism in development.

Ladies and gentlemen,

I am sure the MDM course has been a success. I hope it is useful for you in discharging your future responsibilities with humanist zeal and utmost professional competence. I wish you godspeed!

Let me again thank the Asian Institute of Management (AIM) for inviting me to address you this evening. We trust, the AIM will continue its endeavour to train people in the complex task of development management.

Thank you all.

BORLAUG LECTURE: EMPOWERING THE POOR IN THE FIGHT AGAINST HUNGER

Borlaug Lecture, Iowa State University, 12 October 2015



President Leath, faculty, student, ladies and gentleman,

Each year the World Food Prize Laureate delivers the Borlaug Lecture here at Iowa State University, principally on the subject agricultural science and its potential to advance human progress. Not being an agricultural scientist myself, I have worked most of my life not primarily on science but chiefly on the empowerment of human beings to defeat poverty and hunger. I trust the agricultural community will not be disappointed by this presentation.

Almost 45 years ago, in December 1970, Norman Borlaug delivered his Nobel Peace Prize acceptance speech in Stockholm. The Green Revolution was still

in its infancy, yet it had already delivered spectacular increase in cereal crop yields in India, West Pakistan and the Philippines; and, as Borlaug rightly pointed out, for the millions who had long lived with daily hunger and were now fed by its bountiful harvests, the transformation of the Green Revolution must have seemed like a miracle.

At the time, the Green Revolution had still barely touched my native Bangladesh, then called East Pakistan. I was 34 years old in late 1970, living a comfortable life as a senior executive at Shell Oil, and going through a transformation of my own. A terrible cyclone had struck the coast of Bangladesh, killing hundreds of thousands of mainly poor people. The cyclone made me question the value of my comfortable corporate life in the face of such death and devastation.

Within a year, another cataclysm struck—a war for independence in which 10 million people left the country, most of them on foot, fleeing the Pakistan army’s attacks on the civilian population. Our independence struggle, aided by India, was short lived. By the end of 1971, an independent Bangladesh was born.

Tonight, 44 years later, I am able to look back at a life dedicated to eradicating poverty, hunger, illiteracy and exploitation. I would like to share some of the things I have learned on this journey, particularly about the relationship between hunger, poverty and powerlessness.

We knew the process of rebuilding Bangladesh would be immense. It was one of the poorest countries on earth when we achieved our independence: life expectancy at birth was a mere 46 years, and one in four children died before their fifth birthday. Our main crop was rice, but only 10% of cultivated land was irrigated, and we produced less than 11 million metric tonnes per year, against a need of about 14 million to feed our people.

The land was overcrowded, and population growth was out of control. The average woman bore more than six children. To give you a sense of the population density of Bangladesh, consider that our land area is almost exactly the same as the state of Iowa’s; yet our population in 1971 was 70 million, about 22 times that of Iowa, and today we are 50 times the population of Iowa.

In 1972, I started a relief effort in a remote area in the northeast of the country called Sulla to help returning refugees from the war. Their homes and means of livelihood had been completely destroyed, and the vast majority of them lacked the resources to rebuild their lives in any meaningful way.

My personal transformation was now complete. While I valued the skills I had acquired working in the private sector, after confronting the conditions of poverty found in Sulla, I knew there was no way I could return to a comfortable corporate life. I resolved to commit the rest of my life to helping the poor extricate themselves from poverty. The organisation now known as BRAC was born.

Today, thanks in large part to the empowerment of women, Bangladesh has seen one of the most dramatic declines in fertility rates ever seen, from an average of 6.4 children per woman to just 2.1. Changes in other basic indicators of quality of life, including life expectancy, child mortality and maternal mortality, have been equally dramatic.

The road here wasn’t easy. We worked hard to address the causes, not merely the symptoms, of Bangladesh’s widespread and deeply entrenched poverty and hunger. I understood that simple relief work, such as replacing destroyed homes and distributing food and medicine, would do little to solve the underlying problems. So we turned to the long-term development of human potential—not limiting ourselves to one area, such as health, education, agriculture, or livelihoods, but working in all these sectors, applying a holistic set of solutions and evaluating the results along the way.

We were eager to be as effective as possible and learn from our mistakes. We introduced cooperative agricultural schemes, literacy programmes, healthcare and family planning, credit support for landless farmers, and much more besides. I could see that, just as poverty does not have one simple cause, it could not have one easy solution.

For a country in chaos, the work of Norman Borlaug, M.S. Swaminathan and others making advances in food science, together with the news of what had been accomplished by the farmers in India, were a message of hope.

It gave us confidence that, if we worked hard and brought these technologies and methods to our farmers in Sulla, they would see similar gains. When I wrote our first major funding proposal for Oxfam, I was naive enough to think that we could triple rice yields and completely eliminate adult illiteracy within our intervention area within five years.

In fact, we failed in many of our first efforts. As I look back on our initial optimism, I am struck by how much we have learned.

After working in Sulla for some time, I began to see a more deep-rooted problem of powerlessness among the poor—a lack of agency, a lack of control over even the smallest aspects of their lives. Eventually, in our efforts to empower them, we entered into a series of dialogues with the villagers. We began an adult education programme based on group discussions, employing the teaching methodologies of the Brazilian educator, Paulo Freire.

Like Norman Borlaug, Freire was a visionary who inspired me greatly. For him, lifting people out of poverty, hunger and oppression was part of the process of 'humanisation', as he wrote in his seminal work "Pedagogy of the Oppressed." According to Freire,



humanisation is thwarted by injustice, exploitation, oppression, and violence; it is affirmed by the yearning of the oppressed for freedom and justice. This book was first published in English in 1970 so, like the Green Revolution, his ideas were fresh at the time. I believe they are as important today as they were then.

When we began, I was convinced—as I remain convinced today—that, to achieve real empowerment, people need to be aware of their situation and develop a sense of self-worth in order to change it.

During our literacy classes, the teachers acted as facilitators of discussions which explored the true meanings of words as perceived through the life experiences of the learners themselves. This was a learning process for us as well as the students. We developed 100 lessons, each based on a key word, and discussions focused on these words.

One of the first words in our curriculum was 'hunger', or '*upash*' in the Bengali language. People in the villages were very familiar with this word and concept, and the discussions became quite animated. Anyone who has ever felt pangs of hunger would have a visceral sense of what hunger is, but those who had suffered from chronic hunger had a deeper perspective. They said that being hungry was like being in prison, locked away in a cage, isolated from others, and unable to communicate with anyone else, except for others who were also hungry and in a similar state of powerlessness.

Breaking free from that cage, we learned, was not as easy as we had initially hoped. Farmers' habits were deeply ingrained and would not change overnight. The vast majority of the crops were rain-fed, and bringing irrigation to the fields through tube-wells would prove to be a tremendous hurdle. It would take a long time, many



years, for new methods of agriculture to catch on. In fact, we are still bringing the Green Revolution to parts of Bangladesh and now Africa.

One of the problems we encountered was that local power structures in rural areas were exploitative, cruel and corrupt, with moneylenders, landlords and local elites often taking advantage of the landless poor in collusion with the local police and government officials. As a result, although they worked hard to survive, the work of the poorest gained little traction in terms of improving their living conditions.

I began to see the difficulty of breaking down the fatalism that held sway in rural areas. If hunger is a cage, and poverty is powerlessness, it was in part because landless people were locked out of these local power structures. They were constantly in debt to moneylenders, earning the lowest of pay for manual labour. Women in particular, often married off at the age of 13 to one of those landless labourers, bore the brunt of oppression.

Although many of our initial efforts fell short, we found our dialogue sessions were successful in building people's self-worth and solidarity. We wanted to empower the poor, to equip them with the tools they needed to break free from these constraints. One of these tools was the confidence and self-esteem to know that their actions really mattered. If we could create the conditions for people to improve their lives through their own agency and action, and they could see meaningful progress, I knew they would do the hard work of ending poverty themselves.

We began thinking about what we could do to create those conditions. We introduced group-based microcredit without collateral, allowing people to borrow and invest in new seeds, fertilizer, and farming



technologies without the high rates charged by moneylenders. We introduced homestead vegetable gardens, financed by micro-loans, to add nutrients to people's diets. Later, we began introducing entirely new crops, such as maize, which was linked to a poultry industry centered on female farmers. We built value chains for other industries, such as dairy, to benefit women who owned milk cows.

Today, I am pleased to say that Bangladesh has achieved self-sufficiency in food production. Though our population has gone up 2.2 times since independence, our food production has gone up 3.1 times. This has happened through widespread irrigation during the dry seasons, the introduction of improved varieties, more effective usage of fertilizer, and other changes to farming practices. This process continues and we have seen many of these interventions, adapted to local contexts, having profound impacts on hunger and food security in other parts of Asia and in Africa.

But the underlying causes of hunger cannot be addressed through food security alone. Without clean water, basic healthcare, family planning services, and quality education for children, families remain trapped in the cycle of poverty.

I saw that we would never bring down the fertility rate without bringing down the high mortality of children in our society. The problem was not merely that family planning services were unavailable, although that was part of it. The government, to its credit, actually began offering free family planning services, but few were accessing them. In our own intervention areas, we succeeded in raising contraceptive usage rates from single digits to about 20% in the late 1970s. But we seemed to hit a ceiling there.

After listening to rural women's concerns, I learned why.



Many were actively choosing to have more children because they had so little confidence these children would actually live to adulthood. As I mentioned, at the time of independence, one in four Bangladeshi children didn't even make it to their fifth birthday, one of the highest rates of child mortality in the world. The toll in grief and human suffering was incalculable and, moreover, it was keeping generation after generation locked in a cycle of misery.

At the start of the 1980s, we launched a ten-year effort to teach mothers—13 million in all—how to administer oral rehydration fluid to children with deadly diarrhoea, one of the biggest killers of children. Many people, including trusted friends and colleagues, were skeptical that a relatively little known NGO, which had not even begun to work at a national level until then, would be able to reach so many people and catalyse such widespread behavioural change. But this programme helped to reduce the rate of child deaths from diarrhoea by 80%. Together with the government, we also established a national immunisation programme that took the country from 4% immunisation coverage in 1986 to 72% in 1990.

As a result, people gained confidence that their children would survive and accepted the benefits of having smaller families. Meanwhile, we began training village women to serve as community health workers, providing health products and services (including contraception) to their neighbours. We now have more than 100,000 community health promoters providing these services.

I believe this empowering combination of children's, maternal and reproductive health services, delivered on a local level at a massive scale, helped catalyse one of the steepest declines in fertility rates the world has ever seen.

With the child mortality rate falling dramatically, so many more children would now survive into adulthood. People rightly began to ask: Why are we teaching literacy to adults only? If we are interested in long-term development, wouldn't it be better to start with children? The government's own schools were out of the reach of many poor families due mainly to cost and distance and, in any case, provided a poor-quality education to the few that could afford it.

Starting in the mid-1980s, we began training housewives, many of whom had only high school level education themselves, to work as school teachers in their own villages. In one-room schools, with majority girls in the classroom, we targeted exclusively the children from the poorest families. Many have compared these schools to the prairie schools of the American frontier, and indeed we were, in a sense, on a frontier of our own, working in villages not yet reached by the government school system.

For these village schools and teachers, we applied the same principle of empowerment and scale used in our health and family planning programmes, that is, empowering people on a local level to take care of their own needs. An entire generation—more than 11 million children—have now come through BRAC schools. Remarkably, perhaps because of the value we place on encouraging critical thinking as opposed to rote learning, multiple studies have shown that these children perform better in standardised tests than children from more privileged backgrounds.

To be sure, none of these things caught on like wildfire. As I mentioned, it took many years, decades in some cases, to see the true impact of our work. But, for individuals, the knowledge of being in charge of their own destiny was like a light being turned on—the light of hope.

In his Nobel speech, Norman Borlaug spoke of the historical precariousness of man's existence. Throughout most of history, humans have lived an uncertain existence, never secure in the knowledge that we would have enough to eat. He also suggested that perhaps the term 'Green Revolution' was still 'too premature, too optimistic, or too broad in scope'. The temporary success of the Green Revolution had only given humankind a 'breathing space' to solve more deep-rooted problems like overpopulation, he said.

I believe we are still within that breathing space created by the Green Revolution, and its true potential has yet to emerge. We have a great set of challenges before

us. The problem of hunger still looms, for instance. It has been said that, to feed the world, we will need to produce more food in the next 40 years than we have in the last 10,000. This may sound daunting, but I am confident that, even with the challenge of ongoing climate change added to the equation, we can do it provided a new generation of Norman Borlaugs emerges.

Defeating hunger does not depend only on the science of food production. It requires us to address the problem of powerlessness among the poor—of putting an end to that feeling, articulated so many decades ago by the villagers in Bangladesh, and still felt by so many millions today, of being locked in a cage.

As Amartya Sen has written, poverty cannot be reduced to a single factor, such as insufficient income or the lack of healthy meals. It is, at heart, a deprivation on one's capacity to be fully human—to be able to lead a life that one has good reason to find meaningful or valuable.

I believe that the true promise of the Green Revolution means breaking free from hunger and fatalism, and that it is part of the ongoing process of becoming fully human—making people shapers of their own destiny, able to build their futures instead of holding out their hands in supplication, and to lead lives filled with meaning and purpose, transforming the world around them.

Thank you.

WORLD FOOD PRIZE LAUREATE ADDRESS

Borlaug Dialogue Symposium, Des Moines, Iowa, 16 October 2015



Thank you, Ambassador Quinn, World Food Prize Laureates, distinguished guests and friends. It is appropriate that we are gathered in Iowa in October, in the middle of the harvesting season. Throughout this month, combines are rolling across the fields, here in one of the world's largest corn-producing regions.

In my native Bangladesh, where the main crop is rice, October, in the northwest of the country, has long been a time of chronic food shortage known as munga (M-O-N-G-A). Lasting about 60 days, munga is often referred to as a "season," as though it were a natural phenomenon,

like the American autumn or the Asian monsoon. But it is a season defined only by widespread unemployment and hunger among the landless. It was long assumed to be a part of the enduring fabric of rural life in northwest Bangladesh. But today, we are starting to see the disappearance of munga and, in many places it has gone completely.

How has this happened? The answer is through the gradual adoption of new technology and a change in cropping patterns. We began working with farmers to alter the cropping pattern in a way that provides year-

round employment to landless labourers. We did this by introducing a shorter-maturity rice variety for the summer rainy season. A larger gap thus opened up between the two annual rice crops, long enough to allow cultivation of a third crop: the potato. Planting and harvesting potatoes during this period provides an extra 65 person-days of employment per hectare. Land that once yielded two harvests now produces three, and as a result, the munga season is close to disappearing.

We have thus succeeded in disrupting a pattern of suffering that had prevailed for centuries.

We can count many examples of methods that enable the poor to end poverty in their own lives, putting an end to cycles of suffering like the one I have just described.

One of these enabling tools is microfinance. BRAC began offering loans and savings services to the rural poor in 1974, when we were working in just one remote area of Bangladesh.

Wage employment was low, so we wanted participants in our development programmes to have their own sources of income. We started making small loans to buy cows, seeds, farm tools, and other productive assets. These were offered as part of a package of services that included literacy and empowerment training, healthcare, sanitation, hygiene, and family planning.

Many of the women we worked with had a hand-to-mouth existence. They could only dream of having, say, 5,000 Bangladeshi taka, or about USD 100, to buy a cow. We created borrower groups in each village, thus removing two of the biggest constraints on poor people's ability to take control of their lives: a lack of resources, and a lack of solidarity among themselves.

Yet our borrowers faced many more problems trying to generate income from assets bought with micro-loans.

In 1991, I remember visiting a village in the north of Bangladesh that was about two miles on foot from the main road.

I spoke to a woman there, one of our microfinance borrowers, who was selling milk from the cow she had bought with her 5,000 taka loan. She told me the cow produced two litres of milk every day which she sold for 7 taka (about 15 cents) per litre.

She said, "I'm using that money to pay the loan back and, after that, I have no income."

I knew at the time that the price of milk in the capital, Dhaka, was 25 taka per litre. The demand for milk in our growing cities was enormous, and yet this woman had no way of accessing that market.

I thought, if we could collect milk from this woman, refrigerate it, and transport it to Dhaka, we could easily pay her 15 taka per litre—roughly twice what she was getting at that time—and still cover our costs.

This led to the establishment of the BRAC Dairy enterprise.

In order to improve services to livestock farmers, we have trained 400 paravets—and set up a bull station to provide artificial insemination services, with bull semen from Friesian and others high-milk producing cattle. This is now being distributed through 3,000 trained inseminators throughout the country, equipped with a cell phone and a motorcycle, to provide artificial insemination services directly to farmers' home.

Bangladesh milk production is on a growth trajectory due to these services.

As the years went by, I found many examples like this where microcredit alone was not enough to boost incomes significantly. To help borrowers become more productive, we invested in training, inputs, and ways to get their goods to market.

We also encouraged people to develop multiple streams of income. We urged people to diversify, starting with small vegetable gardens alongside their homesteads. These supplemented their income and added nutrition to their diets. Many of our borrowers who produced vegetables for the market didn't have access to quality seeds so, in 1986, we launched our own vegetable seed production business and began producing high-quality seeds with the help of outside experts.

By the 1990s, microfinance in Bangladesh had grown quite large, driven by organisations like BRAC and Grameen Bank. Many clients were now using their micro-loans to buy and raise imported high-yielding varieties of chickens, which produced more eggs than regular domestic chickens. Over a two-year period, we trained 40,000 women in as many villages as poultry vaccinators, so they could provide regular vaccinations, using vaccines provided by the government, to the poultry rearers in their village.

Again, we faced constraints. This time it was a scarcity of quality poultry feed. In 1994, we began introducing hybrid maize seeds imported from Australia, so our farmers could grow maize for poultry feed.

It was quite a struggle to get Bangladeshi farmers to accept this idea. Maize was a new crop at the time and farmers weren't aware of the demand. So we offered them a buy-back guarantee. We told them, "If you grow our hybrid maize and can't sell it on the open market, we'll buy your harvest at a guaranteed price. You have no obligation to sell it to us; if you can find a buyer willing to pay more, by all means do so."

Farmers took us up on the offer, and the increased production of maize for poultry feed greatly benefitted our poultry farmers. Maize is now an established crop in Bangladesh.

In 1998, our seed enterprise entered the market for our country's dominant crop, rice. We started importing hybrid rice seeds from China and field testing them for viability in different ecological zones. We now markets 12 varieties of hybrid rice in Bangladesh, including four developed at our own research centre. This seed enterprise now generates a surplus of USD 1 million annually—one of many similar enterprises that support our borrowers.

We are now working in five countries in sub-Saharan Africa, using self-employed local agents to extend similar solutions to farmers there.

There are those who say a non-profit like BRAC should follow a purely charitable model rather than generating its own income, but I reject this. Today BRAC's social enterprises, including microfinance, generate revenue in excess of USD 600 million, with a net surplus of USD 150 million. Together with substantial donor funding, this funds our schools; our programmes on maternal, neonatal and child health and nutrition; water, sanitation and hygiene; human rights training and legal services; and many other programmes.

Microfinance became one of our largest and most successful programmes. But by the late 1990s, our field research showed that we still weren't reaching the poorest 10% of Bangladesh's population. Even after 25 years of building rural livelihoods, we were failing to provide any significant opportunities to those most in need.

Millions of households at the very bottom were being systematically excluded from group-based microfinance. The group members, who were all poor women themselves, would not let the poorest women in the village join the groups. The members thought the poorest would not be able to regularly save and use loan capital to generate income.

We called them the "ultra-poor," a sub-set of the extreme poor who lived on less than 80 US cents a day. They were mostly households headed by women, many of whom were widowed or abandoned.

We found the poorest do not take part in village life. Their children do not go to school. With their basic needs unmet, microfinance alone could not offer them a pathway out of poverty.

In 2001, BRAC developed a programme tailored for the ultra-poor. We sought to address their multiple barriers to development simultaneously, hoping to give them a boost that "graduated" them from ultra-poverty.

Selected ultra-poor families receive a package of support: a cash stipend, a productive asset (such as a cow or half a dozen goats), training, a savings accounts, and basic healthcare.

This support period lasts 24 months. During this time, we make sure their children are able to go to school, encourage them to adopt savings habits, and coach them in the basics of financial management. Our staff pays regular visits to their homes for coaching and handholding to help them through any problems they may encounter. We involve others to get them into the mainstream life of the village.

The change that takes place in these women over these 24 months is remarkable. They begin to emerge from the darkness of poverty and hopelessness. It is as though a light has been switched on, and their lives begin to change in ways that far exceed what we put into the programme. After years of suffering, it seems their hard work is finally gaining traction.

Since 2002, 95% of the 1.4 million families who have come through this programme have graduated from ultra-poverty—a 95% graduation rate!—and independent studies conducted by London School of Economics show that, even four years after members graduate, they continue to experience growth in their household income and improved well-being.

Success is not limited to Bangladesh. In May, Science magazine published the results of a large randomised control trial, conducted by researchers at Yale and MIT, covering pilots of similar graduation programmes, based on BRAC's model but run by other NGOs in India, Pakistan, Ethiopia, Ghana, Honduras, and Peru. The results showed definitive success. In all six of the countries studied, treatment households saw significant improvements across a range of indicators that continued beyond the end of their programmes.

So these graduation programmes seem to work in all cultures—not just Bangladesh.

I have compared people's realisation of their own power to change the world around them to a light being turned on—the light of hope. It is a light that all people have within them, even those who may seem lost in darkness.

Time and again, we find examples like these, where poor people are able to harness their own energy and change their own lives, once we create the enabling conditions for them to do so.

To break the inter-generational cycle of poverty, BRAC opened its first schools for the children of the poor in 1985. One of our main objectives was to ensure quality, because these children, deprived of home learning opportunities, needed the best education they could get.

I remember reading an article in the Times Education Supplement about where the best teaching was taking place. It said that the Dutch were the best at language and maths, and the New Zealanders were best at mother language teaching. So we paid a visit to the New Zealand High Commissioner in Delhi, who happened to be Sir Edmund Hillary. I asked if he could help us find some of the top educators in New Zealand to help us improve our mother-tongue language teaching. "Sure," he said. "I can find somebody to help you."

So we recruited teachers from New Zealand, the Netherlands and elsewhere to help our team develop our curriculum, materials and teaching methods, with a view toward provide the highest-quality education we could to the poor.

To find good teachers, we didn't go to teachers' colleges, but looked within the community for a housewife with a high school education. These women received an initial induction training of two weeks, followed by classroom supervision twice a week and monthly refresher

training. This developed them, over time, into excellent schoolteachers for the children of the village. And these teachers would be role models for local girls, who form the majority in our classrooms.

By ensuring quality, we soon found that students from BRAC schools were outperforming those from government schools. We are now operating 60,000 one-teacher schools in Bangladesh and other countries in Asia and Africa. We have been able to provide high-quality schooling to an entire generation – approximately 11 million graduates from the primary and pre-primary levels – who would have otherwise remained illiterate.

I would end by reflecting on remarks made by Norman Borlaug in his 1970 Nobel Prize acceptance speech, when the Green Revolution was still in its early days. Despite the spectacular gains in wheat production that had been seen in India, West Pakistan and the Philippines, Borlaug said the Green Revolution was not yet a victory but merely "a temporary success in man's war against hunger and deprivation." It had granted us a breathing space, he said, in which we had a chance to solve larger problems.

Ladies and gentlemen, I believe that today we are still within that breathing space created by the Green Revolution. We now have a historic opportunity to end extreme poverty and hunger within our lifetimes. The Sustainable Development Goals set a target of eradicating extreme poverty by 2030, and I believe it is within our power to do so.

We have called into question the fatalistic belief, prevalent throughout history, that widespread human misery is an immutable part of nature. We understand, finally, that things once considered an inevitable aspect of the human experience, often thought to be ordained by a higher power—things like hunger, poverty, seasonal famine, the oppression of women, and the marginalisation of great portions of society—are in fact changeable through the power of human activity. And we understand that even the poorest among us can be the agents of this change.

Let us therefore make good use of the breathing space of the Green Revolution to disrupt these cycles of suffering forever.

Thank you.

ACCEPTANCE REMARKS FOR YIDAN PRIZE FOR EDUCATION DEVELOPMENT

Remarks delivered by *Shameran Abed*, Executive Director, BRAC International
Grand Hyatt, Hong Kong, 1 December 2019



On behalf of the BRAC family, thank you for the warm welcome. It is an honour to deliver the following message from Sir Fazle Hasan Abed, Founder and Chair Emeritus of BRAC:

“The Honourable Mrs Carrie Lam, Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region, Dr Charles Chen Yidan, Founder of the Yidan Prize, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good evening.

I am most honoured to receive the Yidan Prize, the

largest international prize in education. I would like to express my gratitude for the recognition you have bestowed upon both BRAC and myself. I regret that, for reasons of health, I am unable to be here in person.

Ladies and gentlemen, you have all gathered here because of our shared belief in the importance of education in addressing the inequities present in our world today. I have discovered time and again in my four decades of work with BRAC that education is the fundamental catalyst for change. Today, I will share how

we at BRAC used education as one of the central themes in addressing the issue of inequity over the last few decades.

I believe that education is the greatest equaliser. At the time of BRAC's inception 47 years ago, three quarters of Bangladesh's population was illiterate. The very first development plan for BRAC aimed to bring 100% literacy to the adult population of the 200 villages in Bangladesh where we were then operating. But the working men and women of these villages saw little utility in literacy skills. We therefore put into practice Brazilian educator Paulo Freire's principles on conscientisation, elaborated in his *Pedagogy of the Oppressed*. Freire believed that the confluence of action and reflection created new knowledge and that, through reflection, learners became actors, not mere observers, and authors of their own decisions.

Subsequently, all of BRAC's community and capacity development activities have been based on these principles. The progression from adult literacy to education of children occurred naturally in the course of addressing intergenerational poverty. The poor state of primary education in Bangladesh in the 1980s prompted us to start second-chance schools for disadvantaged children. Our one-room-one-teacher schools each enrolled around 30 children, majority of them girls. The focus was on making the process of learning enjoyable. The teacher was a woman from the local community who had at least graduated from high school. Children from the poorest of families who had either not entered formal schools or had dropped out were enrolled and provided with educational materials free of cost.

Our model was one that could be adapted to the context of any developing country struggling with educational reform. Over the two decades, our education model has expanded beyond Bangladesh to five countries across Asia and Africa. I'm proud to state that BRAC now has the largest non-formal education programme in the world, with 36,456 schools and centres.

To date, nearly 13 million children, over half of them girls, have graduated from BRAC's pre-primary and primary schools—an overwhelming majority of them have gone into the public school system, performing, on average, better than their mainstream peers.

Early childhood is a critical time to provide learning opportunities to children to ensure optimal development. BRAC is engaged in research on play-based learning for children from 3-5 years including displaced children living

in refugee camps and suffering from trauma, whose well-being and resilience can be enhanced through play.

Currently, BRAC is running a total of 656 play labs across Bangladesh, Uganda and Tanzania, reaching out to around 11,500 children every day. Through our play lab programme, we have seen first-hand the power that learning through play can have in a child's development. The model is now being adapted for humanitarian crisis settings.

In a world rife with conflict and displacement, addressing any widespread problem requires reaching significant scale.

The BRAC Institute of Educational Development under BRAC University has developed a play-based solution called the Humanitarian Play Lab (HPL) model to help children in crisis learn and heal from trauma. Part of the labs' goal is to help children learn through play and prepare for school. But they also serve a simple, essential function in carving out time and space where children can find joy. I hope the world's leaders will realise the potential of this play-based education model to develop more socially and emotionally intelligent individuals who are able to live happier, conflict-free lives.

The very generous Yidan Prize funding will allow us to expand our education activities. We plan to use the funds for two purposes: strengthen our existing basic education programme, and establish new play labs.

Every child deserves the opportunity to grow and develop. Many of the graduates of BRAC's schools have gone on to receive university degrees and have become doctors, lawyers and engineers. They have achieved different things in their lives but one thing remains in common—education has unlocked new opportunities for all of them.

It is on behalf of the BRAC staff and school teachers that I humbly accept this prize.

I envision a world where even the poorest among us have the opportunity to lead lives of purpose and dignity, and I humbly ask those gathered here today to play their part in making this vision a reality.

Thank you.



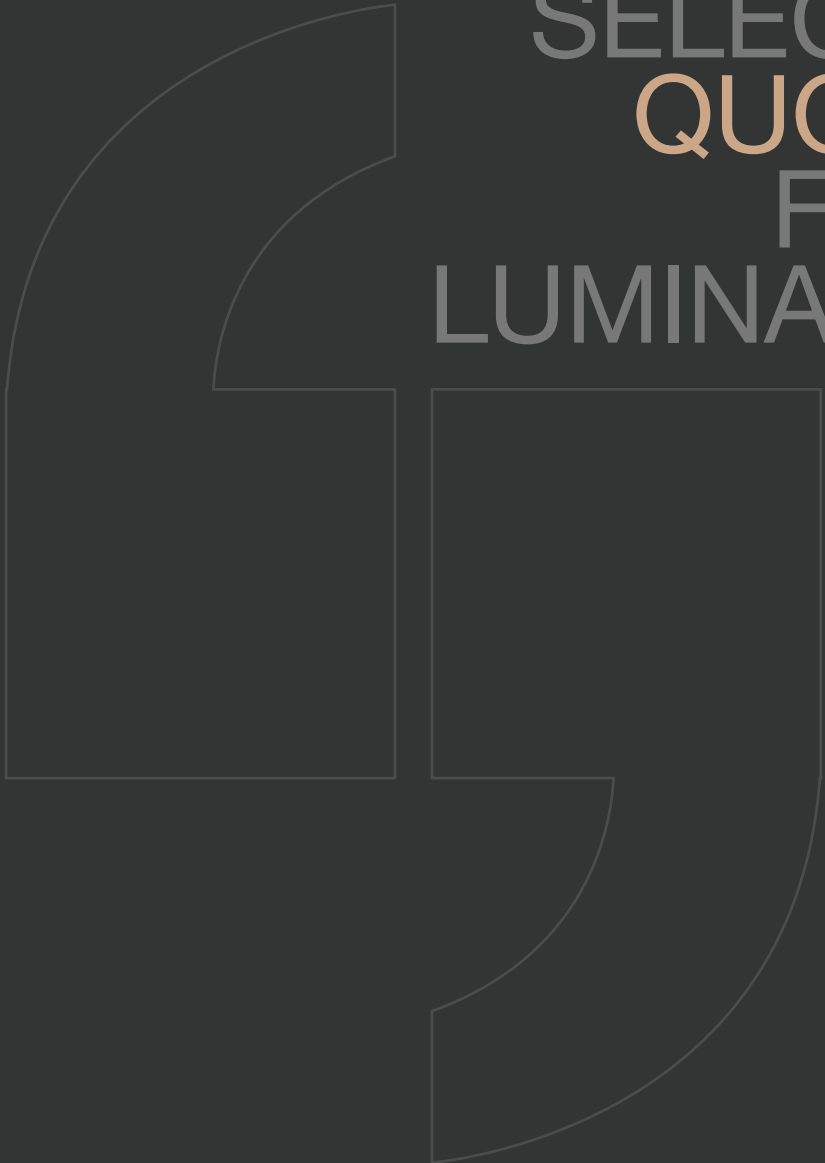
Football Hero

Football was a big part of China's history and it was the most popular sport in the world. The Chinese people loved to watch football matches and play football themselves. In the 1930s, the Chinese government started to build football stadiums and fields. This was the first time that the Chinese people had their own football stadiums and fields. The Chinese people were very proud of their own football stadiums and fields. They were very happy to see their own football stadiums and fields. They were very happy to see their own football stadiums and fields. They were very happy to see their own football stadiums and fields.





SELECTED
QUOTES
FROM
LUMINARIES





Abed was one of the foremost leaders of thought as well as action of our time. Not only did he transform Bangladesh, and indeed a lot of the world, by his radical initiatives, he proceeded to his actions through identifying what our deprived world needed, using remarkably penetrating analysis and social scrutiny. An astonishing combination of clear-headed thinking and sure-footed execution made Abed the great leader that he was. We have had very few like him in the history of the world.

Amartya Sen

Recipient of the 1998 Nobel Prize in Economic Sciences



BRAC means life. Skills and programmes to ensure every infant survives and every child thrives. BRAC means making a life. Skills and entrepreneur programmes taught to give hope and realise dreams. BRAC means changing millions of lives for the better. Happy 50th anniversary to a lifelong partner!

Henrietta H. Fore

Former Executive Director, UNICEF



Sir Fazle Abed was one of the world's most amazing human beings and defender of the poor. He was an inspiration to so many, and his message of hope resonates now more than ever. He showed us all that human kindness and love can overcome great challenges. BRAC is a reflection of this message and has grown into an amazing institution.

Gordon Brown

Former UK Prime Minister



Happy anniversary BRAC. As a journalist I've met presidents and prime ministers, inventors and tycoons. However, I've seen few people change the world as much as my old friend Abed. That was because he showed that global poverty is not intrinsic, it is something that we can overcome. People often think that poverty, disease and illiteracy are depressing but Abed and BRAC showed these are things we can overcome and that we can make a difference. He was in the business of investing in our shared humanity and trying to make a better world. And so, congratulations BRAC. And never think BRAC is in the poverty business, it is in the business of empowering people, of educating people, of lifting people, of making a difference all around the world. It is in the business of hope.

Nicholas Kristof

Journalist and two-time Pulitzer Prize winner



It is no exaggeration to say that BRAC’s work was hugely influential in my own career and thinking, and it was nothing short of a privilege to work with Sir Fazle Hasan Abed for many years, including in his role as a juror for the Hilton Humanitarian Prize at the Conrad N. Hilton Foundation.

Three decades ago, I was working for an INGO in the West African nation of Mali where we were struggling to find a sustainable, long-term solution to building schools in the country. When we learned about the BRAC community schools, we understood immediately how this model could be adapted to Mali. We started working with village leaders and Malian NGOs in 1992, and by 1999, we had helped 800 communities establish schools, amounting to a 40% increase in the number of primary schools in the country. Without a doubt, BRAC was the spark and guide of this extraordinary effort.

I will be forever grateful to Sir Fazle and his incredible will and determination. I hope we can all be inspired by his passion, humility and inspiring story of courage and hope. I know I am.

Peter Laugharn
President and CEO, Conrad N. Hilton Foundation



It gives me great pleasure to congratulate BRAC on the 50th anniversary of its founding, and to join this celebration of your quite remarkable achievements. I, myself, encountered BRAC and its distinguished Founder, Sir Fazle Abed, in the early 2000s through its work fighting endemic TB in communities in Bangladesh at a time when Open Society was supporting similar work in the former Soviet Union. Despite coming from very different backgrounds and taking different paths, Sir Fazle and I soon found that we shared many values that brought us together as partners and friends. I am, perhaps, most proud of all that we achieved together with Madeleine Albright and all our allies in promoting the cause of legal empowerment. That included the successful campaign to have the principle of access to justice included in the UN Sustainable Development Goals in 2015. I am also delighted that our shared beliefs in the importance of access to education has led to BRAC University now being part of a broader Open Society University Network. In 2013, Sir Fazle received the Central European University’s Open Society Prize. He said then that BRAC sought to eliminate poverty so that everyone can enjoy the conditions to act on their behalf and fulfil their own potential.

On this 50th anniversary, let us celebrate what BRAC has achieved and may it continue to flourish.

George Soros
Investor and philanthropist



Fazle Abed was a man who inspired awe but was profoundly relatable—always reminding us that we too could choose to live consequentially. A giant of history, Fazle Abed believed deeply in the power of hope and personal agency, and in the fundamental dignity of all people. He proved that given a dose of inspiration, a door to opportunity, and a community of support, individuals and communities facing poverty could and would change their own lives. His life was a gift to the world!

Reeta Roy
President and CEO, Mastercard Foundation



On behalf of Sesame Workshop, I want to take this opportunity to congratulate BRAC on 50 remarkable years of impact. Reducing poverty, and improving the lives of so many around the world. At Sesame, we are constantly inspired by your commitment to keep the voices of children and families at the centre of your work. Bringing joyful, playful learning to those who need it most. Congratulations on an incredible legacy. We could not be more proud to call you our partners. Happy anniversary!

Sherrie Westin

President, Sesame Workshop



The hundreds of millions of lives [Abed] transformed will remember him as the spark of hope, especially by those from the most vulnerable and poorest communities now enriched by new possibilities.

Dr Charles Chen Yidan

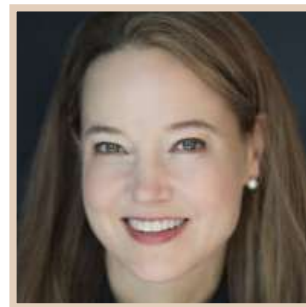
*Founder, Chen Yidan Charity Foundation
Founder, Yidan Prize Foundation*



Sir Fazle Abed was a true hero of modern humanity. He proved that even the most complicated and complex of environments can be systemically changed through effective leadership, innovation, perseverance, and courage. He showed the power of belief in children to change their life trajectory when given the right education, tools, and support. Through this book we can hope that many others will be inspired to walk in his footsteps of a lifelong commitment to helping others reach their full potential.

John Goodwin

Former CEO, The LEGO Foundation



Abed set targets that required a lot of courage and boy he delivered on all of them! From going to every single household in Bangladesh to teach mothers how to make oral rehydration saline, to covering half the country with latrines, to ensuring social protection for millions of ultra-poor, he was very clear in setting lofty targets in solving social problems. But there was also a clarity that he could convey in how to achieve those targets which made it look easier and much simpler than it actually was. He wanted to dream big and pushed everyone out of their comfort zone and such is his enigmatic personality that we all wanted to give our all to achieve those dreams.

Kim Starkey-Jonker

President and CEO, King Philanthropies; Lecturer in Management, Stanford Graduate School of Business; Co-Author, Engine of Impact



” Abed bhai eschewed paternalism towards the poor in favour of learned self-sufficiency. His was a simple demeanour, one that belied his enormous impact on the reduction of poverty. It rings true to the role model I had the privilege of knowing in the last two decades of his eventful and fully-lived life.

Tarun Khanna

*Jorge Paulo Lemann Professor
Harvard Business School*



” Sir Fazle made an essential contribution to the single greatest period of poverty reduction in human history. He was an inspiration to so many, especially the millions of women and girls who have been empowered through BRAC.

Ambassador Kenneth Quinn

Former President of the World Food Prize Foundation



” As we consider 50 years of BRAC, and the extraordinary impact and influence it has had on alleviating poverty in the world, I am also reflecting on the leadership of Sir Fazle Abed, who remains in my mind the model of social entrepreneurship for all of us to emulate. His humility and learning orientation, his vision and determination to reach as many people as possible, and his belief in people are baked into BRAC and what makes it so exceptional.

I feel so grateful to have personally experienced Abed bhai’s generosity in encouraging the leadership of others. I’ll never forget his taking the initiative to reach out and encourage me to launch Teach For All to be responsive to the needs around the world. His encouragement and generative advice—coming at a time when many were providing the opposite—gave me the confidence to go forth. I will always try to live up to Abed bhai’s example—his sustained commitment to deepening and growing the work of BRAC, his humility and kindness, and his generosity in supporting the next generation of people and ideas.

Wendy Kopp

CEO and Co-Founder, Teach For All



In addition to the amazing work that Abed bhai started, drove, and inspired, I will always remember his smile, warmth, and kindness. I met him when I was young -- in the early days of Landesa. He was an icon, yet he took the time to understand our work and offer encouraging words of advice. The advice was golden, but even more valuable was the fact that he took the time, that he showed interest.

Tim Hanstad
CEO, Chandler Foundation

An organisation is profoundly shaped by its founder. To me, BRAC is an embodiment of the extraordinary leader and servant of the poor and disenfranchised, Sir Fazle Hasan Abed. Sir Fazle, known to his friends as Abed, founded and led BRAC with great vision, ambition, discipline, intelligence and courage. He also led with humility, dignity, compassion, openness and a remarkable curiosity and attentiveness to others.

I had the opportunity to work with BRAC during my time leading the Omidyar Network, a philanthropic investment firm supporting entrepreneurs and social entrepreneurs in emerging and frontier markets. I had the pleasure to meet with Abed on several occasions over the years. Two interactions with this wonderful man stand out for me.

The first was a visit to Dhaka with Pierre Omidyar and other colleagues in the early years of my tenure at the Omidyar Network. BRAC had a stellar reputation and we were keen to learn about BRAC as well as the context in which they operated in Bangladesh. After finishing a field visit to an urban slum on a peninsula in Dhaka we returned to our vans, prepared to drive cross-town to visit BRAC head office. "There is no need to get into the van. The head office is right across the street," said our BRAC guide. We walked into the BRAC head office and up to the floor where the board room was, to be greeted by a smiling Abed. Abed noticed us gazing



out of the window at the slum below and remarked, "We located our head office here so that we never forget our purpose." We then joined Abed for his executive staff meeting, which was remarkable for its gender diversity and the extent to which the engagements with the "boss" were business-like yet kind hearted and non-hierarchical, with Abed seeking to learn from his trusted leaders.

Several years after the visit to BRAC in Dhaka I was participating in a panel about innovative business enterprises in emerging markets at the World Economic Forum in Davos, Switzerland. As we were preparing for the panel, Abed strolled in, greeted me warmly and took a seat towards the back of the auditorium. I was flabbergasted. Here was the man who probably knew more about the topic at hand than virtually anyone in the world and I thought, "He's coming to listen to me?!" I felt like the student presenting to the professor and was struck once again by Abed's personal modesty, learning mindset, curiosity about others' perspectives and support of his friends.

In my decades long career in the private, social and public sectors I have never met a man such as Abed, who combined extraordinary vision, intellect and action-orientation with such fundamental goodness rooted in compassion and service to others. We are all blessed by Abed's example and his legacy and I am hopeful that BRAC will continue to realise his vision and engage in the world in a way that would make Abed proud.

Matt Bannick
Former Managing Partner, Omidyar Network &
Former President of PayPal and of eBay International



Back in the early 1970s, Bangladesh was a very different country. Emerging from the War of Liberation, facing famine, and with a GDP per capita of just USD 134, the challenges were manifold.

Sir Fazle Abed, a visionary leader and determined reformist, realised he needed to act in order to improve the lives of the rural poor. He went on to founding what has become the world's largest NGO that has changed the lives of millions of Bangladeshis and others around the world for the better. On the basis of Sir Fazle's vision and through the leadership of his family and countless other experts and advisers, BRAC now operates in all 64 districts of Bangladesh delivering improvements in education, healthcare, microfinance, skills, human rights, agriculture, and enterprise development. And it has since exported its approach and its ultra-poor graduation model to other countries sharing not just expertise but also the values and ambition on which BRAC was founded.

The UK and BRAC have had a long-standing relationship, both here in Bangladesh and elsewhere; a relationship built on much more than just programme delivery, but also knowledge sharing and lesson learning; and on inclusion and collaboration. BRAC's leadership in framing the challenges and also how to use the evidence of what works to build our response has been inspirational.

The UK had a ten-year Strategic Partnership Arrangement with BRAC which allowed us to collaborate on the ultra-poor graduation programme, health, education, water and sanitation and humanitarian response. We could not have asked for a better partnership. Going out in my first month here to see the impact on the extremely poor families north of Dhaka; hearing about how the transfer of a cow, or two goats, or a pool of ducks could transform lives was among my most moving days in Bangladesh. The pride on the women's faces was self-evident as they showed me round their homes—with electricity, fridges, fans; and the sheet showing how much progress they were making with the



mentoring support provided by BRAC staff. And their happiness at being included in village celebrations, with their own invitations to parties as fully recognised members of their community, will always remain with me. This is the difference that BRAC makes to lives across Bangladesh. Countless millions of lives improved as they moved out of extreme poverty and onto a sustainable path to a better future.

BRAC has been both a thought leader and an outstanding delivery partner throughout the COVID-19 pandemic—always focused on the poorest and most marginalised, and how best to deliver protection and improvements for them. BRAC was always my first port of call when we needed advice on emerging trends, what was most needed by the Government of Bangladesh, and how we could work together to raise awareness, improve mask-wearing, provide water and sanitation facilities, and ultimately save lives.

Working with BRAC is always about working with friends. The BRAC family has such strong values and from the leaders to the technical experts to the programme managers, there is an unfailing courtesy, passion, and determination to get stuff done. To say they have been a partner of choice would be to seriously understate their position in the former DFID and now FCDO architecture. They get out ahead on evidence, data, understanding the reality on the ground and then bring this back to others to build the case for action, and for funding. They know what needs doing; they know how to do what needs doing; and they do it. And they know what success looks like.

It has been an honour and a privilege to work with BRAC over the years and we look forward to many more years of partnership on education, health, and support to the Rohingya, to name one of the few priorities we share.

Happy 50th BRAC – and welcome to the next half century. Please keep doing what you do so well.

Judith Herbertson

*Development Director
Foreign Commonwealth and Development Office*



Hello BRAC colleagues!
 First of, I just want to offer a big congratulations on your 50th anniversary. What an achievement, and filled with such important milestones. At this time, we're reflecting on BRAC's important contribution to the economic and social transformation of Bangladesh since its inception. With this journey of yours, Canada is



so proud to be a partner, working hand in hand for more than two decades. To mark this important milestone, we are reaffirming our commitment to be a true partner and collaborator with BRAC. We want to tackle the causes of poverty and focus on alleviation together. We want to focus our efforts on where the need is greatest, not just where its most visible. Not only saving lives, because that's a bare minimum but transforming the lives of millions by lifting them out of great poverty or rather supporting them to lift themselves out of poverty.

As we know, BRAC has championed that individuals know the way to be able to support themselves. They just need the access, opportunities and tools. And so, we remain here as your partner to work on that, whether it be education, healthcare, other basic services, and giving them a chance for their voices to be heard and influence how they receive their services and how their communities are developed. Over the past few years, I have been truly fortunate enough to witness BRAC's incredible development programmes and remarkable achievements, as well as methodology and pedagogy that I do see epitomised by people on the frontline. I have had the honour to meet the volunteers who work in communities outside of what people normally see and their tireless efforts to bring people together to raise those of the ultra-poor out of poverty. In the initial months of COVID-19 pandemic, watching the volunteers enter slums, other areas at risk to give information on how to improve hygiene and save lives—was one of the most inspirational times of my entire career. They did that at true risk of their own safety and the safety of their own families. That is what epitomises BRAC for me. What is exciting is

to see the new generation make BRAC its own with new strategies, look at new opportunities and how they can move forward to make sure BRAC is still relevant. Your visions are shifting BRAC and how we support the next generation in making Bangladesh a whole different idea of a development success story, driven by Bangladeshis themselves.

Make no mistake, the face of poverty, inequality and justice is changing with time and not always for the better. But I believe that BRAC, armed with the strength it derives from the people it serves and its staff, will be an unbending determination of passion that tackles challenges as they emerge. And its an honour and a privilege for Canada to be apart of that. As a representative of the government of Canada and as the Head of Development Cooperation, I am extremely pleased to be here, at a time where we can recognise your golden jubilee and the contribution of BRAC to the success of Bangladesh as well as to the Canadian and Bangladesh relationship. I look forward to us continuing to advancing our shared values and being part of an arc that will move towards justice and improvements for the citizens of Bangladesh.

Thank you ever so much.

Phedra Moon Morris

*Head of Aid
 High Commission of Canada
 Bangladesh*



On the 31st of January, Australia celebrated the 50th anniversary of bilateral relations with Bangladesh. So, it is fitting today that I have the great pleasure to congratulate BRAC on its 50th anniversary. Over the last 50 years BRAC has grown from small grassroots relief operation to a huge organisation world renowned for its effectiveness and innovation. Today, at 50, BRAC is carrying on the legacy of its visionary founder Sir Fazle Hasan Abed.

Australia is a long-term supporter of BRAC and its work in Bangladesh. Australia and BRAC share a strong commitment to poverty alleviation, gender equality, women's empowerment, and to equip the youth of Bangladesh with the skills they need for a prosperous future. This year we are also celebrating a decade of the Strategic Partnership Arrangement between Australia and BRAC. Over the last decade, Australia has provided over 300 million dollars to BRAC through the partnership. That has helped BRAC support millions of the poorest and most vulnerable so that they can build better lives and contribute to their communities and to this wonderful country. We're delighted to be continuing our support to BRAC and to our strong relationship through the third phase of the partnership.

BRAC's story shows how determination, innovation and commitment to continual learning can achieve truly impressive results and find new ways to address even the most entrenched social and development challenges. From its humble beginnings, BRAC has now ranked 1st on the Global Journal's top NGO list. It has its own bank, its own dairy and its own university. But BRAC is most visible in the communities and villages of Bangladesh, creating opportunities for people living in poverty to realise their potential.

BRAC has achieved a great deal over the last 50 years, but as always, much remains to be done. The world continues to face challenges, especially how to respond to the COVID-19 pandemic. But I'm confident that BRAC will continue to rise to these challenges. Through our Strategic Partnership Arrangement, Australia will be there to work with BRAC and the people of Bangladesh. On behalf of Australia, I would again like to congratulate BRAC on its extraordinary journey and on 50 years of making a difference.

Jeremy Bruer

High Commissioner of Australia to Bangladesh

BRAC South Sudan has worked very closely with the national government, community and local government right from the time of liberation movement up to date—in various areas of development and alleviations of poverty.

During the liberation, the Secretariat of Education with support of our partners were able to go to Bangladesh to see how they were managing their alternative learning programme for out-of-school adolescents (ALP), and after their return the ALP system in Bangladesh was established in South Sudan. The community Girls Education was also established for the girls who had no opportunity

to go to school since they were left behind to take care of their siblings and house chores. The ALP and Community Girls Schools teachers were trained and the curriculum was developed. Through ALP many have managed to rejoin education and even joined and completed their university education.

They worked with the community on empowerment and alleviating of poverty especially on the income generating activities which empowered women on small scale business and this could be proven with the number of women doing business in the market now and supporting their families. Many of the women in the market have through the loan and credit system of BRAC (which was very popular in the early 2007) have been able to develop and make progress in their business to date.

I personally have interacted with BRAC when I was the partner coordinator in the Ministry and especially when they were State Anchor in Lakes State we worked very closely and I had to visit some Community Girls School, where I realised BRAC was a hardworking and committed organisation. I feel BRAC is like a sister that would always like to see that the younger sister does not fall or lag behind but develop and progress together. They were very committed to ensure that the teachers did their work as expected, and constantly trained them on how to manage and keep the learners active. I am actually impressed with their work and management which has kept the Community Girls Schools working and relevant in all parts of South Sudan.

Esther Akumu Asire

Director General Gender Equity and Inclusive Education, Ministry of General Education and Instruction in the Republic of South Sudan



On behalf of the Kingdom of the Netherlands I would like to extend my warmest congratulations to BRAC on its 50th anniversary!

BRAC, with its international head office located in The Hague, is a longstanding, trusted partner to the Netherlands. For many years we have successfully worked together in a variety of sectors such as in water, sanitation and hygiene (WASH) and microfinance and empowerment of youth and women. In all these activities, BRAC has always proven to be extremely efficient and effective in reaching beneficiaries.

In 2019, we had the honour to bestow to Sir Fazle Hasan Abed, Founder of BRAC, the Netherlands' Royal Knighthood for his successful work in alleviating poverty. A truly special moment, which was a testimony to the friendship between BRAC and the Netherlands. We are pleased to see that the mission and vision of Sir Abed lives on in BRAC's work. Thanks to his visionary leadership, BRAC grew to be the largest NGO worldwide, active in over 11 countries in the world, showing the Bangladeshi can-do mentality and their incredible drive for development.

We encourage BRAC to keep reaching out to the millions of people, including women and children, in Bangladesh and elsewhere, to help them build a better future. Know that you are not alone on this journey. We, the Netherlands, will stay a supportive partner to BRAC, and to Bangladesh.

We are looking forward to building upon our excellent existing relation, and wish BRAC all the best for the future!

Anne van Leeuwen

Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Bangladesh

As BRAC celebrates 50 remarkable years and having become the world's largest NGO, with operations not only in Bangladesh but across the world, I need not look further than its birthplace to tell you of its formidable impact in empowering communities in need.



Here in Bangladesh, BRAC has been a key partner for UNHCR, the UN Refugee Agency, since September 2017 when 740,000 Rohingya refugees arrived in Cox's Bazar after fleeing violence and persecution in Myanmar. This was the largest and swiftest forced movement of population in the region since Bangladesh's own Liberation War in 1971—50 years ago.

From the beginning, BRAC has been a strong and reliable partner helping to meet the humanitarian and protection needs of refugees, as well as supporting communities in Cox's Bazar district to deal with the impact of hosting refugees. BRAC brings indispensable local expertise to the Rohingya humanitarian response through its strong presence throughout Bangladesh, in-depth knowledge and understanding of the local context, its longstanding relationships and trust with communities as well as local government institutions.

UNHCR's collaboration with BRAC in Cox's Bazar spans several important areas including protection, from community-based protection, legal assistance, and prevention and response to gender-based violence, to,

as well as education, livelihoods, shelter, water, hygiene, and sanitation. Notably, BRAC's support for health interventions has been critical during the COVID-19 response. In Bhasan Char, BRAC is also a key partner delivering assistance to Rohingya refugees on the island.

Elsewhere in the world, UNHCR works alongside BRAC's creative, resilient and hard-working staff, who are guided by the same humanitarian and protection principles as my own colleagues. They support UNHCR's mandate to protect people forced to flee through participatory, community-based, and inclusive approaches and impactful programmes that prioritise the equitable participation of all groups, particularly women and youth.

Through key interventions in microfinance, access to health services and education, agriculture, livestock, and youth empowerment, BRAC works alongside UNHCR in countries hosting the largest numbers of refugees, like Bangladesh and Uganda, or countries with large internally displaced populations, including Afghanistan, Myanmar or South Sudan. A foundational member of UNHCR's Poverty Alleviation Coalition, BRAC makes a difference and brings hope to those forced to flee and the communities generously hosting them.

We thank you BRAC for your close partnership here in Bangladesh, and in the many other countries where you have set up operations. On behalf of your friends at UNHCR, we wish you a very happy 50th anniversary.

Johannes Van Der Klaauw

*Representative Bangladesh
UNHCR*

BORN AND PROVEN IN THE GLOBAL SOUTH

BRAC has established a Southern model of development. The work starts in communities, with the belief that the people closest to the challenges are the closest to the solutions. BRAC looks for people in communities who are ready to make change and recruits them as staff and volunteers. Because solutions come from communities, there is a sense of ownership—meaning changes are likely to last. Development is carried out through long-term interventions, and impact is measured through research, combined with continuous monitoring.



THE CORE OF WHO WE ARE AND HOW WE OPERATE



UNLOCKING THE POTENTIAL OF PEOPLE AND COMMUNITIES

Everyone has the potential to transform their own life. What is often missing, for those living in poverty and inequality, is the opportunity to realise it.

We invest in building hope, and people's belief in their own capacity to change. We ensure access to knowledge and resources, and ignite the power of communities.

Our goal is for people to become self-reliant, and their own agents of change.



HOLISTIC APPROACH

Poverty and inequality are complex, so solutions have to be multidimensional.

We take ownership of the entire problem, and persist until we find an answer. Our approaches are designed to ensure holistic wellbeing. We do not just tackle single issues in isolation, we consider how challenges correlate and solutions intersect—we build and strengthen ecosystems.

Our approach combines development thinking with business acumen. We catalyse the entrepreneurial spirit of people, equip them with skills and high quality inputs, and link them to markets—to become micro-entrepreneurs, artisans and social service providers.

TOGETHER, THE 8 ELEMENTS OF OUR DNA EXPLAIN HOW WE MAKE CHANGE HAPPEN:



SCALING UP FOR IMPACT

Small is beautiful, but big is necessary for meaningful and lasting change.

We pilot ideas on a small scale, iterate until they are efficient and effective, and then scale them up to reach the highest number of people.

Scale is only possible through collaboration. We partner with governments and other stakeholders to amplify impact and catalyse large-scale positive impact.

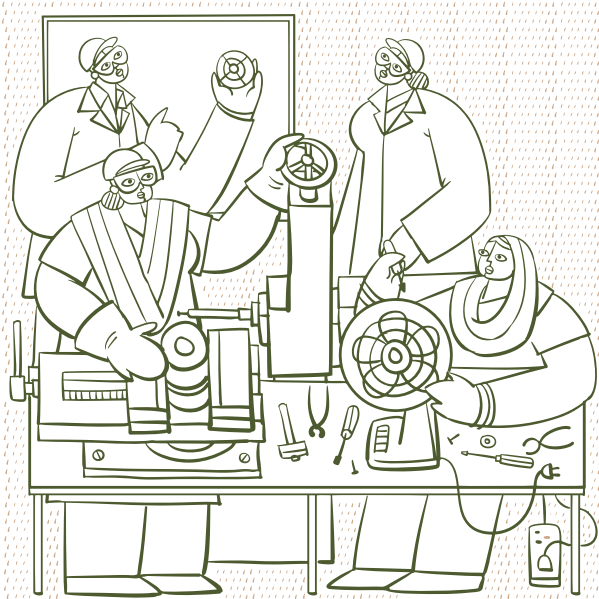


FRONTLINE PRAGMATISM

Challenges have to be lived to be understood.

Our team is from the same communities we work with, so we are always connected to the realities on the ground.

We turn frontline insights into localised solutions which are practical and relevant to changing needs. We are constantly listening to and engaging with communities. Participatory approach ensures ownership and sustainability.

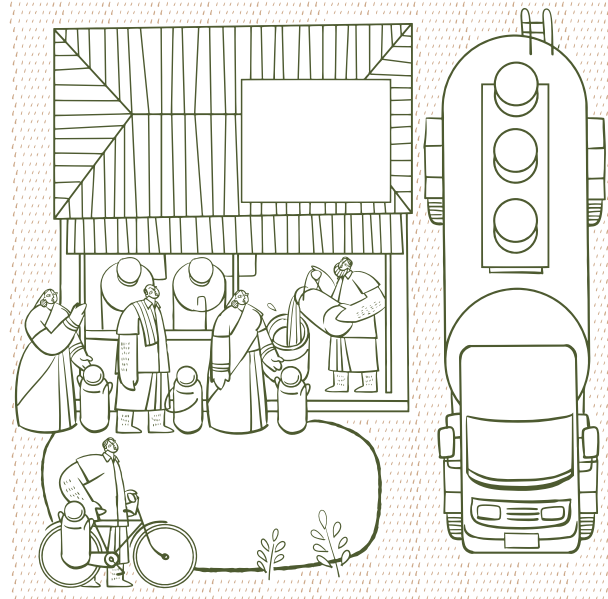


DELIVERING WITH SPEED AND RIGOUR

People living in situations of poverty, illiteracy, disease and social injustice need services fast. At the same time, they deserve quality.

We act with urgency, while always holding ourselves to the highest standards.

Our execution excellence combines a bias for action, a relentless focus on results, and rigorous monitoring of quality and impact.

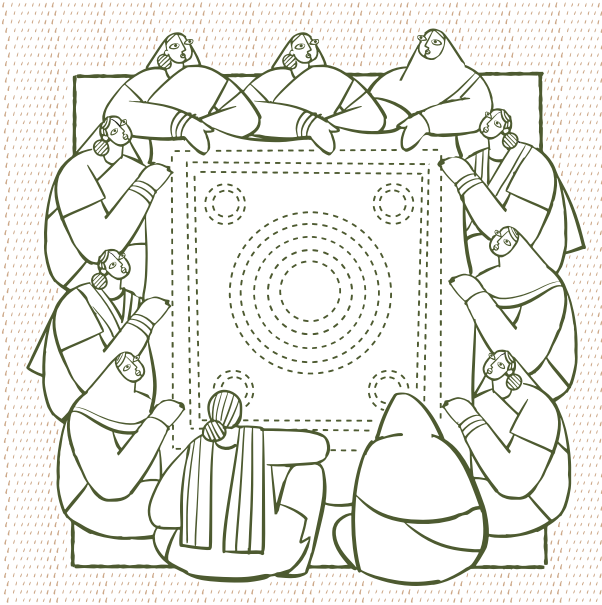


LEARNING BY DOING

Timely action is preferable to delayed perfection.

We learn on the go, and collect real-time feedback to continually improvise. We keep our implementation roadmap agile and adaptive.

We are always trying to find the best way forward. If we fail, we never fail to improve based on lessons learned.



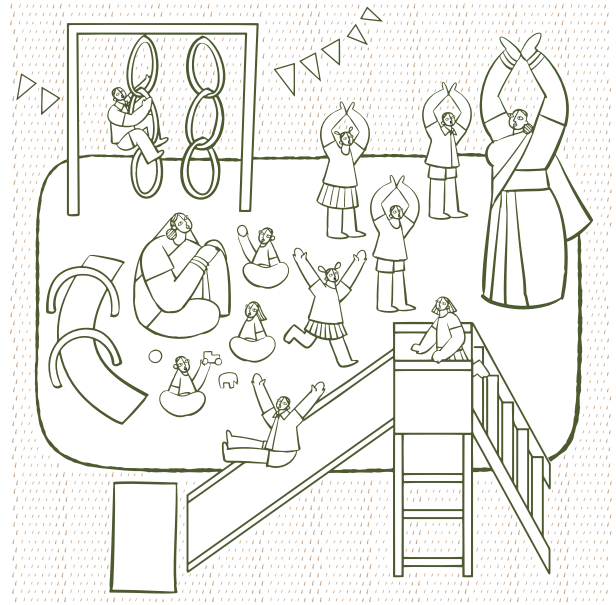
WOMEN AS THE CATALYSTS OF CHANGE

Investment in women is a force multiplier.

When women have better access to healthcare, education, and livelihoods, the effects go far beyond a single individual. A woman multiplies the impact by creating a better life for herself and the people around her.

We work on shifting attitudes and practices to expand opportunities available to women. We develop and mainstream approaches for them to have confidence, skills and an enabling environment.

Women are at the heart of all of our work. As teachers, community health workers, development professionals, programme participants, clients, artisans and entrepreneurs, they drive intergenerational change and build stronger communities and economies.



FRUGAL INNOVATION

We aim to do more, and better, with less. For us, being frugal is about designing inclusive solutions, so that no one is left behind.

When resources are scarce and communities are hard to reach, solutions must be simple and robust. Our approaches are intuitive, making it easy for communities to embrace and scale.

Optimising indigenous resources and capabilities enable us to be cost-efficient and accessible.





Salute to BRAC

Muhammad Yunus

BRAC has been a huge force for many things that have happened in the upliftment of the disadvantaged in Bangladesh. Looking back at the last 50 years, I see many things that would not be here today without BRAC.

Bangladesh's story would be different without BRAC. For BRAC every village mattered. It did not compromise its mission by token actions. BRAC created a whole sector in Bangladesh—the NGO sector, quite different from those in any other country. It even set a trend in naming of NGOs in Bangladesh. They named themselves by converting an acronym into a pronounceable word - often meaningful. Although BRAC itself remained different. The word 'BRAC' did not need any meaning. It created its own meaning with its legacy of the last 50 years.

BRAC stood for the courage of one man Fazle Hasan Abed, who took every difficult bull by its horns and tamed it ultimately. His courage became the courage of the many thousands of BRAC workers. BRAC changed the way common villagers could look for any assistance in their daily struggles in life. Traditionally they would be looking for some kind of government assistance; or hope for a little help by the courtesy of kind-hearted men and women. BRAC offered them huge alternatives, things which none in the village could miss, because they are so insistently inviting. The destiny of a child from a poor family was to grow up without ever going to school. BRAC proved it wrong. "Berrack school" —as they called them, became the fun place for all these boys and girls. For the first time in the family history, they held their books close to their chests, with pride, and marched towards a life of hope. These schools were everywhere. The Apa (female teacher) opened the door for a new world for them. Nobody ever heard of a school like that. The same Apa took the same cohort of children from the beginning to the end of primary education.

BRAC schools looked simple but Abed poured out his heart to make sure that children get quality education. He was continuously searching for the best strategies

to teach language, math, environmental education, etc to all these children. He was determined on his basic objective—the students may come from disadvantaged families, but the education they receive should in no way be disadvantaged.

BRAC was never afraid of innovations. BRAC thrived on innovations. Introducing oral saline was nothing less than a miracle. It was a nationwide operation within a time frame to reach every family in the country! A daring thought. BRAC went for it.

Innovations continued from learning how to make oral saline, to getting quality chicks for helping create family farms, or for inoculating newly hatched chicks. The list got longer and longer as BRAC's programmes continued.

BRAC has always been focused on the poor and marginalised. They would join a BRAC group or form a new one, to work for their empowerment of every kind. It may be to receive microcredit, or the skills trainings, or for the inspirations for a future they started believing in. BRAC inspired young people to create their own NGOs or take up a career in NGOs.

BRAC was always moving on to diverse areas of activities. There were so many needs waiting around. Some were being addressed by smaller NGOs with their own innovative ideas and initiatives. But BRAC could do things which others could not; it could scale up quickly to reach any height. Abed believed in doing big. He picked up successful small initiatives and turned them into national programmes.

BRAC did not want to miss anything that needed to be done. It applied its own research and development on any subject that came along. It used its world-wide connections for consultations to make sure it went in the right direction. In everything from girls' empowerment to handicrafts, appropriate business models were researched out – nothing was spared.



The common denominator in all these was to do it good and do it big. Even the look of a BRAC office or a BRAC training centre in the middle of a remote village bazaar would have the hallmark of BRAC quality – something eye-catching, even if simple. Of course to be big and to maintain the quality at the same time, is a tall order. Something may function well within the direct supervision of its creator, but when it is replicated everywhere in the country and even beyond (through BRAC International) things may get loosened. There came the feat of the legendary BRAC workers and BRAC discipline. Who were the rank and file of these BRAC workers? The answer is – almost anybody.

Joining BRAC became a standard option to a hard-working school-leaver or a university graduate, wherever he or she was. The organisation was a great recruiter, always inviting young people to join in. Some trainings, some instructions and inspirations would make them ready to plunge into actions in some remote villages. Often they would work in teams and live communally in teams. It would be the start of the fire-test in community work for young men and women molding their lives for accomplishing an objective. This was a completely new kind of life for the youth, a phenomenon unknown to anybody. The types of trainings, inspirations and the

discipline involved were also unknown. This new option gave many young people a new way forward and a new meaning of life.

BRAC triggered an NGO movement 50 years ago. New opportunities were created for the youth by a wider NGO sector. As a combined force these youths achieved so much for the poor, the women, and the other marginalised sections of the society. At this 50 year anniversary of BRAC I look at its history as a proud history of Bangladeshi youth, their dedication to change the fate of the people, and the tenacity of the poor people to lift themselves up given the appropriate opportunity.

Abed masterfully made all these happen during the most difficult days of Bangladesh by creating BRAC. For this the nation will remain ever grateful to Abed and BRAC. On this day of the 50th anniversary of BRAC, we thank you Abed for your work, and your gift to the nation – BRAC.

Muhammad Yunus is the Founder of Grameen Bank and a recipient of the 2006 Noble Peace Prize.

BRAC AFTER ABED: THE JOURNEY CONTINUES

Rehman Sobhan

It is a year since Sir Fazle Hasan Abed left us. It is difficult to imagine a Bangladesh without him. He left a larger than life footprint with its imprint visible not just around the country but across the world. I can think of few people who have done more for the world's deprived population than Abed. His contribution spans Bangladesh where BRAC, the organization founded by him in 1972, services close to 10 million of the country's underprivileged households. Through Abed's commitment to serve the deprived, BRAC has now extended its reach across the globe. It has invested its experience in rehabilitating Sidr victims in Sri Lanka and the war ravaged population in Afghanistan where two of its officials, working in high risk areas, were once held hostage by the Taliban. BRAC has now reached out on a large scale to serve the underprivileged of Africa where they have been actively engaged in Rwanda, Tanzania, Uganda, South Sudan, Liberia and Sierra Leone. BRAC has even extended its reach to Pakistan and across the Atlantic to Haiti.

Abed's extraordinary engagement with the deprived has transformed BRAC into the largest NGO in the world with an annual budget of over a billion dollars and a workforce of around 200,000. Abed's singular contribution to the world for serving its deprived communities has been his ability to take BRAC programmes to scale so that they graduate from micro-welfare projects to the transformation of entire communities. BRAC is today more than an NGO. Its scale of operations would suggest that it is now a corporation for the deprived. Abed's organisational capacity has invested BRAC with a market recognition comparable to any of the top international NGOs such as Oxfam and his management contribution has been recognised in case studies in the best business schools.

Abed, was a strong believer in ensuring that BRAC should liberate itself from dependence on external donor financing and should become a self-financed facility. To this end, he established a number of programmes



which could generate financial surpluses which could be reinvested in other BRAC projects. The biggest of such projects was BRAC's flagship micro-finance programme which could recycle its surpluses and expand its clientele of women borrowers to around 8 million so that today it presides over one of the world's largest microfinance programmes. Abed further drew upon BRAC's brand name and market reach to invest in a variety of other socially oriented income generating investments such as BRAC's stake in bKash and commercially competitive entities such as BRAC Bank which is today one of the best run and most profitable banks in Bangladesh. These



investments generate revenues which have further enhanced BRAC's internal income generating capacity and has enabled it to expand its programmes to reach even larger numbers of the deprived.

In responding to the challenge of deprivation Abed demonstrated a renaissance vision which equipped him to recognise its holistic nature. He constructed a multi-faceted agenda for change which incorporated credit, women's empowerment, legal literacy, health care, education and skill development so as to empower the excluded to stand on their own feet. His

approach of transforming the excluded from victims into masters of their own fate encouraged him to build an organisation which could graduate from aid dependence to fiscal self-reliance through building up the market competitiveness of its income generating programmes. Today BRAC is no longer dependent on the generosity of donors. Its internally generated revenues underwrite around 80% of its total budget. The growth and transformation of BRAC has made it a role model for other NGOs not just in Bangladesh but across the world. These achievements have been recognised through a plethora of awards and prizes which have been showered on Abed and BRAC. This recognition gave Abed as well as BRAC direct access to global political leaders, heads of international institutions and CEO's of the corporate world.

Abed invested 47 years of his life in serving the deprived at home and abroad. His final contribution to posterity was manifested in the meticulous effort he invested in preparing for his final departure. Abed was determined to ensure BRAC would outlive him and continue the transformative journey he began 47 years ago in the small village of Sulla, in Sylhet. It is a tribute to Abed's foresightedness and organisational vision that his successors have continued the journey so that BRAC grows and further diversifies its activities to extend its reach at home and abroad.

Rehman Sobhan is the Founder and Chairman of Centre for Policy Dialogue.

MESSAGE FOR BRAC ON ITS 50TH ANNIVERSARY

Dr Martha Alter Chen

I first met Fazle Hasan Abed in mid-1970 shortly after my husband Lincoln and I moved to Dhaka with our 10-month old son Greg. At the time, Abed bhai was the chief financial officer for Shell Oil Company in East Pakistan. Recently returned from a decade or more in the UK, he was an intellectual with a talent for accounts and management and a bent for classical music, classical literature, and high fashion (both Bengali and Western)—and for cigars. Little did he or I know that two years later, in early 1972, he would start BRAC in northeastern Bangladesh – as an effort to rehabilitate refugees returning to newly independent Bangladesh from India where they sought refuge from the Pakistan army during the War of Independence. In large part, this was because his and my life, and those of countless others, had been profoundly shaped by the Bhola cyclone of November 1970 and the military crackdown in the then East Pakistan by the West Pakistan government and military in 1971. With others, Abed bhai and I co-started a cyclone relief project called HELP and joined campaigns for the UK and the US recognition of Bangladesh.

From the beginning of BRAC, Abed bhai had a bold vision: to help the poor of Bangladesh realise their dreams and their potential. Over the next 47 years, until his untimely death in December 2019, Abed bhai steadily built BRAC into the truly remarkable organisation it is today: testing models of how to deliver access to finance, livelihood, health, education, and legal services to the poor and, in the process, empowering the poor by organizing them into local organisations, raising their awareness of the structural constraints they faced, and training many of them to deliver BRAC's services (as local teachers, para-meds, para-vets, and para-legals). Eventually, Abed's vision spread beyond Bangladesh to other countries in Asia and to Africa. Today, BRAC is the largest non-governmental organisation from the global South and is widely recognised as one of the most effective anti-poverty organisations in the world with around 100,000 employees working with more than 100

million people in 11 countries across Africa and Asia.

Some of the key ingredients of Abed bhai's success were his humanistic intellectual background; his quiet, unassuming, calm manner; his genius for figuring out management models for service delivery, with in-built incentives for those delivering the services; his corporate background which enabled him to build sustainable social enterprises to cross-subsidise BRAC's development programmes; his understated charismatic appeal to dignitaries, funders and policymakers around the world; and his genuine and deep commitment to the poor, especially women and children.

Another key ingredient of BRAC's success was the people he recruited to work with him. From 1975 until her untimely death in 1980, Abed's first wife, Ayesha Abed, provided a moral compass and sage advice in



৬ ব্রাক

IBR AC

আফিসিকালডে, ইন্ডাস্ট্রিয়, আফিসিকালডে।

বাংলাদেশ
পদ্মী প্রগতি
পরিষদ



the early days of BRAC. From 1975 to 2010, Aminul Alam was at the heart of BRAC's field programmes translating Abed's vision into practical reality. Working alongside Abed for thirty-five years, Amin bhai helped develop BRAC's programs in all sectors: finance and enterprise development, agriculture and livelihood promotion, health and education, human rights and legal aid, disaster preparedness and response, and more. Amin bhai helped Abed bhai expand all of BRAC's programmes across Bangladesh and then scale up many of them in 10 countries around the world. BRAC would not have weathered the death of Abed bhai in December 2019 without the amazing talent he recruited and nourished over all the decades—not least his two children, Tamara and Shameran, and the current Executive Director of Bangladesh, Asif Saleh – each of them remarkably talented and dedicated to the values of BRAC.

Last but hardly least, a fundamental factor in the success of BRAC is the poor, especially women, whom BRAC has worked with and empowered. Their resilience in the face of systemic structural disadvantages—as well as famine, floods, cyclones, and other disasters—and their willingness to embrace change and assume leadership enabled BRAC's programmes to take root and flourish. I recall visiting Manikganj—a crucible of BRAC's work-in 1975 with Aminul Alam and others. Bangladesh was in the middle of a major famine. We came across a group of women sitting dejectedly under the shade of a tree—having just been denied work at a food-for-work famine relief project by local government officials who turned them away saying, “Women in

Bangladesh do not do such work”. These women were more than willing and able to do the physical manual digging and lifting of soil involved in the food-for-work relief project. BRAC started a food-for-work project for these women and worked with them, as local leaders, to build its integrated rural development programme in Manikganj, including the formation of a Shramjivi Mohila Samity ('society of women who live off their labour') and a landless labour convention. BRAC owes its success to countless women like Saleha, Boshiron, Rohimon, Kamala, and Mallika who embraced BRAC's vision for change.

It is deeply gratifying to be working again with BRAC as Chair of BRAC Global, founded by Abed bhai shortly before his death. His vision for BRAC Global was to communicate to the world what it takes, based on BRAC's experience, to reduce poverty, empower the poor and build more just communities and countries.

My hope for BRAC going forward is that it continues to embrace the original vision and values of its founder, Abed bhai: of empowering the poor through consciousness raising a la Paola Freire, building solidarity and collective voice through organisation, and providing a full range of development services targeted at and, in some cases, delivered by the poor themselves.

Marty Chen is the Chair of BRAC Global Board and a lecturer in public policy at Harvard Kennedy School.

”

PEOPLE TRAPPED
IN A CYCLE OF
DESTITUTION
OFTEN DO NOT
REALISE THEIR LIVES
CAN BE CHANGED
FOR THE BETTER
THROUGH THEIR OWN
ACTIVITIES. ONCE
THEY UNDERSTAND
THAT, IT IS LIKE
A LIGHT GETS
SWITCHED ON.

Sir Fazle Hasan Abed KCMG

Founder, BRAC

BRAC at 50: A mission of commitment, relevance and results

Hossain Zillur Rahman

When Sir Fazle Hasan Abed – Abed bhai – took leave of this world in the closing month of 2019, recognition, remembrance and appreciation flooded in from home and abroad. In truth this was his due. Stretching way back to the foundational years of newly-independent Bangladesh, Abed bhai had built up BRAC over five decades of unremitting efforts and perceptive guidance into a formidable agent of social change and duly recognised as such by governments, national and international agencies and society at large. But what stuck in my mind in the sad months after Abed bhai's passing was the commentary from ordinary citizens who had no direct interactions with BRAC. I heard many such voices who commented – 'a good person has gone who was always engaged in trying to improve the lives of ordinary people'.

As I ponder over BRAC crossing its fifty-year landmark, what stands out for me is Abed bhai's 'niyaat' - the sense of mission and commitment that was both the initial spark forged in the cyclone-devastated wasteland of Bhola in 1970 and a recurring thread animating BRAC's subsequent programme and institutional journeys. The technocratic discourse of development often misses the fundamental significance of this ingredient of commitment and sense of mission which keeps at the forefront the question why we are in the 'development' work in the first place and the determination to persevere and forge ahead to bring out worthy results. My direct interactions with Abed bhai though stretching back to the early 1990s had been relatively few. But the insight I drew most from these interactions was the motivation and the sense of duty towards those having the potential but were vulnerable and facing institutional and social odds of circumstances. Even in the closing months of his life, his focus was for sure on BRAC the institution but more so on reinforcing the sense of mission that gave meaning to the institution.

BRAC started with relief work in war-ravaged Bangladesh. Circumstances change. Needs change. In the next forty years, BRAC stamped its footprints

in multiple programmatic areas. But these were not random choices. Abed bhai gave great importance to listening to those on the ground. The logic was simple but fundamental. If your conversations are not with those whose lives you are trying to improve, how will you know where and how best to focus your attention and energy. The focus on reducing child mortality through anti-diarrheal innovation and expanded immunisation in the 1980s was for sure a goal in its own right but it also addressed a reasoning among women to go for six to seven children with the expectation that at least a few would survive. The decline in child-bearing burden for women set the stage for their opportunities to engage in new social and economic roles boosting the potential for women's empowerment. In the 1990s when the state pushed for compulsory primary education, village-level discussions revealed a problem of 'left-out' children who due to poverty were failing to access the formal education system. This is where BRAC under Abed bhai's guidance triggered a new frontier of non-formal education.

Abed bhai was an attentive listener not only to field voices but also to new, useful research that had potential for BRAC's programmatic initiatives. He looked both inside BRAC and outside for research insights and findings that resonated. On multiple occasions, Abed bhai told me how he picked up useful insights from the poverty research I was leading in the 1990s to open new programme fronts on the extreme poor then being bypassed by micro-credit and the graduated poor who found no entry into institutional finance. Under Abed bhai's guidance and the dedicated efforts of BRAC teams, the ultra-poor programme and BRAC Bank have gone on to become signature achievements of BRAC addressing these two critical beneficiary groups. BRAC's foray into enterprises too emerged out of the intense interactions with another vulnerable group – rural artisans – who had skills but little access to remunerative markets. There are wider and fascinating lessons to be learnt from how BRAC navigated market dynamics to not only ensure stable market-based livelihood streams for rural artisans but also helped to create whole new



markets for such products and become a market leader in the process.

As we cross the fifty year milestone, the urgency to remain relevant to the needs and priorities of the vulnerable in today's circumstances is as compelling as ever. Four new strategic programme challenges loom. Urbanisation. Climate change. Youth. Agriculture. BRAC is already engaged in experimentation in some of these areas. I am sure other challenges will manifest themselves. Before his passing, Abed bhai in a townhall dialogue – where we both addressed the gathering – harped on a whole new emerging challenge – mental health. Only a few months later COVID-19 hit the world including Bangladesh. After over two years of this existential crisis, mental health has indeed surfaced as possibly a lasting legacy of the pandemic that societies, governments, institutions and even individuals have to grapple with. How perceptive Abed bhai was.

If commitment and relevance have been two of BRAC's abiding preoccupations, the third in my view was the concern for worthy results. The sense of mission that Abed bhai ignited was not merely about declarative intentions. All creative energies and labour had to be deployed to generate beneficial, measurable and sustainable outcomes for the millions of women, men and children that BRAC worked with as well as for BRAC's capacity to continue to be a catalyst for beneficial change. We have to approach our work

with a sense of mission. We have to prioritise listening those on the ground to ensure the relevance of what we do. And we have to be concerned about impact and results. When Abed bhai, out of the blue, asked me in mid-July of 2019 to succeed him as the BRAC Bangladesh Chairperson, after my initial shock I asked him if he had any 'to-do' advice for me. He skirted an answer. I remember pursuing the query again once or twice in the few months he continued to visit the office. There was no direct answer again. Later, I reflected and tried to divine what his message might have been to those in governance and management entrusted with guiding the future of the institution. My reading was that the technocratic legacy of a 'to-do' list was far from his mind. He was reposing his trust in successors – governance, management and the institution as a whole. And challenging us to gather our collective wisdom to craft the ways forward while ensuring relevance and results. His greater concern was to transmit that sense of mission he himself had forged in the wastelands of Bhola five odd decades ago. That journey of changing the fate of millions of vulnerable and disadvantaged people is nowhere near the end either in Bangladesh or around the world. Particularly so in these post-pandemic realities. We look back. We look forward.

Hossain Zillur Rahman is the Chairperson of BRAC Bangladesh.

Bending the arc of development towards gender equality

Irene Khan

This article was first published in The Daily Star on 9 March 2021

"BRAC's approach has been to put power in the hands of the poor, especially poor women and girls," said Sir Fazle Hasan Abed.

We were sitting in his office on the 19th floor of the BRAC head office in Dhaka. Abed bhai was describing BRAC's pioneering work with women and girls. Although I had heard him recount these anecdotes many times and had also seen some of the programmes on the ground, it was always inspiring to listen to him.

Twelve million mothers learned to make oral rehydration therapy so that children would no longer die from diarrhoea. Thousands of rural women became poultry micro-entrepreneurs, rearing and vaccinating chickens and spurring the growth of a new sector in the rural economy. Hundreds of thousands of housewives trained as para-professional teachers and even larger numbers as community health workers so that elementary education and primary healthcare could be available in every village. Millions of women pulled themselves and their families out of poverty with BRAC's support, improving their lives materially and also gaining voice and respect in their households and communities.

As dusk fell over the slums and rooftops of Dhaka that evening, Abed bhai turned from talking about what BRAC had achieved for women and girls in Bangladesh to what still remains to be done elsewhere, about where and how it must scale up, innovate, break barriers and set new records. His plans were as audacious as ever, his energy seemingly abundant. But we both knew time was running out for him and the baton must pass on to others. When we next met a few months later, it was to say goodbye as he lay in bed, his eyes closed. Weeks later, on 20 December 2019, Sir Fazle Hasan Abed passed away.

Of all the remarkable contributions for which Abed bhai is remembered today, I believe none has been more

ambitious in scale, nor more impactful in consequence, than his work to empower women and girls. His groundbreaking approaches to development turned perceived wisdom on its head and transformed the lives of millions of women and girls in Bangladesh and beyond.

"Small is beautiful but big is necessary," he said frequently—and with good reason. Scale matters if you want to end poverty, and there is so much of it, especially among women.

He often spoke of poor women as the best managers he had ever seen because with little income or assets, they fed the family, looked after the children and ran their households. "If poor women can manage poverty well, why should they not manage development?" he would say, packing in that one statement tomes of wisdom about women's agency.

Watching women toil in the villages and small towns of Bangladesh, he saw in their thrift, ingenuity and resilience the promising talent of would-be entrepreneurs. Women became the key resource as well as the subject of BRAC's poverty eradication strategies.

With astute business sense, Abed bhai invested heavily in women and girls through education, health, legal services and microfinance programmes, income generation opportunities, community development and social mobilisation. BRAC's approach of working directly with communities to develop solutions and of testing, monitoring and modifying programmes constantly to make them more responsive gave new meaning to women's empowerment.

Women's agency was explicit in what is one of BRAC's—and Bangladesh's—great success stories: the Oral Rehydration Therapy (ORT) programme. Over a decade, starting from 1979, BRAC visited around 11.8 million homes, covering 98 percent of the total rural households,

to teach at least one woman in each household to make oral rehydration therapy with a three-finger pinch of salt, a handful of gur (molasses) and half a litre of boiled water. With no particular skills needed, ingredients available in every home and a simple technique for measuring, mothers produced oral rehydration solutions to treat diarrhoea and reduce infant mortality. Today, Bangladesh has one of the lowest death rates from diarrhoea and one of the highest user rates for ORT in Asia.

In the early 1980s, BRAC created income generation opportunities for women in poultry rearing and trained women to vaccinate chickens for a fee. The government provided free vaccines but there was no cold chain to carry the vaccines from the office of the sub-district livestock officer to the villages. So, BRAC devised a simple system by which the vaccines were packed inside ripe bananas to preserve the temperature and provide protection against damage during transport.

These are just a few examples of Abed bhai's down-to-earth approach to development and his relentless drive for scaling up. He was thrifty, creative and persevering, just like the poor women he admired so much. Today, frugal innovation on scale is a badge that BRAC wears with great pride.

With his characteristic audacity, Abed bhai carried BRAC's development models to other geographies. From adolescent girls in BRAC's schools in Helmand, Afghanistan to the BRAC community health micro-entrepreneurs in small towns in Uganda, thousands of woman and girls broke barriers to take control of their own destiny.

One of BRAC's most transformative programmes is the Graduation approach, which focuses on the poorest and most marginalised families, usually women-headed households, who are unable to afford even one full meal a day, live on the fringes of society and are caught in the inter-generational trap of extreme poverty. For two years, the women are given an income generating "asset" (such as a cow or chickens), a stipend, healthcare, and education for their children, alongside training and counselling to build their financial capabilities, a sense of self-worth and become integrated into the community. Results show that over 95 percent of the almost 1.5 million women and their families benefitting from this programme have "graduated" out of ultra-poverty, and even more remarkably, have continued to improve their lives. Many have become successful microfinance savers and borrowers.

As always, Abed bhai was keen to scale up and readily shared BRAC's experiences with others. Today, the Ultra Poor Graduation Initiative is being replicated in 45 countries with impressive results.

Abed bhai knew that development cannot be sustained if it does not change the social and cultural norms that hold back the progress of women and girls, but to be successful, the change itself must take into account the cultural context of the community. So, to make girls' education culturally acceptable to tradition-bound families and communities in Afghanistan, BRAC trained thousands of female teachers and engaged hundreds of older women to chaperone the girls from home to school and back. In Bangladesh, where the social context is different, popular theatre and public campaigns are used to transmit messages on gender equality, women's groups are mobilised at the village level to advocate for social change and thousands of paralegals are trained to resolve family disputes in ways that respect women's human rights.

Whether in Afghanistan, Bangladesh or many other countries, the major barrier to women's empowerment and gender equality remains patriarchal values. "Patriarchy is an enemy to both men and women," Abed bhai declared on International Women's Day in 2018, acknowledging that gender equality was his "unfinished agenda".

Ultimately, the poor woman's struggle is not only a struggle to increase material assets but a struggle for equality, justice and dignity. Much remains to be done to make the world a safer, more equal place for women and girls. The pandemic has made that task harder, and also more urgent and vital. But when I think back to that evening in Abed bhai's office and how he not only made the impossible possible but also sustainable and scalable, I feel optimistic. The arc of development is long but it bends towards gender equality.

Irene Khan is an international thought leader and advocate on human rights, gender and social justice issues. She is the Chair of BRAC International Supervisory Board.

Sir Fazle Hasan Abed: Master builder

Ian Smillie

It is impossible to overestimate the importance of BRAC in the global effort to end poverty. It is equally difficult to separate its success from the life and work of the man who created and steered it through almost five decades, Sir Fazle Hasan Abed—'Abed Bhai' to his colleagues, 'Abed' to his friends.

BRAC's size and reach are, by any measure, staggering. Its microfinance lending, mostly to poor rural women, exceeds a billion dollars a year. Although BRAC is a leader in the field of microfinance, touted for a few years as the miracle remedy for poverty, Abed never saw it as a cure-all. In his mind, the key to ending poverty was new, productive enterprise. Poor people, especially women and especially in rural areas, had to make things. And to do that, they had to be better linked to resources—seeds, fertilizer, knowledge, finance—and to markets. BRAC's social enterprises in dairy, poultry, silk, handicrafts, seed multiplication, and a dozen others, have created hundreds of thousands of livelihoods, and in time they generated income that has made BRAC largely self-financing. Microfinance was the fuel in the tank, but the engine was always innovative, productive enterprise.

The BRAC Bank, completely separate from microfinance operations, holds deposits of more than USD 2 billion and has a Moody's long-term credit rating as good as that of Barclay's Bank. Facts like these might catch the eye of a banker. But BRAC was and remains, an NGO with its primary focus on social development, ranked for the past four years by the Geneva-based NGO Advisor as number 1 on a list of 500 global non-profits.

BRAC pioneered non-formal primary education, mostly for girls, aiming to give literacy, dignity and hope to the next generation of mothers. Its ground-breaking oral rehydration training programmes in the 1970s reached nine out of ten rural households in Bangladesh. That, along with innovative health, nutrition and sanitation

programmes, contributed to a seven-fold reduction in the country's child mortality. Fewer child deaths, better education and more economic opportunity, especially for women, led to a three-fold drop in the fertility rate, ending worries about unchecked population growth.

There's hardly an area of human development that BRAC hasn't touched in a meaningful way, taking some of its best lessons to Africa and other parts of Asia. Fazle Hasan Abed did not accomplish this all on his own. But he was able to find and motivate others—individuals, government departments, donor agencies and some of the world's most powerful and influential policy makers. His ambition was boundless, but it rested on a quiet charisma that inspired devotion and made mountains seem scalable. He listened far more than he spoke.

I first met Abed in 1973, when BRAC was just a handful of people working out of a flat in Motijheel. It was an unlikely, almost accidental enterprise, created by a man whose life until then couldn't possibly have suggested what was to come. He had lived comfortably for several years in London, and then worked as a senior Shell Oil accountant in Chittagong. There, he took time off to spearhead relief efforts following the 1970 cyclone and the 1971 War of Independence. Discovering the deeply entrenched poverty he had failed to notice during his privileged youth, he created what he thought would be a small, time-bound demonstration effort to show what might be accomplished with a few farming cooperatives, adult literacy and health training.

A lesser man would have run from the resulting failures, but for Abed, they were lessons to be remembered and applied to the much bigger voyage on which he then embarked.

When I was completing research in 2009 for a book about BRAC, Freedom from Want, and trying to think about what had made it so successful, outsiders



frequently told me it was Abed's experience with the private sector. I always doubted that. She perhaps gave him useful perspectives on money and management, but it could not have been the source of his ingenuity, his compassion and sense of injustice, his willingness to take risks and his insistence on learning what works, what does not, and why. He told me that a lot of it was luck, and laughed, quoting Napoleon: "Give me lucky generals." I investigated the concept of luck and found a good summary: "Being ready for the opportunity." Abed was always able, better than most, to see and understand opportunity. By that definition, 'luck' may well have played a part.

He suggested I talk with an employee who had recently returned from doctoral studies in Britain—she might have a helpful perspective on BRAC's success. She said she had expected to find a saint or a genius around every corner, but in the end, that wasn't the case. The answer was "common sense"—everything BRAC has achieved came about, she said, through the application of common sense. I put that in the book, but in truth, Abed did have the versatility of genius, a talent for applying common sense in a world where the concept is largely unknown and an ability to unlock doors long closed to innovation, justice and human development.

Abed never rested on well-deserved laurels; he always argued that 'big' is essential in confronting poverty. Most ambitious people, however, leave a trail of wreckage and animosity behind them. With Abed, it was quite the opposite, and that too must be part of BRAC's success—his unflappability in the face of tremendous odds and personal tragedy, his ability to build and to bring diverse people and resources together in common cause. Christopher Wren, visiting the construction site for St Paul's, is said to have asked a stonemason what he was doing. "I'm cutting stone," the man said.

Farther along, Wren asked another stonemason what he was doing. He said, "I'm building a cathedral."

Abed was both Christopher Wren and the stonemason, and while BRAC in its many manifestations will continue to thrive, the legacy will always be his: Abed, Master Builder.

Ian Smillie is the author of Freedom from Want which traces BRAC's evolution over the last four decades.

Adapting

Ahmed Mushtaque Raza Chowdhury

'Learning' is deeply embedded in BRAC's DNA, and this is what propels it, conquering seemingly insurmountable challenges, one after another. BRAC started its journey as a learning organisation. David Garvinⁱ defined 'learning organisation' as 'an organisation skilled at creating, acquiring, and transferring knowledge, and at modifying its behaviour to reflect new knowledge and insights.' David Kortenⁱⁱ, an organisational development guru, sensed this as early as in 1980 when he identified BRAC as a learning organisation.

As has been written extensively, BRAC's learning process transcends different levels and pathsⁱⁱⁱ. Notable among these are the field-level experiences of workers of different intervention programmes, routine monitoring and management information systems, studies carried out by the erstwhile Research and Evaluation Division (RED), external reviews, and experiences of other development agencies in Bangladesh and outside.

Most of BRAC's successful programmes have been innovated and had evolved within and their implementation constantly improved for optimum impacts using the mantra 'science of delivery'^{iv}. But there are a few exceptions to it as well, demonstrating that BRAC is also a successful adapter of ideas innovated or developed elsewhere. I illustrate it here with a prototype example.

Adapting reading glasses for improved living

Jordan Kassalow is the founder of Vision Spring, a non-profit based in New York. I first met him in 2004 at the US Council on Foreign Relations where he and I (and Jacqueline Novogratz of the Acumen Fund) were in a panel on the role of entrepreneurship in health. At the time I was teaching at Columbia University's Mailman School of Public Health. Each of us presented the work of our respective organisations. BRAC was not much known to the audience and there was a lot of interest in it, particularly its scale. This event brought Jordan and I closer and slowly we became friends. There was a sense

of common interest. Jordan is a popular optometrist in New York with a flourishing practice, but his heart, like mine, was hung up on improving the lives of the poor. In order to help those with poor vision but without the financial means to improve it, his non-profit has been distributing reading glasses in India and El Salvador at a nominal price. One of the problems faced by people as they grow older is 'presbyopia' which people start to experience from age 35 onwards. It impedes one's ability to read or see things close-by and may ultimately threaten their total vision. This is very easily addressed by using reading glasses. It is estimated that about 250 million people in the world are suffering from presbyopia. This leads to a loss in productivity, leading to mental health challenges brought on by the inability to undertake simple day-to-day tasks such as reading newspapers and/or religious texts, among others. It is estimated that the yearly productivity loss due to the condition is around USD 11 billions (0.016% of global GDP)^v. Jordan saw for himself how a simple reading glass can transform the life of an individual and that is why he and his organisation has been exploring how affordable reading glasses can be delivered to the millions who need them. I started thinking about Bangladesh and the thought of BRAC's army of Shasthya Shebikas (community health workers) jumped to the fore. Can we train our Shebikas to provide the glasses? Sitting in Jordan's office, I started wondering about why this 700-year-old technology could not be made available to our people. I started pondering about thousands of craftswomen or artisans of Aarong and Ayesha Abed Foundation whose livelihoods depend entirely on their eyesight. I knew of many such workers who earn less or even lose their jobs due to fading vision. An easy solution would have been to consult an ophthalmologist, but more often than not, it was usually beyond the means of such workers. It was also hardly known that an ophthalmologist is neither needed in such situations. In many countries a separate cadre of professionals exist, who are trained to recommend reading glasses (while the ophthalmologists take care of complex eye diseases and surgeries). Unfortunately, this has not been the case in Bangladesh.



I called Faruque Ahmed, the then Director of BRAC's Health Programme and discussed with him the idea of training the Shebikas to prescribe reading glasses to those with presbyopia. He was excited. We also agreed that if successful, this would open up new earning opportunities for the Shebikas. I also thought that if successful, this would make way for a fast scaling up as there were thousands of such Shebikas trained and fielded by BRAC, not only in Bangladesh but also in other countries including Afghanistan, Liberia and Uganda. Upon return to Dhaka, I discussed this with Sir Fazle Hasan Abed and other senior leadership including Abdul-Muyeed Chowdhury, Salehuddin Ahmed and Aminul Alam. Abed bhai was not only the master innovator himself but he also appreciated any good work done by people and organisations outside of BRAC. He immediately embraced it and asked me to try it in a pilot

to see if the idea will work with the Shebikas as barefoot optometrists. I had very little skepticism about it in my mind.

I contacted Jordan immediately, whose excitement was at par with mine. To help kick-start the pilot, he sent a senior colleague, Neil Blumenthal, to Dhaka. An experienced field manager of BRAC Abdus Salam (currently Associate Director, Urban Development) was entrusted to lead the pilot in Narsingdi district. Neil and Salam jointly carried out the pilot, overseen by Faruque and myself. The results were amazing. We found that the Shebikas not only correctly identified the presbyopia of both women and men, but were able to prescribe correctly powered glasses. We were happy to see that all the 100 pairs of glasses that were brought for training purposes were sold out very quickly. However,

testing the capability of Shebikas was only one part of the challenge. At that time, the glasses were imported from China. Each pair cost BDT 60 which was sold by Shebikas for BDT 100; most of the mark-up was given to the Shebikas as incentive. A second pilot was done in Manikganj with similar outcomes. The pilot also led to development of posters and other communication materials.

The stage was then set for planning a nation-wide scaling up. Neil returned to plan for the projection for the next three years. We decided to immediately import 6,000 pairs from China. But there were complications in such imports including a substantial tax levy. With the help of the then Minister of Finance Abul Maal Abdul Muhith, we got a tax exemption for one year which helped to jump-start the expansion. This problem has now largely been solved with the establishment of a reading glass production plant in Mirpur.

Over the past few years, the reading glasses project has expanded to 61 of the country's 64 districts where the villagers are accessing the services of 25,000 specially trained Shebikas. The Shebikas prescribe glasses if someone has presbyopia while those with other issues are referred to qualified ophthalmologists. To date, the Shebikas have examined the eyes of over eight million individuals and have distributed nearly two million glasses. In 2019, the reading glasses project was extended to Uganda where the initiative was received with an equal amount of enthusiasm. It is heartening to see that another of BRAC's innovations (or adaptations) has been transferred to another continent and is contributing to empowerment and poverty reduction in parts of Africa.

Intensive research carried out by RED on the early impact of the programme is revealing. The income of the users of the glasses is 23 percent more than a

comparable group which were not offered the glasses. The use of the glasses has also significantly enhanced the mental health of the users. They are exultant to be able to read their religious books and other reading materials.

In March of 2020, Jordan Kassalow along with other members of the Board of Vision Spring returned to Bangladesh to launch a new project with the Bangladesh Garment Manufacturers and Employers Association (BGMEA). On the last day of the visit, I attended a high-profile event in which Jordan and I sat face-to-face to reminisce about the journey since we first met in New York. In 2006, the Marriott Business School of Brigham Young University (BYU), USA bestowed Jordan and I the 'Innovator of the Year' award for our efforts to making this simple low-cost technology for poverty alleviation to the doorstep of the poor in low and middle income countries. That was the time when we had just started our pilot project in Bangladesh, and continuing on this, Jordan jokingly said that they (BYU) should give us another award now, this time because we have accomplished so much more since then! The BRAC project has saved millions of people from a degenerative condition and has given them a new lease on life. For my BRAC colleagues and I, this is much more rewarding and satisfying than anything worldly.

Ahmed Mushtaque Raza Chowdhury is a professor of Population & Family Health, Columbia University, New York. Previously, he was the Vice Chair of BRAC and the Founding Dean of the BRAC University James P Grant School of Public Health.

ⁱ D Garvin (1993) "Building a Learning Organization", Harvard Business Review (<https://hbr.org/1993/07/building-a-learning-organization>)

ⁱⁱ D Korten (1980) "Community organization and rural development: a learning process approach", Public Administration Review (http://courses.washington.edu/pbaf531/Korten_LearningProcessApproach.pdf)

ⁱⁱⁱ A M R Chowdhury, A Jenkins & M M Nandita (2014) Measuring the effects of interventions in BRAC, and how this has driven 'development', Journal of Development Effectiveness, 6:4, 407-424, DOI: 10.1080/19439342.2014.966452

^{iv} A M R Chowdhury (2014) "The mantra of delivery", Stanford Social Innovation Review (https://ssir.org/articles/entry/the_mantra_of_delivery)

^v Frick K et al (2015) "Global burden of productivity loss from uncorrected presbyopia", Ophthalmology (doi: 10.1016/j.ophtha.2015.04.014).

”

FAILURE IS
NOT SEEN AS
BAD AT BRAC. I
HAVE ALWAYS
ENCOURAGED
OUR STAFF TO
VIEW FAILURE AS
AN OPPORTUNITY
TO IMPROVE THE
SERVICES WE
PROVIDE.

Sir Fazle Hasan Abed KCMG

Founder, BRAC

Reflection on the Essence and Soul of BRAC

Fathima Dada



Essence and soul cannot be found in outward glory
For essence and soul sit deep within BRAC's story

When a world renowned, beknighted, great leader
Bows down humbly to greet the cleaner
That is when you see the soul

When you see the respect and loving dignity
between brother manager and sister lady bringing tea
That is when you see the essence

When you walk into a classroom, in the midst of poverty, colorful, inviting
And the children's faces, happy, learning, it's so exciting
That is when you see the soul

When you think about millions who left their homes, their birthright, their lands
And you know that on the other side, someone is there extending helping hands
That is when you see the essence

The ailing, the forgotten, the oppressed and the poor
For you, there is forever an open door
That is where you see the soul

From humble beginnings we now have BRAC
Globally recognised, with huge impact
Yet wherever you go, whatever the toll
BRAC will never lose its essence and soul

Two histories combined to produce one person

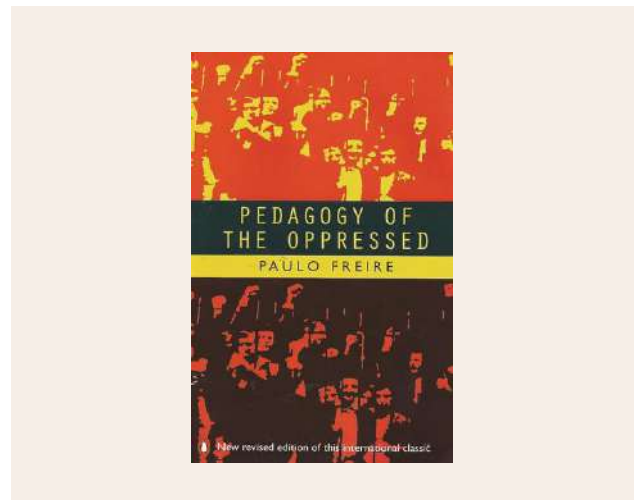
Afsan Chowdhury

1.

We were flying down from Hong Kong to Dhaka and had completed our formalities at the airport. When Abed bhai's turn came, they looked at his passport and refused to let him proceed. "You are a British citizen and we are not allowing anyone to go to Bangladesh due to a natural disaster there." I don't remember the disaster oddly but certainly the amusement as Abed bhai kept saying, "I live there, I work there. I have come from there." This went on for a while, as the matter was referred upstairs who after some more arguments let him go. Finally the man who had been fighting disasters since 1970, in some ways birthed by his relief work of the 1970 Bhola cyclone was allowed to arrive there. But the incident at the airport was symbolic of the man, his life and ideas. So who was he?

2.

When Abed bhai went to the UK to study in the 60s, whatever life he may have lived before ended and was sucked into the activist life of expats there, many of whom were Sylhetis. What he gained were not just lifelong friendships but also lifelong commitments to the idea of power transfer in society and state to the poor and the disempowered. They were heady days and Abed bhai learnt about the electrically charged ideas of liberation and class struggle. And even though Marxism and its institutions drew him and he was a committed activist, it didn't last long. Leftists "talking a lot but not doing enough" didn't strike him as great role models. Paulo Freire and his liberation theology expressed in the "Pedagogy of the Oppressed" made more sense. After his return, his Manpura work—which is often underestimated in terms of its impact on his thinking—his 1971 work and experience, he began to become the imagination of his being. He returned to Bangladesh from London and the battle of two histories began.



3.

He had described this 'epiphany'—if one will—when he stood in the social ruins of Sulla which saw his new journey. He said, "I looked at all the returning refugees and saw that they had lost everything. So what was the meaning of chasing, wealth, job and other conventional gain. Life was truly a teacher of its fleeting nature. I decided to devote my next few weeks, months to rehabilitation work. I took leave and began. I never returned. I am still on leave."

4.

This episode rings loud for me because as a social historian, our past has many such references. People are seized by the moment, episode, scene or some accursed magic that grasps and doesn't let go, redesigning individual and collective lives. There are many names for it but no clear description except of the consequences described as a form of servitude to some reality greater than the banal world of living and oneself. It's the 'enlightenment' which has many names but doesn't visit everyone. It's here that he is a Eastern

person, the modern monk who wilfully seeks servitude to serve others. And that's what became BRAC one day.

5.

While putting together the book on Amin bhai, I met many of his first batch colleagues who talked about him and his work. They mention Paolo a lot and they mention a few other Western names too but as BRAC shifted from rehabilitation phase to development, Abed bhai also began to change. He had a certain disregard for the official world—the formal world if one may, and it was more of looking upon a disruptive force which one disregarded. Perhaps a touch of elitism dominated his perspective. But as he began to enter into development work, his ideas underwent a transition. And it's the iconic ORS programme that had a profound impact on him. It was obvious to him that everything required everyone and the key was inclusion—not leaving out or disengagement. One couldn't walk alone in his kind of work. It was during this phase that Paolo began to die and his own history began to exert itself.

6.

Even though he knew I was always an outsider, he was frank with me during our conversations. To Abed bhai, microcredit was not a poverty exit programme but an inclusion tool for financial services, a protection from sliding back into poverty. When he was organising the securitisation plan, he was pessimistic. On loans, in general, he was not very bullish, which is why TUP (Targeting the Ultra Poor programme) made him so cheery. He knew it worked but it couldn't happen without the massive infusion of money required. So Western money helping Eastern brains and sweat did wonders and it suited him. In many ways, it epitomised BRAC's philosophy, free from the cant of ideological solutions.

7.

Yet he had a certain link, a kind of emotional bond with the West which didn't make the best sense to me. Some of his Western mentors fed him their ideas about the East and he believed a few. I wouldn't always protest because they were rather odd and basically flaky but that lingering faith in the West did remain. It was part of his legacy of growing up and working in two worlds and two histories. But he is entitled to that of course.

8.

There are several books on Abed bhai and we even had a few preliminary discussions on how to do one which would do justice to his exploration and journey. A month after one such chat where he wanted to discuss the CV of the new Vice Chancellor to be of BRAC University, he told me with great enthusiasm that a Westerner had agreed to ghost his autobiography and would even ensure proper marketing. As he was looking so happy, I didn't push the indigenous case for writing his biography of sorts. Years later, no such project matured and no book is here where he could discuss BRAC and his life, and put both in context. The opportunity was lost. It would have looked nicer than his knighthood.

9.

So there he is, a man who unlike us bridged two worlds and felt comfortable in both probably. I think going by standard logic, a third reality had evolved in which he was most comfortable and that is/was called BRAC. The new generation of BRAC leadership must now find in the immensely changed world since then, how BRAC is to be envisioned and the dream goes on. How it is to be powered by the epiphany of Abed bhai's reality not just his imagination which he was destined to see.

10.

The old BRAC is over, the new BRAC must come into being.

Afsan Chowdhury is a former BRAC staff, historian, researcher and journalist.

A beacon in the fight against poverty

Ameerah Haq



It is difficult to say what BRAC means to me or anyone else without invoking its founder, the legendary Fazle Hasan Abed, or Abed bhai as he insisted on being to everyone. To understand BRAC is to try and grasp the reach of Abed bhai in the world of development.

Since his death on 20 December 2019, I have seen pictures of a young, dapper Abed in London, headed on a career trajectory with a multinational oil company, which would have likely culminated with him being a high-flying CEO, living in great comfort. And I compare that with pictures of his recent years, surrounded by children who are students of BRAC's education programme, talking to women who have been empowered and able to realise their potential because of the specific emphasis he placed on women as beneficiaries, walking through the fields to reach those who were far from sight even from tertiary roads. The smile, the focus, and the genuine engagement with them that come through these pictures speak of a great man, a visionary who changed the course of his career and achieved what can only be described as a miracle.

I say this with confidence, knowing the world of development well. I have worked in many countries, attended many meetings, debates, policy discussions, seminars, moving from one development mantra to the

next. And yet, in a small corner of Bangladesh, a young man had an idea that everyone has an equal opportunity to realise their potential. And he showed the world that it can be done in a steadfast, quiet and humble way, earning the respect and admiration of all he came across in the process. A young woman in a remote village who probably never even entertained any thought about her potential; his BRAC family where he was never the boss, but a brother who encouraged ideas and thoughts; aid partners with whom he held his ground through honesty and integrity; and kings and queens and presidents and prime ministers who were all in awe of what a purpose-driven individual had achieved.

This is BRAC. These ideas, ideals and values did not die with the founder. With his vision and infinite wisdom, he made sure that the next generation and the next were imbued with the passion to carry on, to innovate, to experiment, to keep step with the needs of the moment, to adapt, and to learn. And thus, BRAC will continue to be a beacon in the fight against poverty, and its ambitions will continue to impact the lives of millions.

Ameerah Haq is a Member of BRAC Global Board and former Under-Secretary-General of the United Nations.

Obvious solution is not always the best solution

Stephen Rasmussen



Small is beautiful but big is necessary

BRAC started working in Afghanistan in early 2002, soon after the end of the war that saw a new government take over with the support of the international community. While BRAC had previously worked in support of other organisations in countries outside Bangladesh, Afghanistan was the first country outside Bangladesh in which BRAC established its own organisation. That was the beginning of what became BRAC International. I recall a conversation with Abed bhai at the time about why he decided to take BRAC into Afghanistan. He talked about the situation in Afghanistan which reminded

him of some things he saw in Bangladesh when BRAC started—a country emerging from conflict to establish a new identity, pervasive poverty and people in great need, and the lack of strong institutions (government or NGO) to meet those needs.

A few years into BRAC's Afghanistan work, one day I got a call from Abed bhai who told me that he and Amin bhai had been visiting Afghanistan and were coming through Islamabad on their way back to Dhaka. We agreed to meet for lunch. Over lunch, he talked about the girls' education work BRAC was doing in Afghanistan; how BRAC included older girls who had never had

a chance to go to school so they could also access primary education; and how despite the challenges of educating girls, it was important to make a difference where it counts the most. I recall that BRAC might have had about 200 schools at that time. During Abed bhai's visit to Afghanistan, BRAC staff had presented a plan to eventually scale up to 1,000 schools, which seemed like a huge task at that time. Abed bhai asked them why 1,000 and why not 500 or 5,000. When he did not get a satisfactory answer, he told the staff to aim higher and work towards establishing 3,000 or more schools. The need was so great and the investment so important that he wanted BRAC to do more. Over time, circumstances prevented BRAC from achieving that goal, but I have never forgotten what I learned during that lunch. First, BRAC's founder created a DNA in the organisation that was built around caring deeply about helping vulnerable people. Second, it was another example of the founder's mantra that 'small is beautiful but big is necessary'. BRAC had developed the self-confidence to take things to scale, even in seemingly difficult circumstances. In fact, given the circumstances in Afghanistan at that time, BRAC demonstrated the courage to address problems at scale. This was an example to other organisations working in Afghanistan, many of which had never even thought of growing their work to that kind of scale.

Continuous innovation and quality improvement

In 2006-7 I accompanied Amin bhai on a field trip to the Bogura region to better understand and learn from BRAC's various credit programmes, including what BRAC Bank was doing. Abed bhai requested me to report back my impressions and any suggestions I might have. Of course, it was a very good week. I stayed in BRAC Learning Centres and had a chance to get to know many impressive BRAC staff there.

One day we visited a small rice husking business that had a micro-enterprise loan. This business had been a BRAC customer for a few years and had reached a level

where it was borrowing the maximum amount allowed by the micro-enterprise programme. The man who owned the business wanted a larger loan from BRAC and lobbied us passionately to increase the maximum loan limit for micro-enterprise loans. A BRAC Bank loan officer was with us on that visit, so I suggested to the man who owned the rice husking mill that he become a BRAC Bank customer, which would allow him to borrow larger amounts. He didn't want to do that. He told us he had been a BRAC customer for a long time and he knew and trusted BRAC, whereas he didn't know anything about BRAC Bank and was not sure he could trust them, despite being part of the same BRAC family.

When I debriefed with Abed bhai later, I recounted this meeting and suggested that it might be more efficient and useful to expect staff to make clear to clients who had maxed out in the micro-enterprise programme that they should move on with BRAC Bank – a smooth handover and lack of ambiguity would be useful. Abed bhai's immediate response was that it might be better if instead of that, BRAC's micro-enterprise programme increased its loan size limit. His view was that internal competition could help improve both the NGO and the bank, spurring improvement and innovation that would ultimately help borrowers. I have often thought about that conversation and how the seemingly obvious solution is not always the best solution.

Stephen Rasmussen is a Member of Stichting BRAC International Supervisory Board.

BRAC—the continually growing plant

Melissa Parke

I was an Australian Federal Member of Parliament when I first visited Bangladesh in January 2009. I met Abed bhai through his family connection to friends of mine from the United Nations, Humayun and Ruhi Kabir.

I was struck at once by Abed bhai's kindness, his quiet strength, his insatiable curiosity and his determination to make Bangladesh and indeed the world better. After treating me to a lovely lunch at BRAC head office, Abed bhai invited me to visit some BRAC rural and urban projects during my stay in Bangladesh.

I was astounded at the enormity of the BRAC vision and its remarkable results on the ground. Seeing the immense pride of village women as they told me what they had achieved with BRAC's assistance, how their children were being educated, how they felt empowered within their families and communities. I knew I was seeing something extraordinary, that BRAC's holistic approach to poverty alleviation was creating positive change in Bangladesh on a massive scale, in health, education, living standards, women's rights and governance, among other things.

I next met with Abed bhai when he visited the Australian parliament on 13 February 2014, where he presented me with a signed copy of "Freedom from Want: The remarkable success story of BRAC, the global grassroots organization that's winning the fight against poverty". I have since lent this precious book to many people to read (always making sure it is returned!) because the story it contains is breathtaking and not enough people know about it.

I had the pleasure of meeting Abed bhai on a number of other occasions and as always he was humble, gracious and vitally interested in hearing new ideas. I was delighted to accept his kind invitation to be considered for a role on the BRAC Bangladesh Governing Body.

The last time I saw Abed bhai was on 6 August 2019 while I was in Dhaka for a BRAC Governing Body meeting. At the reception that evening I presented Abed bhai with a painting called "Alparra Seed Dreaming

2015" by Australian aboriginal artist June Bird that I thought represented BRAC in a number of ways, as I explained:

The gold colour of the painting is reminiscent of Tagore's 'Bengal of Gold'.

The artist is a woman, and the empowerment of women is a key part of BRAC's success.

The growing plant symbolises BRAC's rural origins and its agriculture and seed programmes, but we also see how BRAC, like the plant, is continually growing, how it is multi-faceted, and how it is strong and sustainable, which is testament to the many people who have guided its growth since 1972 under the wise, committed and inspired leadership of Abed bhai.

Since Abed bhai's sad passing on 20 December 2019, BRAC has had to adapt, not only to his absence, but also to a world fundamentally changed by COVID-19 and its challenges, and the growing recognition of climate change as an existential crisis for the planet. BRAC's leadership team has done magnificent job in the most difficult of circumstances.

BRAC's adaptability and resilience, in line with Abed bhai's vision, has seen it adopt sustainability as a core value and operating model. This will ensure BRAC's success in helping some of the world's most vulnerable people for many years to come.

Melissa Parke is a Member of BRAC Governing Body and former Minister for International Development of Australia.



Alparra Seed Dreaming 2015
by **June Bird** (Australian aboriginal artist)

BRAC's education legacy— it lights the way

Manzoor Ahmed

The towering personality of Sir Fazle Hasan Abed left its indelible mark on BRAC's vision, mission and programme strategy and plans in all the areas of development in which BRAC has been engaged. Education, in its institutional forms as well as in a generic sense, was seen by Abed bhai as the key to empowerment and capacity building of people so that they can exercise the choices and make the decisions in shaping their own lives.

In September 2019, I approached him with a request to write the foreword of a book on education in South Asia on which two colleagues and I had been working. I handed him with great hesitation a preliminary draft hoping that he would read it at his leisure and indicate his

observations and guidance for a final text. We knew by then about his serious and potentially terminal illness.

On that September morning, he seemed to be in good spirits. The Yidan Education Prize for 2019, arguably the most prestigious and certainly the largest in monetary terms (valued at two million US dollars), had been announced the previous day. He took a look at the first few pages of the draft, and, beyond all my expectations, started to glance through the pages, making occasional comments and sometimes asking questions. He spent almost a whole hour on the draft making observations and offering suggestions.



The substantive foreword (over 2,400 words) of the book titled “Political Economy of Education in South Asia”—accepted for release by the University of Toronto Press in January 2022—was the last piece of written words on education by Abed bhai. Some of his thoughts, wisdom and concerns are expressed in this piece.

As Abed bhai put it:

In our corner of South Asia, in the aftermath of the Bangladesh Liberation War in 1971, the Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) transformed its post-conflict relief and rehabilitation operation into a rebuilding and development programme. Education was seen as a key component of our nation-building mission. Drawing inspiration from Paulo Freire’s “Pedagogy of the Oppressed” (1970), we launched a literacy and adult education campaign as a means to raise people’s awareness of their situation and encourage them to read the world, not just the word. At that time, 80% of adults could not read or write. Interestingly, BRAC’s participants, those in poverty-stricken communities, told us firmly that their priority was educational opportunity for their children, because existing primary education was not serving their children well. Almost half the children had no access to primary education, and most

of those who did enroll did not complete that stage (Abed, 2022).

In response, BRAC pioneered the innovative community-based one-room centres for children of age 8–14 years, two-thirds of them girls, who had not entered a regular primary school. The teachers, mostly women, were from the community, trained and supervised by BRAC and provided with textbooks and teachers’ guides. This came to be known as non-formal primary education (NFPE), but its objective was the same as that of primary schools—to equip children with literacy and numeracy skills and prepare them for secondary school. At its peak, it served more than a million children, becoming the largest successful non-formal primary education programme in the world. In stark contrast to the formal schools, over 95% completed the equivalent of primary education, and over 80% moved on to a secondary school.

Abed bhai lamented that there was still need for such a programme in spite of the progress made in expanding formal primary education, but BRAC had to curtail the programme because donor funding dried up, when bilateral and multilateral contributors began channeling their funds directly to the government. A new programme



approach in the changed circumstances could be more of a partnership of BRAC (and other education NGOs with demonstrated capabilities) with the government to ensure inclusive, equitable and quality education for all children as promised in the SDG4 education agenda.

I first met Abed bhai and Bahar bhabi in 1973 when I had the task of examining creative rural rehabilitation and development initiatives in post-liberation Bangladesh for the International Council for Educational Development in the USA. I visited the Sulla and Manikganj projects which were then written up as a case study, perhaps the first exposure of BRAC in development literature, published in a book edited by Philip Coombs (Ahmed, 1980).

With Abed bhai's encouragement, an international team from UNICEF (of which I was then the Senior Education Adviser), USAID and the Rockefeller Foundation undertook an assessment of the NFPE programme in 1992, and looked at its potential for a major expansion. The assessment report (Ahmed, et al. 1993) was presented to an international donors' meeting at the idyllic setting of the Rockefeller Foundation's conference centre in Bellagio, Italy. Major bilateral agencies, who attended, readily pledged the necessary support for a major expansion of NFPE in Bangladesh. Thus, more than 30,000 centres enrolling over a million children came into being by 1996.

Establishment of BRAC University is a testimony to Abed bhai's abiding faith in education. He often spoke about institutions that endured for centuries are the universities, such as Bologna in Italy, Oxford in the UK or Harvard in the USA. BRAC University's undergraduate programme and its graduate schools and institutes (including the Institute of Educational Development) strive to offer an academic programme appropriate for an emerging middle income country. Abed bhai wrote:

We in BRAC University have set goals for ourselves concerning the kind of persons our graduates should be. We want them to possess a few essential attributes. They should have good written and verbal communication skills. They should be able to think critically and apply scientific reasoning in solving problems.... They should be sensitive to the changing global world. They should accept and respect diversity and the plural identities of human beings which would serve as a moral compass for them (Abed, 1918).

Abed bhai sounded a sober note in his last written piece on education:

Today, in this era of post-truth and alternative reality, amplified exponentially by social media powered by digital technology algorithms, the idea of progress itself is under challenge. In South Asia and elsewhere, the upsurge of ultra-nationalism, rejection of pluralism and secular humanism, self-serving populism, xenophobic trends, and majoritarian subversion of democratic institutions and values have emerged as new threats to human progress. Education itself is in danger of being misappropriated to serve these retrograde forces. The role of quality education—and of the larger education community, including teachers, parents, and students—in reclaiming the idea of progress itself is more important than ever (Abed, 2022).

The words of caution, and the spirit and the philosophy underlying them are particularly relevant in the world today. Let BRAC's legacy continue to light the way.

Manzoor Ahmed is a Senior Adviser of BRAC University Institute of Educational Development (BRACU-IED) and the Professor Emeritus of BRAC University.

References:

- Abed, F.H. (2022). "Foreword," in Richards, J., Ahmed, M. and Islam, S., *Political Economy of Education in South Asia: Fighting Poverty, Inequality and Exclusion*. Toronto: University of Toronto Press.
- Abed, F.H. (1918). "Higher Education for an Emerging Middle Income Country," *Assembly on Higher Education in Bangladesh*, Public Lecture, Senate Hall Dhaka University, 11 March. 1918.
- Ahmed, M. (1980). "BRAC: Building Human Infrastructures to Serve the Rural Poor," in Coombs, P.H. ed. *Meeting the Basic Needs of the Rural Poor – The Integrated Community-based Approach*, A Report of the International Council for Educational Development. New York: Pergamon Press, pp. 362-468.
- Ahmed, M., Chabbott, C., Joshi, A., Pande, R. (1993). *Primary Education for All: Learning from BRAC Experience*. Washington, D.C.: Academy for Educational Development.



Sir Fazle as I knew him

Muhammad A (Rumeer) Ali

I remember in my first few days at BRAC I asked Sir Fazle if I could address him as 'Sir'. "I know the culture at BRAC is to address each other as bhai or apa, but I feel more comfortable with this," I asked hesitantly and was a little apprehensive about how he would respond. After all, I was asking him to allow me to break a cultural norm. He smiled and said, "Of course." This is how my almost nine years at BRAC started with the person who became, for me, from a person I admired to a person who I accepted as a mentor and guru. The journey with Abed bhai didn't have a destination, I don't think we were looking for a destination. For me, it was one of learning, of discovering and using the knowledge to help understand how people lived in the margins and how we can help them to find their way into the mainstream.

He never taught or coached in a conventional sense. His approach was more of an open one. He would expose me to his thinking of a particular matter and then the discussion that we had often indicated the path to find the answers. Often he would call me and just say what his observations were instead of giving specific instructions and leave me to work through the issues. One morning, I saw a small note on my desk which said: "Have you noticed the share price trend of the Bank [in] the past few days?" That is an example of how he liked to communicate and develop his team.

I particularly liked my monthly sessions with him when I updated him on my activities. My portfolio included what we called 'Social Enterprises' (Aarong, Dairy, Nursery,



Poultry, Silk , Artificial Insemination and a dozen others) and 'Investments' (Bank, bKash, Delta-BRAC Housing, BRAC-EPL, BRACNet and a few more), meaning BRAC's investments in 'for-profit' sector.

It was this interaction with him that helped me to understand BRAC as an institution and its place in the development ethos. And my satisfaction was that I had reached this point through a dialectic process and not just something I read or heard at BRAC. This was deeply personal and an important question for me because I joined BRAC after a lifetime in the ruthless world of for-profit corporations (except for the four years at the central bank) more specifically in banking which almost exclusively catered to the top 10% (or less) of population. Now it was a dive down from the stratosphere to the realities of poverty—where in the lowest percentile, people struggle with as little as one dollar a day.

My orientation was almost opposite of what was required at BRAC and one of the first questions that I was confronted with was: should BRAC be involved in business? In fact this question was not new for me. I have heard people on both sides argue, but I never held

an opinion on this. It was different now, it was too close to home. I knew for my own sake, I have to resolve this question or it would be difficult for me to integrate and be a part of the senior BRAC team—the policy coordination committee (PCC). It was here I experienced BRAC's core strength that came from the commitment and dedication in this team. To me it was clear that to be an effective member of the team I had to believe in the BRAC ideal and its values.

I had seen in our PCC meetings the passion of Shipa apa, Faustina apa and Anna di; the commitment of Sukhen da, Shafiq bhai, Faruk bhai, Kairy da, Najmul bhai and Mushtaque bhai and the dedicated leadership of Mahbub bhai. I had also seen the selfless devotion of Amin bhai who was ardently devoted to his work till the last day of his life. During the last couple of years of his life after he survived a heart attack, he seemed to be always in a hurry. His constant international travel—given that he was not in the best of health—was a matter of concern for all of us. Our good counsel to slow down was brushed aside with a smile and a meaningful silence. His attitude reminded me of a quote, "A ship is safe in harbour, but that's not what ships are for".



It is not only the ones I have named, but the entire leadership of BRAC from Tetulia to Teknaf and from Freetown to Mindanao, that has filled me with a sense of humility. Because in the world of commerce and business, from which I come, I have not seen this dedicated altruism. This concern for the dispossessed—those who live in the margins of our society. This is what made this enormous mass of nearly 100,000 people who worked at BRAC so different from a commercial institution.

It was this vision of Sir Fazle Hasan Abed that inspired and made BRAC what it became, a community of people who are united by one objective—to change the world for better for the future generations. To strive so that we do not leave a legacy of a society—divided on the basis of wealth or valued on the basis of individual wealth alone. So that, we do not leave behind an environment fatally wounded by our greed. I believe it was the ubiquitous benign presence of this person, represented by his work that made BRAC and its people unique.

Abed bhai, personally wasn't given to overt use of his name as a brand. I remember when we completed the Savar CDM, Mansur bhai, our Chief Engineer suggested that we name the place after Abed bhai. But in his characteristic reticence on such matters, he said, "I think naming institutions should happen only posthumously."

So my journey towards understanding why non-profits working with poverty alleviation should own businesses, became clear as I delved into the question of sustainability and social responsibility. Abed bhai's vision and wisdom were clear in his understanding that it is only a social enterprise that can ultimately bring benefits to the marginalised. Institutionalised profit-centric organisations will start from the premise, 'Is there money-to-be-made?' But a social enterprise which essentially evolves from a need to deliver a service to the community and is not fixated on generating a profit, can do the job more effectively. Although the stakeholders of a social enterprise will want a surplus to ensure sustainability, there will be no demand or pressure for profit maximisation.

It is the wisdom of Abed bhai's approach that clearly charted a way forward that can only be described in today's much used but little understood 'Corporate Social Responsibility' or 'CSR'. Today it has become an empty buzzword which corporates like to wallow in "what a good boy am I" attitude by donating a few hundred thousand takas for CSR and showing total disregard for social responsibility in their business. I believe the social enterprise model crafted by Abed bhai must be the best

example of CSR. BRAC, an institution that was born out of a social need, is not owned by anyone but has the entire community as its stakeholder and cares specially for the deprived.

A very important aspect of Abed bhai's thinking was his belief that if we empower the poor they can find their own way out of poverty. But the connotation of his word 'empowerment' meant access to three vital areas. They are access to health, access to education and access to finance. In his view they were indivisible and had to come together to work as a lever to lift people out of poverty. Access to any one or two cannot make it happen. This holistic approach to poverty alleviation was, in my opinion, the working model of BRAC. It has health and education programmes and, of course, it is one of the largest microcredit institutions in the world. If you look at all the social enterprises of BRAC you will notice that they were all born out of interventions to support and create one or more of these three 'accesses'.

My admiration for Abed bhai grew as my appreciation and understanding of his world view, his philosophy and his work ethics made me see the genius. I believe working with him made me a better person. I learnt that one cannot assess their worth on the basis of their hierarchical position or their financial worth but what has been their net contribution towards their social responsibility. It reminded me of another conversation I had with Abed bhai the day I joined. He handed me the appointment letter and requested me to sign the copy. Being used to fairly high compensation in my corporate life, I was a bit crestfallen with the compensation package which was a fraction of what I had expected. I asked him, "Sir, is this the best you can do?" I remember very clearly the disarming smile of this charismatic leader, as he replied, "I am afraid Rumees, it is indeed the best I can offer." I thought for a second and said, "Thank you, Sir, we are not going to discuss this matter anymore." I signed and handed the letter back to him. I am glad I did that, because looking back today, I think in my nine years as one of his deputies and an executive in BRAC, I was able to make a small contribution towards my social responsibility and my learning was worth many times more than what I had earned even at the peak of my career as a professional banker.

Muhammad A (Rumees) Ali is a former Managing Director of BRAC Enterprises and Investments and the former Deputy Governor (Supervision & Regulatory Reforms) of Bangladesh Bank.

Abed bhai thought bigger and bolder than most

Adeeb Hossain Khan

When Abed bhai called me in 2015 inviting me to join the BRAC family, it was one of the proudest moments of my life. Of course, all I knew then was that Abed bhai was an exceptional individual who founded a globally recognised and respected organisation.

Only when I became part of BRAC did I realise how extraordinary this institution really was. How BRAC gives hope and aspirations to people is certainly exemplary, but seeing how BRAC empowers and enables people to realise such aspirations is nothing short of awe inspiring.

Such transformation of lives across communities is possible because the BRAC family dreams Abed bhai's dream and is thoroughly committed to what they do and is resolute in taking forward their communities with them.

Much of Abed bhai's and BRAC's incredible success was because he could instil such values amongst the thousands who take such pride in being part of the BRAC family. I am truly fortunate to have watched Abed bhai from near, albeit for a short period. Abed bhai thought bigger and bolder than most, he could see the end result clearer than others, but very importantly, he didn't miss out on the details which could otherwise

derail his vision. And most importantly, he knew how to make others enthusiastic and committed companions in his journey.

BRAC is now in the hands of a new leadership. A new leadership who believe in the key principles of Abed bhai and BRAC, and are inspired by his vision and grounded by the reality that was so important to him. With economic growth and social transformation, albeit now with the backdrop of pandemic aftermath, the leaders have a very different set of challenges than that faced by Abed bhai and his team. My best wishes to the BRAC family in this long journey ahead of them.

Adeeb Hossain Khan is a Member of BRAC Governing Body and Senior Partner at Rahman Rahman Huq.

” BRAC
STANDS FOR
AN IDEA - OF
A WORLD
WHERE
EVERYONE
HAS AN EQUAL
OPPORTUNITY
TO REALISE
THEIR
POTENTIAL

Sir Fazle Hasan Abed KCMG

Founder, BRAC

WHAT DOES BRAC MEAN TO ME

BRAC started as the 'Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee', shortly after the independence of Bangladesh in Sulla, Sunamganj, to support Bangladeshi refugees returning from India. As BRAC's focus extended beyond relief activities and into long-term development, the name changed into 'Bangladesh Rural Advancement Committee'. Gradually, under Abed bhai's philosophy, 'small is beautiful, but big is necessary', BRAC's work spread from rural Bangladesh to urban, and then on to global, to support people in need, no matter where they were. It was time for BRAC to shed its former name, to become known simply as 'BRAC'.

We wanted to know what BRAC means to all BRAC team members and those who have been connected with BRAC for years. We wanted to hear their memorable experiences, observations or reflections that they may have that will help the younger generations to understand BRAC.





BRAC is a big family. It is where I belong and feel loved, cared for, and it is where I grow.

The people here maintain the idea of sisterhood and brotherhood. Calling and referring to each other as “bhai” (brother) and “apa” (sister) shows how BRAC tries to ensure that we thrive as a family and that we feel safe and secure. With the common goal, vision, mission, and values—our family keeps growing bigger and stronger together with a familial tagline owned by all “I AM BRAC”.

BRAC is a global think tank. The think tank that focuses on creating strategies for the people. People living in poverty. People who have lost hope. People who cannot afford their daily basic needs. Not a hundred or a thousand, but millions in many countries around the world—from Africa to Asia and beyond—we all

feel connected and part of a huge family. BRAC is here to give innovative solutions to those who need them the most. With that, it will remain a leading organisation in the world—for many years to come. I have been involved in multiple strategic meetings and I know how BRAC is strategically shaping the world.

BRAC is a true gamechanger.

An NGO from the South to solve problems in the South. That’s a game-changing initiative. An NGO that reaches the unreached areas. An NGO that gives financial support to those who seem not only unbankable but also are left behind. It incorporates new ideas to change the whole system; in the health, finance, and education sectors; human rights, and other multi-sectoral projects. I am inspired through the spirit of not being static or following what others normally do; rather bring change

whenever possible. It is an NGO which has changed the perception about women—that they can be great leaders and in Tanzania we have been able to have the first woman national/local Country Director who is a brilliant leader.

BRAC has strong roots. The roots that go deeper to be able to stay strong no matter how hard the situation may be. Banking on people’s skills, knowledge, technologies, and loyal clients; BRAC has been able to serve people in unreachable places devastated by great floods, earthquakes, and now the pandemic—while maintaining all staff and providing them with all the necessary support and care.

The dream that was started by the late Sir Fazle Hasan Abed went deeper and has found its place in people’s hearts. That is what BRAC means to me.

Naamala Samson

Manager, Learning and Development, HRD, BRAC Tanzania



BRAC is the house of experiences for its staff.

Shujauddin Hazrati

*Master Trainer, Education Programme
BRAC Afghanistan*



BRAC is an organisation that removes darkness from the society such as inequality, poverty, prejudice, superstitions and social problems, and enlightens society like a switch for a bulb.

Md. Reajul Islam

Senior Manager, Monitoring and Evaluation, BRAC





BRAC represents hope, dignity and pride for the people of Bangladesh.

In many ways, I see BRAC as a brand identity for my country. When one thinks of Bangladesh, one always thinks of BRAC. I have not felt as much pride in any other organisation where I have worked in the past as I do for BRAC.

BRAC has allowed me to truly understand the human spirit and its resilience. Every day I am humbled by our field colleagues' commitment. Despite the many challenges they face, our frontline staff get up every morning to reach communities in the far corners of Bangladesh and in remote locations in other parts of the world. It is nothing short of an honour to be able to work at BRAC and be a part of a journey in ending global poverty once and for all.

Tania Ashraf

Head of Strategy, BRAC International



BRAC means compassion. I start my day with a positive energy—knowing that I am going to make a difference in my community through my work here at BRAC. From its inception in 2006—through its three entities: BRAC Tanzania Finance Limited (MF), BRAC Enterprise Tanzania Limited and BRAC Maendeleo Tanzania (NGO)—BRAC has helped bring positive transformations in the lives of more than two million beneficiaries living in poverty in Tanzania. And that to me is love and compassion. An idea that was born with Bangladesh in mind by Sir Fazle Hasan Abed, changes the lives of people around the world and in my community every day. The impact BRAC has made in my community is undoubtedly significant and unmatched.

Msafiri Lwihula

Manager, IT, BRAC Tanzania Finance Ltd.



BRAC is freedom. BRAC understands that every human being matters despite their gender, race or religion. BRAC is transforming practices, social norms and power relations such that everyone flourishes with equal dignity and freedom. BRAC is creating a world of universal respect—ensuring that it spreads its wings across all segments of societies in different parts of the world.

BRAC's success is a result of striving for excellence under good and effective leadership which promotes efficiency, transparency and integrity within the organisation.

BRAC does not only include those who are traditionally excluded but also dismantles the many forms of discrimination that contribute to the persistent marginalisation of groups on the basis of arbitrary distinctions based on their age, gender, race, ethnicity, origin, religion or other status.

Through BRAC's innovation in its programme designs and development initiatives, many people, especially women living in developing countries, have been lifted out of poverty, and realised their freedom and full potential.

When I think of BRAC the phrase 'a ladder to freedom' always comes to my mind.

May Stima

Manager, Treasury and Budgeting, BRAC Tanzania Finance Ltd



BRAC is a great workplace where people realise their full potential; develop courage to be creative; and work well in a dynamic environment.

It is a big family where one learns to respond to diverse circumstances, treat everyone fairly without discrimination, solve problems constructively, achieve organisational and personal objectives, and work together in an environment of trust.

Aceng Gladys Sandra

Teller, BRAC Uganda Bank Limited



BRAC for me has been a change-maker and an agent of empowerment for women in Liberia. It has become a pivotal part of Liberian society.

Mary Broh

General Director for General Services Agency and former city mayor of Monrovia

When I think of BRAC what comes to mind is the commitment to improving the lives of those in need.

Paul Luchtenburg

Country Technical Lead, UNCDF (Myanmar)

To me, “BRAC” means extremely committed, hard-working, positive-thinking group of colleagues who dedicate their energy and time for the communities. They have full of “can-do” spirits and they never forget to smile. When BRAC Myanmar and the World Bank conducted a joint pilot project to test a digital financial model for smallholder farmers in rural areas, they capitalised their strength, without which the project would never reach its goal. Whenever we have encountered challenges, they found a solution to move forward. Amazingly, even before the closing of the pilot period, they expanded the programme geographically as well as giving more options and flexibility to better serve more clients to give access to finance. I observed their impact. It was a joyful experience for me to work with BRAC and I look forward to the next collaboration opportunity.

Asuka Okumura

Agriculture Specialist, World Bank Group, DC, Myanmar

If we have learned only one thing in recent years, it is that we are stronger together. At BRAC, we choose to stand with hope.

Our Founder, Sir Fazle Hasan Abed, created BRAC just months after the birth of Bangladesh in the wake of a brutal civil war and a devastating cyclone. He was driven by the conviction that no inequality is inevitable and that poverty, and injustice are completely changeable.

Continuing his legacy, BRAC remains defined by an unshakeable belief in the power of people. We know that we do not change people’s lives: they do. We act as a catalyst, providing people with access to knowledge, tools, and opportunities to realise their potential.

Even when we face challenges, the collective commitment of everyone in the BRAC family to never give up fighting for a better world proves that the spirit of our Founder, and of BRAC, will outlast any crisis.

Together, we offer safety nets to millions of people in freefall.

For 50 years, our programmes have been powered by the generosity of our dedicated partners and supporters, and the passion and drive of our staff. I’m proud to stand with BRAC and will continue to advance this necessary cause.

Cora Neudeck

*Senior Associate, Executive Office
BRAC USA*

BRAC represents hope for the future particularly of the youth and marginalised women in Tanzania. It is a platform for everyone which allows them to explore economic opportunities and enhance their livelihood.

It believes in the philosophy that there is always a possibility for everyone to go beyond their socioeconomic challenges that they face in their community. It demonstrates that it is possible to achieve sustainable development through available microfinancing opportunities to boost entrepreneurial initiatives.

Bahati Geuzye

*Board Member, BRAC Tanzania
Finance Limited*



BRAC is a household name when it comes to girl's empowerment. Developing skills and supporting women in accessing funds and establishing viable economic activities. Kudos BRAC for touching lives of marginalised communities in Tanzania and beyond.

Audax Rukonge

*Director ANSAF
Advisory Council Member, BRAC Tanzania*

BRAC has touched the lives of the people of Liberia. We, as a government and people, need to make sure that BRAC remains a viable player in our economy and that their various operations in Liberia are protected and encouraged.

Cllr. Cooper W. Kruah Sr.

Minister of Posts and Telecommunications, Liberia

BRAC has positively impacted the women of Liberia in so many ways. Many of them have become the breadwinners of their families and have even contributed to improving other people's lives in their communities.

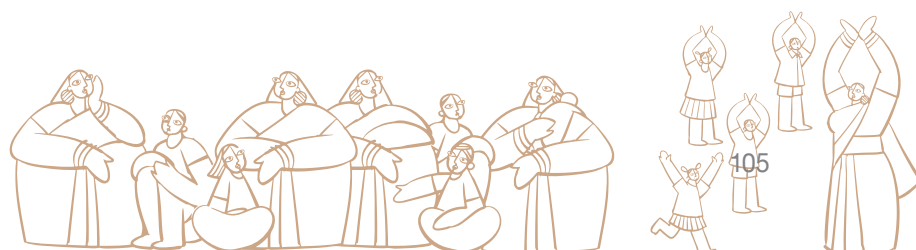
Roosevelt S. Klafleh

*Assistant Minister for Planning and Research Policy
Ministry of Gender Children and Social Protection
Liberia*

I first discovered BRAC in a somewhat ironic way. Prior to my arrival in Bangladesh for my Master's thesis research on climate migration (focused on the slum areas in Dhaka), I had never even heard of BRAC. Despite my exposure to international development and my graduation programme in Thailand, the name had managed to evade me. After just one short day of research in Korail, I had seen BRAC's famous magenta signage everywhere, and eventually inquired about it to my colleagues at ICCCAD who then connected me with some staff at our Urban Development programme, which then led to some very enlightening and fruitful informational interviews. Flash forward to my present day employment with BRAC's Ultra-Poor Graduation Initiative, and I couldn't be prouder to call this wonderful family home. To me, BRAC and the work it does around the world represents a mission instilled in me at a very young age from my parents. We are all in this world together, and to help and serve others makes life better for everyone. As they say, in a rising tide, all boats are lifted. It is easy to forget about the impact and reputation BRAC has around the world (albeit many of my American friends might not even know where Bangladesh is on a map), but I am brought back down to earth when someone pauses out of sheer admiration or respect upon hearing where I work. I of course do not do this work for any veneration to my personal self, but knowing the impact our work has on individuals is something that makes me satisfied and content with the life I live. Unlike many people in the hectic, self-centered city that is New York, I do not dread waking up and going to work, even if that means early calls with colleagues across time zones or international travel that tests my patience and endurance. The intersectionality that BRAC also brings with it to so many of its programmes truly represents to me, the future of development and a general recognition of the realities of humanity. I continue to be in awe of the expansive and inclusive programming BRAC leads around the world and am very hopeful that as long as organisations like BRAC exist in the world, there is indeed hope for the future.

Bobby Irven

*Manager, Communications
BRAC Ultra-Poor Graduation Initiative*



BRAC means empathy. When all else fails, empathy is the only driving force that can help humanity. And BRAC is an epitome of that.

Cynthia Cooper Oyarbo

SPM Champion, BRAC Liberia

BRAC is an expression of freedom— that we have the ability to use our talents and capabilities to help individuals realise their potential.

Jackline Christopher Mjema

Communications Officer, BRAC Tanzania

As someone who first worked in Bangladesh in 1988 on a project in Parbatipur (living in Saidpur), I remember BRAC in those early days alongside Grameen Bank. I returned in the year 2001 to work in Mymensingh, Patuakhali and Noakhali—while based in Dhaka at Motsho Bhaban.

For me BRAC symbolises the hope of vulnerable rural farming households, eager to gain access to information which allow them to improve their production systems. In current day Myanmar, BRAC also brings optimism during a time of despondency and mistrust. BRAC field workers are prepared to travel under difficult conditions to assist farmers with their homestead ponds and gardens thereby assisting with food production for both home consumption and the option to market any excess.

Michael Akester

Regional Director, South-East Asia and the Pacific-World Fish, Myanmar

An untold story about BRAC and Liberia is that BRAC, through BRAC University’s graduate scholarship programmes, has helped produce skillful Liberians who are now serving their country in senior management positions within the public sector. This needs to be recorded as part of our history.

Mr. S Tornorlah Varpilah

Board Member, BRAC Liberia

No other organisation has positively impacted at such scale. Through a simple song *ek chintii lobon, ek moot gur, adhasher paani*—a pinch of salt, a handful of molasses and a half litre of water—the villages of Bangladesh stopped losing children to diarrhoea and literally millions of children were saved. Neither market mechanism nor subsidies have addressed the value chains of chicken and farmed fish like BRAC. Already in the 80s BRAC achieved that country-wide chickens were protected against diseases and that eggs were an income for landless widows.

Where other organisations would be proud of results in the 1000s, BRAC won’t rest until figures with two or better three more zeros at the end of that number were achieved. It must be the only organisation that is not a government that inter-continently has improved the lives of a significant portion of the population, in different languages, cultures, climates and political systems.

Anne Marie van Swinderen

Managing Director

L-IFT (Low Income Financial Transformation), Myanmar



BRAC is considered a trustful partner for Myanmar people—especially those from lower social groups who are not only poor but also are marginalised. As a public health professional, I have a firm belief that universal coverage of health could not be achieved without attention also being paid on inter-sectoral action for health. The projects that are carried out in Myanmar with BRAC's support—such as agriculture, food security and livelihood, disaster reduction and resilience building, and financial inclusion—are the key ingredients that fit in perfectly for such an inter-sectoral action. Thank you so much BRAC!

Professor Than Tun Sein
Country Advisory Council Member
BRAC Myanmar

ব্র্যাক একটি অনুভূতির নাম। যেখানে মানুষ আসে জীবন জীবিকার সন্ধানে, কিন্তু হয়ে যায় মানবিক ফেরিওয়াল। ব্র্যাক এমন একটি মানবিক প্রতিষ্ঠান, যার স্পর্শ ছুঁয়ে গেছে দেশ থেকে দেশান্তরে, কুড়িয়েছে শতকোটি সহায়হীন মানুষের ভালোবাসা। ব্র্যাক মানবিক মানুষ গড়ার কারখানা, যার সৃষ্টি হয়েছিল একজন মহৎ হৃদয়ের মানুষ স্যার ফজলে হাসান আবেদ ভাইয়ের হাত ধরে। আমি মানবিকতা দেখিনি, কিন্তু আমি একটি প্রতিষ্ঠানকে দেখছি, যার অস্থিমজ্জায় মিশে রয়েছে অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার, সবার আগে এবং সবসময়। আমার কাছে এটিই ব্র্যাক।

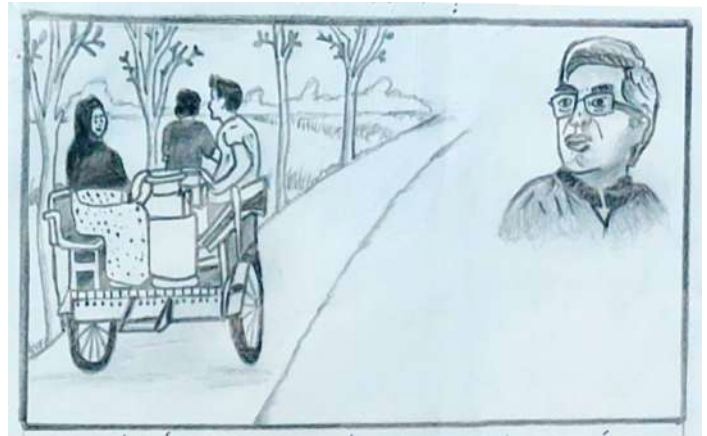
এ কে আজাদ
ফিল্ড ফ্যাসিলিটর, হোস্ট কমিউনিটি-এইচসিএমপি

আমার কাছে 'ব্র্যাক' মানে স্যার ফজলে হাসান আবেদ। তাঁর অনুপ্রেরণায় সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছি। 'ব্র্যাক' মানে ছায়া, বিপদে আপদে দাঁড়ানোর ঠিকানা। অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত, নির্ধাতিত নারীর ভরসা। জীবনের ক্রান্তিলগ্নে এসে আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখার নামই 'ব্র্যাক'।

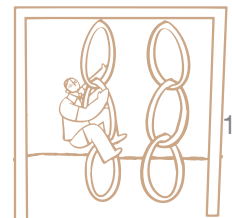
আলিমা খাতুন
ডেপুটি ম্যানেজার, রিক্রুটমেন্ট (এন্টারপ্রাইজ)
মানবসম্পদ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়

ব্র্যাক মানে নিত্য নতুন আবিষ্কার।

মোঃ আরিফুল ইসলাম
সিও (প্রগতি), মাইক্রোফাইন্যান্স
মীরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ



ছবিটি আলিমা খাতুনের মেয়ে তাসফিয়াহ খান রিমঝিমের আঁকা





Dear leader

Zaian Fatema Chowdhury

Dear leader,

Lead the way,
but listen first.

Inside the little tin-roofed school
tucked deep in the heart of the village where
Children write their very first stories.

In sun-dappled courtyards
behind the greenest paddy fields where
women tell stories and laugh loudly.

Are you listening?

The world needs you,
to listen with empathy
and act with optimism.

Listen deeply to their stories

The world needs you,
to believe in the good
in each and every one of us.

The world deserves your most ambitious visions.
To be free

of fear and violence
of the heartbreak of poverty
The robbing of dignity
the injustice in inequality

That is what Abed bhai taught me—a critical kind of
hope.

An endless kind of hope,
once born from a flicker in Sulla,
now lighting up the world.

Millions and millions of stories were born from that
one flicker.

So, dear leader,

May you listen with your heart,

May you act with integrity,

And may your visions for the world outlast you.

An ode to Bangladesh and to BRAC

Sarah Jane Saltmarsh

He said we were a basketcase.

A man
In a big house
In a faraway land

Another told us not to speak our own language.

A man
In a big house
In a faraway land

A third said we could not save our own children from
dying.

A man
In a big house
In a faraway land

There were many who did not believe in us.
But we believed.

When we say we understand struggle
It's because we have struggled

A tiny country
A huge population
Oversized achievements

We're Bangladesh's first generation

Born from blood and cyclones,
Founded on freedom,
Crisscrossed with rivers - of fish and tears


Let no one tell you our journey has been easy.

When they cut down our mulberry trees
planted by hands only growing futures.
When they abducted us, for wearing pink logos,
signalling hope in dark places
When they burnt down our schools,
so our girls could not learn,
because a woman with a voice will not go unheard.

Let no one tell you our journey has been easy.

If you want to measure impact
Listen to women's voices, growing louder and louder.
Because decision-making tables are not quiet places.





If you want to see change
Look at their eyes getting clearer and clearer.
Because the path ahead is now something they want to
focus on.

If you want to hear the future
Ask a child about their dreams.
They'll tell you that birth does not need to be destiny.

We have grown up together,
This country of many rivers
This pink logo of hope
Two comrades, on a road never travelled

He used to say, our Abed bhai,
When he helped people,
That he was just turning a light on
So it would seem fitting
That when he left
We continue to believe

It's said of him that when he walked into a room
He was human sunshine
So it would seem fitting
That when he left
We continue to shine

And in his memorial
They said he was a lighthouse
Of guidance
Of reason
Of encouragement
So it would seem fitting
That when he left
We continue to guide

To the teacher
Inside the little tin-roofed school
Tucked deep in the heart of the village
Helping children write their first stories.
You are that guide.

To the programme organiser
Who stands up in a tea stall
Calls out his friend's behaviour.
Carves a path for all the women listening.
You are that light.

To the fearless woman on the motorbike
With only grit as your armour
Riding through stones, whistles and prying eyes,
You are that belief.

You are Bangladesh at 50,
A young constitution written on old trees.
You are living proof that anything is possible.

We have been shown - by Abed bhai and by
Bangladesh
What a life can be worth.
That change takes courage.
But, if we are brave enough, we'll find a way.

50 years is also a timely reminder
That while one war has ended
Wars wage on all around us every day
Equality is not a one-time event
We've got to show up and fight every day.

And now, into the next 50 years,
we must carry.
Side by side,
That sobering realisation
And that shining legacy,
Hold that light within us,
Know what is ahead but what we have inside.
Because we have never faced bigger challenges
But we have never been more ready.

There is always light
We just have to be brave enough to be it
And share it, so one day, perhaps everyone will see it.





বিশ্বের বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ মানব উন্নয়ন সংগঠন ব্র্যাকের আমি একজন মাঠকর্মী। কর্মী হিসেবে আমার চোখে ব্র্যাক হলো ধরিত্রী বা পৃথিবীর মতো। প্রতিটি কর্মী শিশুর মতো অভিজ্ঞতাহীনভাবে ব্র্যাকের অতীত ও বর্তমান থেকে নিজে নিজেই শিক্ষাগ্রহণ করে জ্ঞান লাভ করে। এদিক থেকে ব্র্যাক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় বললেও ভুল বলা হবে না।

ব্র্যাক মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে কাজ করার সুযোগের জন্য কোনো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। এখানে ভুল থেকে শিক্ষালাভ করেও তা পরবর্তীতে কাজে লাগানো যায়। সততা ও নিষ্ঠার চর্চা করা যায় এবং সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী মনোভাবের প্রসার ঘটানো যায় দ্বিধাহীনচিত্তে ও নিঃসঙ্কোচে। এখানে জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করার সুযোগ অপরিসীম।

ব্র্যাক সমাজের পিছিয়েপড়া ও অবহেলিত মানুষের ভেতরে সম্ভাবনার বীজ বপণ করে দেয়, যা তাকে নতুন করে ভাবতে ও পথ চলতে শেখায়। ব্র্যাক এখন আর ছোট একটি শব্দমাত্র নয় এবং বাংলাদেশের মধ্যেও এর পরিধি সীমাবদ্ধ নয়। ব্র্যাক এখন গোটা বিশ্বের অসহায়, দরিদ্র ও আর্ত মানুষের অর্থাৎ যার প্রয়োজন সবচাইতে বেশি, তার দুয়ারে দ্রুত পৌঁছে যাওয়ার অসংখ্য প্রসারিত মানবিক হাত।

ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ স্যার ফজলে হাসান আবেদ ও তার প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাক একটি নাম নয়, গোটা বিশ্বের কাছে একটি রোল মডেল। যে মডেল স্বপ্নচারী মানুষকে স্বপ্ন দেখায় ও মানুষের মাঝে স্বপ্ন জাগায়, তবে তা ঘুমের মধ্যে নয়, জাগ্রত অবস্থায়। এখানে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ উন্মুক্ত ও অব্যাহত। ব্র্যাক এখন পৃথিবীর সহস্র কোটি মানুষের ভালোবাসা।

দেবশীষ হালদার

জেলা ব্যবস্থাপক (টেকনিক্যাল), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও আইনি সুরক্ষা কর্মসূচি, মুন্সীগঞ্জ



আমার কাছে ব্র্যাক অন্য এক পৃথিবী। যেখানে দুর্নীতি নেই, যৌন হয়রানি নেই, ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ নেই এবং সকলকে সমান চোখে দেখা হয়। প্রয়োজন যার বেশি, তার কাছেই ব্র্যাক আগে পৌঁছে যায়, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না, বেতনভাতা নিয়ে টালবাহানা নেই আর নিয়ম সবার জন্য এক। দুর্নীতি আর জ্বরাগ্রস্ত বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমি ব্র্যাককে সত্যিই অনন্য মনে করি। আমি এও ভাবি যে, সরকার ও প্রশাসনস্বত্বের সবখানে যদি ব্র্যাকের মতো নীতি অনুসৃত হতো, তাহলে আমার মাতৃভূমিতে হয়তো দুই কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত না এবং চিকিৎসার অভাবে অসংখ্য মানুষের প্রাণ যেত না। আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি। সেজন্য স্বপ্ন দেখি হয়তো এই দেশ তথা সারা পৃথিবী একদিন শান্তি আর সুখের জনপদে পরিণত হবে। সেখানে আমার সামান্য অবদান থাকবে, তাই আমি ব্র্যাকে আছি!

আব্দুল মান্নান

রিজিওনাল ম্যানেজার, আল্ট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম



আমার কাছে ব্র্যাক মানে স্বপ্ন পূরণের উন্মুক্ত দ্বার, ব্র্যাক মানে আপন ভুবনে নিজেকে উন্মুক্তকরণের বর্গিলা আলোর জ্যোতি, ব্র্যাক মানে অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষের মনে আশা জাগানিয়া আঁধার ঘরের বাতি, ব্র্যাক মানে লক্ষ বেকারের প্রাণের স্পন্দন, বাবা-মায়ের মুখে হাসি জাগানো আলোর দ্যুতি, ব্র্যাক মানে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সম্ভাবনার জন্য সুশিক্ষার আলোকবর্তিকা। ব্র্যাক মানে অবহেলিত ঘুণেধরা সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের উন্মুক্ত অগ্নিশিখা, নারী পুরুষের বৈষম্যের শিকল ভাঙ্গার আগমনী গান, ব্র্যাক মানে দক্ষ জনবল তৈরির মানুষ গড়ার কারিগর, দিন বদলের বইছে হাওয়া ব্র্যাক মানে বেকারত্ব দূরীকরণের প্রথম চাওয়া।

মোঃ আবু হানিফ মোড়ল

এরিয়া সুপারভাইজার, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, মেহেরপুর



ব্র্যাক মানে নয় শুধু জনাকীর্ণ রাস্তায় একটি ম্যাজেস্টা রঙের সাইনবোর্ড ব্র্যাক মানে নয় শুধু লাখো মানুষের মুখের হাসি, ব্র্যাক মানে ছোট্ট শিশুর খেলাচ্ছলে শেখা ব্র্যাক মানে দেশের বাইরেও বাংলাদেশকে দেখা। ব্র্যাক মানে স্বাস্থ্যসেবিকার সেবায় লাখো মায়ের স্বস্তি, ব্র্যাক মানে রঙিন সুতোয় বোনো জীবনের উপলদ্ধি ব্র্যাক মানে আত্মহীনের আস্থা, ব্র্যাক মানে আবেদ ভাইয়ের স্বপ্ন পূরণে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

আয়েশা আক্তার

অফিসার, লিডারশিপ একাডেমি





‘ক্ষুদ্র সুন্দর, কিন্তু বিস্তার অপরিহার্য’
স্যার ফজলে হাসান আবেদ ভাইয়ের
এই শাশত উপলব্ধি বুঝতে আমি প্রায়
একযুগ পার করে ফেলেছি। আমার মতো
ক্ষুদ্রকর্মীর পক্ষে ব্র্যাকের মানে বিশ্লেষণ করা খুব
কঠিন।

১৯৯২ সালে আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি,
তখন আমার বড়বোন ব্র্যাকের মাস্টার দিদি
হিসেবে ব্র্যাকের সহযোগিতায় স্কুল থেকে
ঝরেপড়া ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে জীবন গড়ার
শিক্ষা দিতেন। এমনকি স্বাক্ষর করতে না পারা
মানুষগুলোকেও নাম লেখা শেখাতেন। তখন
বোনের কাছে শুনেছিলাম, অদৃশ্য এক মহাপুরুষ
নাকি বিদেশের বাড়ি বিক্রি করে আমাদের নিভৃত
গ্রামের মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিস্তারের
দায়িত্ব নিয়েছেন। সেদিন আমার মনে হয়েছিল,
ব্র্যাক একটি শিল্প এবং ঐশ্বরিক কোনো কিছুর।
আমার গ্রামের মানুষ মনে করত ব্র্যাক এক
ভরসার নাম। দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠা আমার
মা যখন ব্র্যাকের ভিজিডি কার্ডের চাল এনে
আমাদের ভাত রান্না করে খাওয়াতেন, তখন
মনে করতাম ব্র্যাক আমাদের রিজিকদাতাও।

২০০৩ সালে মাস্টার্স পাস করে ভালো রেজাল্ট
করেও যখন সরকারি কোনো চাকরি পেলাম
না, তখন ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্র্যাক
আইজিডিভিডি কর্মসূচিতে যোগদান করলাম।
কয়েক হাজার বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা অসহায়
মানুষের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলাম। তখন
মনে হয়েছিল, ব্র্যাক হলো অন্যথের নাথ এবং
স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ারও।

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন ইউপিজি
কর্মসূচিতে দুঃস্থ, অসহায় ও স্বপ্নহীন মানুষের
স্বপ্ন জোড়া দেওয়ার কাজ শুরু করলাম, তখন
ভাবতে শুরু করলাম আমিই ব্র্যাক। ক্রমান্বয়ে
২০০৬-২০১২ সাল পর্যন্ত ব্র্যাকের প্রতিনিধি হয়ে
কাজ করা। দারিদ্র্যবিমোচন, বাল্যবিবাহরোধ,
সহায় সম্বলহীন মানুষের চিকিৎসা প্রদান,
বহুবিবাহ রোধ, সামাজিক ক্ষমতায়ন আর
সাধারণ মানুষের স্বপ্নকে অন্য এক উচ্চতায়

নিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন সাধারণ মানুষ উপলব্ধি
করা শুরু করল ব্র্যাক শুধু একটি স্বপ্নই নয়,
পরিপূর্ণতাও। ব্র্যাক শুধু একটি প্রতিষ্ঠান নয়,
দরিদ্র মানুষের অবলম্বনও। ২০১৩-২০২১
আরও পথচলা, নতুন কর্মপরিবেশ, নতুন দায়িত্ব
ও ২০১৩ সালে মূল্যবোধ পুরস্কারের স্বীকৃতি।
এ যেন অন্যরকম এক উপলব্ধি ও দায়িত্বের
সম্মিলন। এরপর থেকে মনে হয় ব্র্যাক মানে শুধু
নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্যও বাঁচা।

২০০৮ সালে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুপথযাত্রী
গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার বহুগ্রামের
ইউপিজি সদস্যের ছেলে রিপন ব্র্যাকের চিকিৎসা
পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠে ২০১৮ সালে ফিশারিতে
মাস্টার্স পাস করে যখন ফোন করে জানায়, স্যার
আমি এখনও বেঁচে আছি, বিসিএস প্রিলিমিনারি
দিয়েছি। আমি ব্র্যাকে চাকরি করতে চাই,
কারণ আমি ব্র্যাকের কাছে অনেক ঋণী। রিপন
মনে করে ব্র্যাক মানে বেঁচে থাকার প্রেরণা ও
অসহায়ের পাশে থেকে সাহস দেওয়া।

বাল্যবিবাহ থামানো সেই ছোট্ট মেয়েটি যখন
ফোন করে জানায়, স্যার আমি নার্স হয়েছি,
স্কুল থেকে ঝরেপড়া ছেলেটি যখন ১০ বছর
পর জানায় স্যার আমি ঢাকা কলেজে পড়ছি,
ব্র্যাকের সহযোগিতা পেয়ে ঘুরে দাঁড়ানো বিশেষ
চাহিদাসম্পন্ন গোপাল যখন বলে স্যার আমিও
এমএ পাস করেছি। তখন মনে হয়, আমরা
স্বার্থক এবং ওরা মনে করে ব্র্যাক মানে অসহায়ের
অবলম্বন, স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার এবং একটি
প্রেরণা ও আলোর দিশারি।

২০০৯ সালে ঝালকাঠির নলছিটির বিধবা
ইউপিজি সদস্য নুরুন্নাহার জানান, স্যার আমি
এবারও ১ হাজার ৫শ ভোটার ব্যবধানে পৌর
কাউন্সিল নির্বাচিত হয়েছি। তিনি আরও
বলেন, একদিন আমি কথা বলতে পারতাম না,
অন্যের কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতাম,
কিন্তু আজ সেই আমি ব্র্যাকের অছিলায় অন্যকে
সাহায্য করতে পারি। আমার এলাকায় ব্র্যাকের
এই সদস্যের কথাই শেষ কথা। তাই নুরুন্নাহার
মনে করেন, ব্র্যাক মানে ‘স্বপ্ন ও সম্ভাবনার চূড়ান্ত

বহিঃপ্রকাশ, নারী জাগরণ ও ক্ষমতায়ন’।
অভাবের কারণে জর্জরিত বিধবা রেজোনো যখন
বলে, স্যার ব্র্যাকের সহযোগিতায় ও শিক্ষায়
আমার পরিবারটিই বদলে গিয়েছে। বিপদে
পড়লে এখন মানুষ আমার সহযোগিতা নিতে
আসে। এখন কেউ আমাকে ভিখারি রেজোনো
বলে না। আমাকে বলে শাকিলের মা। কাজেই
আমার মনে হয়, ব্র্যাক মানে সম্মানের সঙ্গে
বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেওয়া।

১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত
মানুষের কাছে ব্র্যাক মানে ছিল ‘মানবতা’।
১৯৭১ সালে শাল্লা, দিরাই ও বানিয়াচংয়ের
মানুষের কাছে ব্র্যাক মানে ত্রাণকর্তা, সম্বলহীন
মানুষের অবলম্বন। এরপর ক্ষুদ্রঋণগ্রহণকারী
মানুষের কাছে ব্র্যাক মানে দরিদ্রের ব্যাংক,
স্বপ্ন পূরণের বীজ। শিক্ষার সুযোগ পাওয়া লক্ষ
লক্ষ ছেলেমেয়ে ও দরিদ্র পরিবারের কাছে ব্র্যাক
মানে শিক্ষার দূত। ১৯৮০ সালে ডায়রিয়া ও
কলেরা আক্রান্ত দিশেহারা মানুষের কাছে ব্র্যাক
মানে বেঁচে থাকার গুণ্ডা। ২০০২ সালে দেশের
গণ্ডি পেরিয়ে ব্র্যাক যখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে
যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে কাজ শুরু করল,
তখন মানুষের কাছে ব্র্যাক মানে শুধু একটি
প্রতিষ্ঠান নয়, একটি স্বপ্ন, একটি প্রচেষ্টা,
একটি সম্ভাবনাময় পৃথিবী গড়ার কারিগর।

পরিশেষে বলব, ব্র্যাক মানে বৈষম্যহীন পৃথিবী,
সাম্যের জয়গান, মানবতার স্বপ্ন, ব্র্যাক মানে
বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা ও অসাম্প্রদায়িক
চেতনা, ব্র্যাক মানে নারীর ক্ষমতায়ন, মানুষের
সামর্থ্যে আস্থা, ব্র্যাক মানে সুন্দরের জন্য বাঁচা।
ব্র্যাক মানে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে
নেওয়া, ব্র্যাক মানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার,
জেডারসমতা, মূল্যবোধ, সম্প্রীতি ও সুরক্ষা।
হৃদয়ের আঙ্গিনায় চূপ করে বসে থেকে অস্পৃশ্য
আত্মা আমাকে কেন যেন বারবার বলে ওঠে
‘আমিই ব্র্যাক, আমিই ব্র্যাক এবং আমিই ব্র্যাক।

তপন ভৌমিক

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক-ইউপিজি
আল্টা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম, খুলনা



১৯৯১ সালের কোনো একদিন আমার বড়ভাই বললেন, আমি ইমিগ্র্যান্ট ভিসা পেয়েছি। স্ত্রী-কন্যাসহ নিউজিল্যান্ডে চলে যাব। এখন ভাইবোনকে সঙ্গে নিয়ে তোকে ঢাকায় থাকতে হবে। বলে রাখি, আমরা চার ভাইবোন তখন বড় ভাইয়ের সঙ্গেই তার অফিস থেকে পাওয়া কোয়ার্টারে থাকতাম। ছোট ভাইবোনগুলো পড়ালেখা করছে।

আমি পড়ালেখার পাশাপাশি তখন ব্র্যাক কম্পিউটার সেন্টারে কাজ করি। মনে আছে, বড়ভাই বলেছিলেন, তুই ওদেরকে নিয়ে ঢাকায় থাকতে পারবি তো? তার কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কী বলব? মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। শুধু অস্ফুট উচ্চারণে বললাম ‘পারব’। ছোট দুইবোন ও এক ভাইসহ আমরা চারজন। ব্র্যাক থেকে তখন সাড়ে ৩ হাজার টাকা বেতন পেতাম। সেটাই ছিল ঢাকায় টিকে থাকার একমাত্র সম্বল।

বড়ভাই পরিবার নিয়ে বিদেশ চলে গেলেন। বাবা-মা’র খুব মন খারাপ। যার ভরসায় তাঁরা ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করানোর স্বপ্ন দেখছিলেন, তার বিদেশ যাওয়ার খবরে তাঁদের স্বপ্ন জোরে ধাক্কা খেল। আমি বাবাকে সাভুনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু উল্টো বাবাই আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, চিন্তা করিস না, আমি বাড়ি থেকে যতটা সম্ভব তোকে সাপোর্ট করব। বাড়ি ভাড়াটা ম্যানেজ করতে পারিস কিনা সেটা একটু দ্যাখ।

সে সময়ে মুদ্রণ জগতে প্রযুক্তির নতুন সংযোজন ছিল কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজ। কম্পিউটারের নাম অ্যাপল ম্যাকেন্টোস আর বাংলা ফন্ট শহিদলিপি। আমি দুইমাস প্রশিক্ষণ নিয়ে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ শুরু করলাম। কিছুদিনের মধ্যেই প্রিন্টিং প্রেসে চাকরি পেয়ে পড়ালেখার কথা ভুলে গেলাম। হঠাৎ করে খবর পেলাম ব্র্যাক কম্পিউটার সেন্টারে লোক নেবে। যোগাযোগ করলাম। কম্পিউটার বিভাগের তৎকালীন কনসালট্যান্টের কাছে ইন্টারভিউ দিলাম এবং চাকরি হলো। বেতন ২ হাজার ৮শ টাকা। এক বছর পর চাকরি স্থায়ী হওয়ায় বেতন হলো ৩ হাজার ৫শ টাকা। তিন শিফটে কাজ করতে হবে। সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা, দুপুর ২টা থেকে রাত ১০টা এবং রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা। প্রতি সপ্তাহে শিফট বদল হবে।

বড় ভাইয়ের কোয়ার্টার ছেড়ে যাত্রাবাড়িতে স্বল্প ভাড়ার বাসায় উঠলাম। শুরু হলো নতুন জীবন। সকালে ব্র্যাকের কাজ সেরে বিকেলে পাটটাইম আরেকটা কাজ শুরু করলাম। ব্র্যাকের ডিউটি নাইট শিফটে থাকলে তা শেষ করে সকালে পাটটাইম করে বিকেলে বাসায় ফিরতাম।

কম্পিউটার সেন্টারের কনসালট্যান্ট একদিন বললেন, যারা এমএ পাস তারা ব্র্যাকের মাঠপর্যায়ের কাজে পিও হিসেবে যোগ দিতে পারবে। আমাদের দু’জন সহকর্মী মাঠপর্যায়ের কাজে যোগ দিয়েছিল। ছোট ভাইবোনদের কথা চিন্তা করে আমার পক্ষে সেই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এখন ভাবলে ভালোই লাগে যে, সেই ভাইবোনরা সকলেই আজ নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমানে আমি ব্র্যাক কমিউনিকেশনসে কাজ করছি। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মতো প্রতিষ্ঠানেরও বহুবিধ দিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজও কাজ করে চলেছি।

প্রদীপকুমার সাহা

সিনিয়র ডিজাইনার, কমিউনিকেশনস-ব্র্যাক, প্রধান কার্যালয়

আমি সচেতনভাবে কখনও ব্র্যাককে নিয়ে চিন্তা করি না। কারণ ব্র্যাক আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত। তাই প্রতিটি কাজে ব্র্যাককে উপলব্ধি করি। এককথায় ‘ব্র্যাক আমার বন্ধু’।

সৌভাগ্যবশত বাবার চাকরির সুবাদে চা বাগানের সুন্দর, মনোরম, ছিমছাম পরিবেশে আমি বেড়ে উঠেছি। ছোটবেলায় খেলাচ্ছলে বাবার কাছ থেকে পেয়েছি অনেক life lessons, যা মনের অজান্তে আমাকে তৈরি করেছে একটু rebellious, independent এবং দিয়েছে মানুষের সঙ্গে সহজে মিশে যাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা। কিন্তু দুঃখজনক হলো যতই বেড়ে উঠছিলাম, স্কুল-কলেজের গণ্ডি পার হচ্ছিলাম, সেই হাস্যজ্জ্বল rebellious মেয়েটা কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনটাও নীরবে, নিভূতে পার করে ফেললাম। তেমন কোনো স্মৃতি নেই, যা কিনা আমার মনকে আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারে।

Graduation-এর পরে একটি নামকরা বেসরকারি ব্যাংকে internship করার সুযোগ হয়েছিল। সেটির মাধ্যমে উপলব্ধি করলাম, এখানে যারা কাজ করছেন, তাদের কোনো satisfaction নেই, তবুও তারা জীবনের প্রয়োজনে করে যাচ্ছেন। তখন আমার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দিল। প্রশ্ন করলাম নিজেকে ‘আমিও কি এটাই চাই’? আমিও হয়তো এই বাস্তববন্দী জীবনকেই বেছে নিচ্ছিলাম, কিন্তু তখনই একটি magic ঘটল। ব্র্যাক থেকে কল পেলাম।

ব্র্যাককে নিয়ে জানার সুযোগ হয়েছিল নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় ‘ব্যবসায় উদ্যোগ’ বইয়ের মাধ্যমে। তখনকার একটি স্মৃতি বেশ মনে পড়ে। আমি পড়ছি আর চিন্তা করছি ‘এসব কাজও কীভাবে করে এবং একটি সংস্থা কীভাবে এত বড় হতে পারে’? তারপর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুবাদে ব্র্যাককে নিজ চোখে দেখলাম আর পরবর্তীতে সরাসরি ব্র্যাকে কাজ করার মাধ্যমে ব্র্যাককে আরও কাছ থেকে জানতে ও বুঝতে পারলাম। তা ছিল এক অসাধারণ অনুভূতি। মনে হচ্ছিল ‘আমিই তো ব্র্যাক’!

ব্র্যাকে join করার পর প্রথম attachment-ফিল্ডে যাব। শামেরান ভাইয়ের কাছে গেলাম দিকনির্দেশনার জন্য। সেইসময় ভাই অসম্ভব সুন্দর কিছু কথা বললেন, যা কিনা আজীবন আমার জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে।



ভাই বললেন- 'see as much as you can, learn to the fullest as you will see many BRAC programmes all together'। সাধারণ কথা কিন্তু so powerful, যা আমার চিন্তাধারায় এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে এলো। আমার মন আমাকে প্রতিনিয়ত তাড়া দিত 'সময়টাকে ঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছ তো? ভালো করে জানছ ও শিখছ তো'? কেন জানি মনে হতো এটি আমার নৈতিক দায়িত্ব, আমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতেই হবে।

ব্র্যাক আমার কাছে একটি স্কুল। এখানে শুধু শেখানো হয় না, মানুষ হিসেবে নিজেকে কীভাবে গড়ে নিতে হবে তা-ও বুঝে নিতে হয়। পাশাপাশি এও বোঝানো হয়, কীভাবে তা বাকিদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হয়। ব্র্যাক আমাদেরকে উপলব্ধি করতে শেখায় যে, সকল মানুষ সমান, সকলেরই কিছু না কিছু করার ক্ষমতা আছে। তাই তো ৭০ লক্ষ গ্রাহককে যখন আমরা আর্থিক সেবা পৌঁছে দেই, তখন back of our mind এই চিন্তাই থাকে যে client centric approach হচ্ছে তো?

ব্র্যাক আমার কাছে একটি আশা। আমাদের জীবন সমাজের কিছু বাধা নিয়মে সঞ্চালিত। আমার মতো অনেকেই আছেন যারা এসব প্রচলিত নিয়মকে challenge করতে চান, নতুন চিন্তাধারার সঞ্চালন ঘটাতে চান। ব্র্যাক আমাদের সেই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করে দেয়, সাহস যোগায় এবং প্রশ্ন করতে শেখায়। ব্র্যাকের এক লাখেরও বেশি কর্মীর মাধ্যমে আমরা ১৬ কোটি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেই সেই শিক্ষার আলো, মূল্যবোধ চর্চা, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মন্ত্র এবং বিশ্বাস করি নারী-পুরুষের সমতা অবশ্যই সম্ভব, যদি আমরা একত্রে কাজ করি।

ব্র্যাক আমার কাছে জীবনের জয়গান। যেখানে নতুনকে সর্বদা স্বাগত জানানো হয়, নতুন চিন্তাকে পরিচর্যা করা হয় আবার পুরনোকেও লালন করা হয় 'অভিজ্ঞতার' ভাণ্ডার হিসেবে। শেষে বলি 'learning by doing' এই কথাটি চির সত্য ব্র্যাকের ইতিহাসে এবং এটিই হচ্ছে আগামীর ইতিহাস গড়ার মূলসুঁত্র।

আলভিনা জাফর

ডিভিশনাল ম্যানেজার (প্রগতি)

মাইক্রোফাইন্যান্স, ঢাকা



ব্র্যাকের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ আমি লিখতে বসেছি ব্র্যাক আমার কাছে কী অর্থ বহন করে। ব্র্যাক আমার জীবন, আমার অস্তিত্ব। ব্র্যাক আমার রক্তের শিরা-উপশিরায় মিশে গেছে। ১৯৯৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি আমি ব্র্যাকে যোগদান করি। তখন জীবনের এমন একটা সময় যাচ্ছিল যখন আমার একটা চাকরি দরকার। ঠিক সেই মুহূর্তে ব্র্যাকে চাকরি পেলাম। আমার জীবন যুদ্ধের লড়াইয়ে ব্র্যাককে পাশে পেলাম। আমি অতি সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। আমরা চাকরি করতে চাইলে পরিবার-আত্মীয়-স্বজন সবাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সব বাধা পেরিয়ে আমি চাকরিতে যোগ দিলাম।

কর্মজীবনের শুরুতে আমার প্রধান সমস্যা ছিল সাইকেল চালানো। ব্র্যাকে তখন মেয়েদের সাইকেল চালানো ছিল বাধ্যতামূলক। আমি যেহেতু স্বাস্থ্যবান এবং আগে কখনও সাইকেল চালানি, সেজন্য এটা ছিল আমার কাছে চীনের প্রাচীর ডিঙ্গানোর মতো। যাহোক দ্বিতীয় দিন থেকে সাইকেল চালানো শিখতে আরম্ভ করি এবং শিখে ফেলি। সাইকেল নিয়ে ফিল্ডে যেতে কোনো সমস্যা হতো না, কিন্তু রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো দুষ্ট লোকেরা বলত, এই যে বস্তা গেল, তেলের ড্রাম গেল। তখন আমার হাসি পেত এবং হাসতে গিয়ে মাঝে মাঝে সাইকেল থেকে পড়ে যেতাম। এক বছরের মধ্যে মোটরসাইকেল পেয়েছিলাম।

আমি যে ম্যানেজারের অধীনে যোগদান করেছিলাম, তিনি খুব ভালো মানুষ। কর্মীদের কীভাবে কাজ শেখাতে হয়, তা তিনি জানতেন। যেহেতু আমি মাইক্রোফাইন্যান্সে কাজ করছি, সেজন্য ম্যানেজার ভাই ছাড়া সবাই মনে করত, আমি পারব না। ম্যানেজার ভাই বলতেন, এই মেয়ে পারবে। আমিও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মাইক্রোফাইন্যান্সের মধ্যে কী আছে আমি দেখব। কিন্তু ভেতরে ঢুকে দেখলাম এর মধ্যে এমন কিছু নেই, যা আমি পারব না।

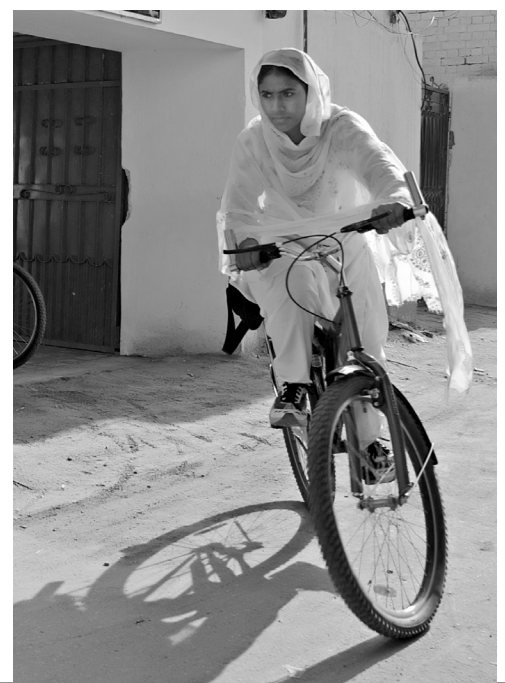
মাইক্রোফাইন্যান্সে কাজ করতে গিয়ে তিনটি জিনিস শিখেছি। ১. সৎ হতে হবে ২. পরিশ্রমী হতে হবে এবং ৩. মানুষের সঙ্গে মেশার ক্ষমতা থাকতে হবে। এই কর্মসূচিতে কাজ করতে গিয়ে মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা পেয়েছি। মানুষ আমার নাম ধরে ডাকে না, বলে ব্র্যাকের আপা। একদিন পুরনো একজন সদস্য আমাকে ফোন করে বলে আপা, আপনি আমাকে প্রথম ঋণ দিয়েছিলেন। ব্র্যাকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনেক বড় হয়েছে। আমি এখন পাকা বাড়ি করছি। বাড়ির ভিতের প্রথম ইট আপনি বসাবেন। আমি তো শুনে অবাক! সেদিন আমার দুচোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়েছিল। তাকে বলেছিলাম, 'ভাই আপনি আমাকে এত বড় সম্মান দিলেন? এই সম্মান রাখার মতো জায়গা আমার নেই। আপনি কাজ শুরু করেন। আপনার এলাকায় গেলে আমি অবশ্যই বাড়ির কাজ দেখে আসব।'

ব্র্যাক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে মেধার মূল্যায়ন হয়। আজ যদি ব্র্যাক আমার পাশে না থাকত, তাহলে আমাদের মতো মেয়েরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে? আমি আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। নিজের একটা পরিচয় যে তৈরি হয়েছে, তা শুধু ব্র্যাকেরই কারণে। মেয়েদের জন্য সবচাইতে নিরাপদ জায়গা হলো ব্র্যাক। আমার ভাইবোন ও মেয়ে সবাই ব্র্যাকের টাকায় পড়াশোনা করে মানুষ হয়েছে। এটা আমার কাছে খুবই গর্বের বিষয়। আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জায়গা ব্র্যাক।

আমিনা খাতুন

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (প্রগতি), নীলফামারী অঞ্চল







ব্র্যাকের সাফল্যের পেছনে রয়েছে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ

ড. আকবর আলি খান

একজন ঐতিহাসিকের অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে, ১৯২১ সালে ভারতে ক্ষেতমজুরদের ৪৯ শতাংশ ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে; এই হার ১৯৩১ সালে ৭৫ শতাংশে উন্নীত হয়। ১৯৭৫ সালে আরেকজন গবেষক দেখাচ্ছেন যে, ১৯৬৩-৬৪ সালে গ্রামীণ বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সংখ্যা ছিল ৯২ শতাংশ। ১৯৭৩-৭৪ সালে এই হার দাঁড়ায় ৮৩ শতাংশে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় প্রকৃত অর্থে প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। খাদ্য উৎপাদন প্রায় চারগুণ বেড়েছে। গড় আয়ুর প্রত্যাশা ১৯৭০ সালে ছিল ৪২ বছর। বর্তমানে এই হার দাঁড়িয়েছে ৭০.৭ বছরে। দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশের এই অসাধারণ অর্জনের পেছনে রয়েছে বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের ভূমিকা। প্রথমত নব্বই লক্ষের বেশি অদক্ষ শ্রমিক প্রতিবছর বিশ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ দেশে পাঠাচ্ছেন। বাংলাদেশের অদক্ষ এবং প্রধানত মহিলা শ্রমিকদের তৈরি করা পোশাক শিল্প থেকে বিশ্বের বাজারে বিক্রি করে প্রায় ৩৫ বিলিয়ন ডলার আয় হচ্ছে। দ্বিতীয়ত ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা নিয়ে প্রায় ৪ কোটি নতুন উদ্যোক্তা বাজারে প্রবেশ করেছে। তৃতীয়ত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মহিলাদের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। এই তিনটি ক্ষেত্রেই রয়েছে স্যার ফজলে হাসান আবেদের নেতৃত্বে ব্র্যাকের অবদান।

১৯৮০ সালে ব্র্যাক ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচি (ওটোপ) চালু করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ওরাল স্যালাইনকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশে এ ধরনের রোগের ক্ষতিকর প্রভাব কমে আসে। এ ছাড়া ব্র্যাক ইউনিভার্সাল চাইল্ড ইমিউনাইজেশন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রণেও তারা এগিয়ে আসে। স্বাস্থ্যসেবিকাদের মাধ্যমে জনগণের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেন। এসব কর্মসূচির সাফল্যের ফলেই জনসাধারণ অনেক ক্ষেত্রে রোগ বালাইয়ের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে। এর ফলে বাংলাদেশের মানুষ শ্রমবাজারে তাদের অবদান রাখতে সক্ষম হন। আফ্রিকার সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা করলে দেখা যাবে যে,

আফ্রিকাতে এইডস মহামারি রোগ প্রতিরোধে এই মহাদেশের বিভিন্ন দেশ অক্ষম হওয়াতে তাদের শ্রম শক্তির অবদান কমে যায়, অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রচলিত মহামারি রোধে সক্ষম হওয়াতে বাংলাদেশের শ্রমিকরা অনেক বেশি অবদান রাখতে পারেন। প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা বিস্তারে ব্র্যাকের ব্যাপক সাফল্যের পেছনে রয়েছে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অনেক উদ্ভাবনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হয়েছে।

বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রেও আবেদের নেতৃত্বে বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্র্যাকের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ঝরেপড়ার হার উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ঝরেপড়ার হার হ্রাস করার কোনো সহজ সমাধান ছিল না। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এই শিক্ষা ব্যবস্থাতে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা আদৌ বিবেচনায় নেওয়া হতো না। উপরন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই নিরানন্দ।

বাংলাদেশে প্রথম কে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালু করেন, সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু ব্র্যাক যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালু করেছে, সেটি নিঃসন্দেহে একটি সফল প্রকল্প। ব্র্যাকের ঋণ কর্মসূচির কতিপয় ব্যতিক্রমধর্মী দিক রয়েছে। এ প্রকল্পে শুধু ঋণই দেওয়া হয় না, ঋণ গ্রহীতাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়। হতদরিদ্রদের জন্য বিশেষ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সাফল্য অর্জন করেছে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে শুধু ঋণ বিতরণই করা হয়নি, তাদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিও প্রসারিত হয়েছে।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের একটি বড় সমস্যা হলো যে, এখানে দরিদ্রবান্ধব ব্যবসায়ের উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। দরিদ্রদের জন্য যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, সেগুলো বেশিরভাগই লোকসান করে। দরিদ্রদের পণ্য প্রতিযোগিতারভিত্তিতে বাজারজাত করা সম্ভব হয় না। এর প্রেক্ষিতে আবেদ বাংলাদেশে ষোলটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, যারা দরিদ্রদের পণ্য বাজারজাতকরণে



সহায়তা করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো আড়ং, যা এ দেশের হতদরিদ্র মহিলাদের পণ্য দেশে ও বিদেশে ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করেছে। এসব সেবা ও পণ্য দেশের এগার কোটিরও বেশি মানুষের নানা চাহিদা মেটাচ্ছে। এ ছাড়া বীজ, মৎস্য, কৃত্রিম প্রজনন, ব্র্যাক চিকেন, দুগ্ধ, মুদ্রণ, ব্যাংকিং প্রভৃতি খাতে এখন এত সফল হয়েছে যে, এদের লাভের অর্থ দিয়েই ব্র্যাকের প্রায় আশি শতাংশ কাজের অর্থায়ন হচ্ছে। সম্পদের জন্য ব্র্যাক শুধু বাইরের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল নয়। দরিদ্রদের স্বার্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্জিত মুনাফায় দরিদ্রদের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ব্র্যাকের কর্মসূচিসমূহ দরিদ্রদের উদ্যোক্তা হওয়ার নতুন সুযোগ তৈরি করেছে।

এ ধরনের উপলব্ধি থেকে ব্র্যাকের কর্মসূচিতে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিকে একদিকে শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়, অন্যদিকে শিক্ষাব্যবস্থা যাতে উৎপাদন ব্যাহত না করে, তার জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা সারাদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ ধরনের ৩৪ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম খরচে দরিদ্র মানুষের সন্তানদেরকে শিক্ষাজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। তবে এ কর্মসূচি এখানেই থেমে নেই, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যও প্রয়াস চলছে।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে অর্থনীতির একটি বড় সমস্যা হলো, নারীদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অবদান সীমিত। বাংলাদেশে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে বাধা অপসারণ বেসরকারি সংস্থাসমূহের একটি বড় অবদান। দক্ষিণ এশিয়ার চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীদেরকে পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে। মনুসংহিতায় বিধান দেওয়া হয়েছে যে কোনো শিশুকন্যা বা তরুণী এমনকি কোনো বৃদ্ধা মহিলা নিজের বাড়িতেও তার ইচ্ছামতো কিছু করতে পারবেন না। শৈশবে নারী পিতার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, যৌবনে থাকবে স্বামীর নিয়ন্ত্রণে এবং স্বামী মারা গেলে থাকবে ছেলের নিয়ন্ত্রণে। তার কোনো স্বাধীনতা থাকবে না। কোনো অবস্থাতেই নারী নিজেকে তার পিতা, স্বামী বা ছেলে থেকে আলাদা কিছু করার উদ্যোগ নিতে পারবে না। যদিও পশ্চিমা জগতে এ ধরনের বিধান নেই, তবু পাশ্চাত্যে অর্থশাস্ত্র মহিলাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

মহিলারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, কিন্তু পারিবারিকভাবে মহিলা যে কাজ করে তার কোনো স্বীকৃতি অর্থশাস্ত্রে নেই। যদি কোনো মহিলা চাকরানী হিসেবে কাজ করে, তাহলে তার আয় জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। সেই মহিলাই যদি বাড়ির কর্তাকে বিয়ে করে আরও অনেক বেশি কাজ করে, তবুও তার অবদান অর্থনীতির হিসেবে যোগ হয় না। এর ফলে অর্থনীতির হিসেবে জাতীয় আয় কমে যাবে, যদিও বাস্তবে জাতীয় আয় বেড়ে যায়। এই প্রেক্ষিতেই অমর্ত্য সেন লিখেছেন, চাকরানীদের বিয়ে করলে অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি হবে অর্থাৎ জাতীয় আয় কমে যাবে। বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অর্জন। অবশ্য এ কাজটি প্রথমে পরিকল্পিতভাবে করা হয়নি। দারিদ্র্য নিরসন করতে গিয়ে দেখা যায় যে, যেসব কর্মসূচিতে মহিলারা অংশগ্রহণ করেছে, সেসব কর্মসূচি সবচাইতে বেশি সফল।

আবেদ লিখেছেন, তিনি গ্রামীণ মহিলাদের দায়িত্বশীলতায় মুগ্ধ হয়ে মহিলা কর্মসূচির দিকে ঝুঁকে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মহিলারা যে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন, সে ধরনের কাজ বাংলাদেশের পুরুষরা করতে পারে না। বাংলাদেশের বড়লোক পুরুষেরা ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নেয়, অথচ তার অধিকাংশই ফেরত দেয় না। বাংলাদেশের দরিদ্র মহিলারা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে যে ঋণ নেয়, তার শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করে।

স্যার আবেদের ব্র্যাক বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম এনজিও। ব্র্যাকের একটি বড় বিশেষত্ব হলো যে, ব্র্যাক নীল নকশার প্রতিষ্ঠান (blue print organization) নয়, যারা আগে থেকে সব পরিকল্পনা তৈরি করে ওই পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করে। এদের পক্ষে নীল নকশার কোনো পরিবর্তন মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। ব্র্যাক নীল নকশার প্রকল্প বাস্তবায়ন না করে তারা প্রকল্প বাস্তবায়নকালেও শিক্ষাগ্রহণ করে এবং প্রকল্পে পরিবর্তন করে। শিক্ষারত প্রতিষ্ঠান হওয়ার ফলেই ব্র্যাকের পক্ষে নানা দুর্যোগ অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে।

অর্ধশত বছর পূর্তিতে শুভকামনা

ড. কামাল হোসেন

ব্র্যাক যাত্রা শুরু করেছিল ছোট্ট পরিসরে, সুনামগঞ্জে জেলার শাল্লায়। মুক্তিযুদ্ধের পর যখন ফজলে হাসান আবেদ ব্র্যাকের কার্যক্রম শুরু করেন, তখন তা ছিল একান্তই ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের সহায়তার জন্য। শরণার্থী সহায়তার গণ্ডি পেরিয়ে খুব অল্প সময়েই সেই 'বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাসিস্ট্যান্স কমিটি' রূপান্তরিত হয়েছিল 'বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি'তে। স্বাধীনতা সংগ্রাম আবেদকে উদ্বুদ্ধ করেছিল মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে। গতানুগতিক সফল পেশাজীবী হওয়ার হাতছানি উপেক্ষা করে তিনি তাঁর অসামান্য মেধা নিহিত করেছিলেন মানুষের কল্যাণে। সেই কঠিন সময়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল ব্র্যাকের মতো একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, যা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে পারবে।

পরিসর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্র্যাকের শেকড় গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে থাকে। আবেদ

স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ গঠনের সময়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সর্বস্তরের মানুষের জীবনের মান পরিবর্তন খেটে খাওয়া মানুষ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়।

নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় ব্র্যাক ভূমিকা রেখেছে। ব্র্যাক সূচনালগ্ন থেকেই বাংলাদেশের মানুষের জন্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে আসছে। এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে গ্রামবাংলার নারীদের কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পগুলোও বেঁচে আছে।

মানবাধিকার ও আইনসেবা নিয়ে কাজ করার উদ্দেশ্যে '৮০'র দশকে ব্র্যাক মানবাধিকার এবং আইনি পরিষেবাবিষয়ক নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে। এর অধীনে দরিদ্রদের আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে অ্যাডভোকেট ফজলুল হকের প্রতিষ্ঠিত



‘মাদারীপুর লিগ্যাল এইড’-এর মডেলটি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে ব্র্যাক লিগ্যাল এইডের ধারণাটির বিস্তৃতকরণে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। আবেদ এই কার্যক্রমে ব্যারিস্টার সালমা সোবহানকে সম্পৃক্ত করেন এবং তাঁর ওপর নেতৃত্ব অর্পণ করেন। ব্র্যাকের আইনি সহায়তা প্রদানের এই উদ্যোগ গ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক কারণে যারা ন্যায়বিচার বা আইনি প্রতিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারতেন, তারা আইনি সহায়তার মাধ্যমে প্রতিকার লাভ করেছেন। ব্র্যাক অ্যাডভোকেট ফজলুল হকের মধ্যস্থতাকরণের (mediation) মডেলটিও গ্রহণ করেছিল। এর ফলে প্রচলিত গ্রাম্য সালিশের পরিবর্তে অফিসে আইনি কাঠামোর অধীনে প্রশিক্ষিত কর্মীদের মাধ্যমে মধ্যস্থতা করা শুরু হয়। যদিও এই ক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন প্রয়োজন কিন্তু এই মডেল গ্রহণের ফলে গ্রাম্য সালিশের বিধিবহির্ভূত এবং খামখেয়ালি সিদ্ধান্তগুলো উল্লেখযোগ্যহারে কমে আসে। এ ছাড়াও ব্র্যাকের কার্যক্রমের অধীনে সালমা সোবহান তৃণমূল পর্যায়ে আইনি সচেতনতা সৃষ্টি এবং বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ করে পারিবারিক আইন ও ভূমি আইনের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং এর বিকাশ করতে থাকেন। তিনি পরবর্তীতে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর মতো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকরণেও ভূমিকা রাখেন।

আবেদ ব্র্যাকের আইনি সহায়তা কার্যক্রমের পাশাপাশি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিবিষয়ক একাডেমিক চর্চায়ও ভূমিকা রেখেছেন। সাউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড লিগ্যাল অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস স্টাডিজ গঠনকালে তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তো ছিলেনই, এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠাকালে এর কাঠামোগত উন্নয়নের জন্যে ব্র্যাকের পক্ষ থেকে জমিও দান করেন। প্রতিষ্ঠানটি আইনবিষয়ক গবেষণা এবং একাডেমিক চর্চায় সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে।

এ ছাড়াও ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট গবেষণার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে, যা আবেদের প্রতিষ্ঠিত আরেক প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশবিশেষ। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে আইনের শাসন এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত গবেষণা, পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণভিত্তিক বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

আমি নিজেই সৌভাগ্যবান মনে করি যে, আমি আমার জায়গা থেকে নানা সময়ে ব্র্যাকের আইনি সহায়তায় এগিয়ে আসতে পেরেছি। ব্র্যাক ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকালে সৃষ্ট বিতর্ক যা মামলা পর্যন্ত গড়িয়েছিল সেটির কথা এখন বিশেষভাবে মনে পড়ছে। এ মামলায় আমি ব্র্যাকের পক্ষের একজন কৌশলি ছিলাম। এই মামলাটি একটি জনস্বার্থ রিট হিসেবে দায়ের করা হলেও বস্তুত তা সমাজের পিছিয়েপড়া কোনো জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্য ছিল না। ব্র্যাক

ব্যাংকের বিপক্ষে যুক্তি-তর্কে বলা হয় যে, ব্র্যাক যেহেতু দাতব্য উদ্দেশ্যে সংগঠিত এনজিও তাই ব্র্যাক কোনো লাভজনক ব্যাংক গঠনে নিয়োজিত হতে পারে না এবং সেইসঙ্গে ব্র্যাক ব্যাংকের অবলুপ্তিও দাবি করা হয়। এই বিষয়টি অগ্রাহ্য করা হয় যে, ব্র্যাক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ব্র্যাক দাতব্য উদ্দেশ্যে এর অন্যান্য কার্যক্রমে ব্যবহার করবে। এতে করে ব্র্যাকের বৃহত্তর দাতব্য উদ্দেশ্যে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ হয় না। মামলাটি দায়েরের পর্যায়ে ব্র্যাক ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ছাড়পত্র নিয়ে ইতোমধ্যে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিস অ্যান্ড ফার্মসের মাধ্যমে নিবন্ধিত। ব্র্যাক ব্যাংকের পক্ষে যুক্তিতর্কের সময় আমি বক্তব্য উপস্থাপন করি যে, ব্র্যাক ব্যাংক আইনের কোনো বিধান দ্বারা বারিত নয় এবং ব্র্যাক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত লাভ দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে আইনত কোনো বাধা নেই বরং তা ব্র্যাকের দাতব্য কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করবে। ব্র্যাক ডোনেশনের মাধ্যমে এর কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন করলেও ব্র্যাক ব্যাংকের লভ্যাংশ একে জনগণের কল্যাণে আরও বৃহৎ পরিসরে নিয়োজিত হতে সহায়তা করবে। অবশেষে মহামান্য আদালত আমাদের পক্ষে রায় দেয় এবং ব্র্যাক ব্যাংক এখনও ব্র্যাকের কল্যাণমূলক কাজের অন্যতম অংশ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

সুনামগঞ্জ থেকে শুরু হওয়া ব্র্যাকের কার্যক্রম আজ সকল দিকে বিস্তৃত। একটি স্বপ্ন নিয়ে শুরু করা ব্র্যাকের সকল কার্যক্রমে সে স্বপ্নেরই প্রতিফলন দেখা যায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনি সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য বিষয়ে ব্র্যাক এবং ব্র্যাকের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি ব্যাংক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক উদ্যোগ, যা থেকে প্রাপ্ত মুনাফা জনগণের জন্য, দারিদ্র্য নিরসনে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, টেকসই উন্নয়নসহ নানা বিষয়ভিত্তিক গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৭২ সালে শরণার্থীদের কল্যাণার্থে গড়ে তোলা ব্র্যাক আজ শুধুমাত্র বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মানুষেরই ভাগ্য পরিবর্তন করছে না, বরং অন্য অনেক দেশেও কাজ করে যাচ্ছে, পাচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এনজিও-র মর্যাদা।

ব্র্যাকের সকল অবদানের মধ্যে আলাদা করে বলতে হয় যে, ব্র্যাকের সামাজিক কার্যক্রম এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা নাগরিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে সহায়তা করে যাচ্ছে। ব্র্যাকের কার্যক্রম ও সফলতা এটাই প্রমাণ করে যে, একজন দক্ষ পথপ্রদর্শক এবং একটি স্বপ্ন কীভাবে বৃহৎ পরিসরে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। ব্র্যাকের উত্তরোত্তর সফলতা কামনার পাশাপাশি এ আশাও রাখব যে, আবেদের জীবন সকলের জন্যে উদাহরণ হিসেবে থাকবে এবং ব্র্যাক গণ মানুষের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হবে।

ড. কামাল হোসেন
বিশিষ্ট আইনজীবী, সংবিধান প্রণেতা ও রাজনীতিবিদ

ব্র্যাক ও ফজলে হাসান আবেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথিকৃৎ

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী ও ছোট একটি ভূখণ্ডে বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটেছে ১৯৭১ সালে। বহুমাত্রিক সমস্যা ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রথম থেকেই বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় এই দেশটি। কেউ উল্লেখ করেছিলেন যে, বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন ঝুড়ি এবং কেউ উল্লেখ করেছিলেন বাংলাদেশ উন্নয়ন প্রচেষ্টার একটি পরীক্ষা। বাংলাদেশের ৫০ বছর পূর্তির এই শুভক্ষণে দুটি সংশয়পূর্ণ বক্তব্যই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অনেক চড়াই-উত্থাই পেরিয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং দেশটিকে একটি 'উন্নয়নের মডেল' হিসেবেই গণ্য করা যায়। বাংলাদেশের যে উন্নয়ন হয়েছে সেটা সমসাময়িক অন্যান্য দেশের তুলনায় সন্তোষজনক। আমাদের এই পথচলায় সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আপামর জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা অপরিসীম।

বেসরকারি অবদানের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ব্র্যাক এবং তার প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদের নিরলস প্রচেষ্টা। প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যেমন মানুষ ও তার ছায়া। স্যার আবেদের এই অনন্য অবদান এখনও সমুজ্জ্বল এবং ভবিষ্যতেও ব্র্যাকের পথচলা ও কার্যক্রম আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয়, ব্র্যাক সারা বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ বেসরকারি সংস্থা এবং এর বহুমাত্রিক কার্যক্রম পৃথিবীর বহু দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তদুপরি ব্র্যাকের নীতি, কৌশল এবং উন্নয়ন অভিজ্ঞতা উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ সমভাবে অনুসরণ করার প্রয়াস নিয়েছে। এই হিসেবে আমি বলব যে, ব্র্যাক ও স্যার আবেদের অবদান বহুমাত্রিক এবং দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের একটি সাধারণ জনপদ থেকে ব্র্যাকের মাধ্যমে স্যার আবেদের কার্যক্রম শুরু এবং বাংলাদেশে এর শিকড় স্থাপিত করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর অধিকারসহ অন্যান্য বহু আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে তিনি অবদান রেখেছেন। এখানেই শেষ নয়, বিশ্বের বহু দেশ এবং

প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা, কৌশল ও কাঠামো।

কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি মনোনিবেশ করা যাক। প্রথমত: অনেক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়নকর্মী সাধারণত ছোটখাটো পরিসরে পরীক্ষামূলক প্রকল্প নিয়ে কাজ করেন এবং পরীক্ষা শেষেও সুনির্দিষ্ট একটি ভৌগোলিক এলাকা নিয়েই তারা কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেন। অনেক ক্ষেত্রেই 'রেপ্লিকেশন' অর্থাৎ কার্যক্রমের পরিধি অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় না অথবা নিয়ে যাওয়া হলেও সেটা সফল হয় না। এটার কারণ প্রকল্পের বহুবিধ দুর্বলতা অথবা সংগঠকের দক্ষতা ও দূরদর্শিতার অভাব। স্যার আবেদ এক্ষেত্রে ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী এবং মাটি ও মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সেইসঙ্গে যোগ হয়েছে স্যার আবেদের ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক দক্ষতা। আমার জীবনের ৪০ বছরের অধিক সময়ের ব্যক্তিগত পরিচয় তাঁর সঙ্গে। আমি দেখেছি কার্যক্রমের উদ্দেশ্য, কৌশল ও বাস্তবায়নের সঙ্গে ব্যবস্থাপনা, নজরদারি ও মূল্যায়নের বিরল সংযোগ যেটা স্যার আবেদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাঁর লেখনী, বক্তব্য ও বাচনভঙ্গি এমনই স্পষ্ট ও বোধগম্য ছিল যেটা সবাইকে মুগ্ধ করে রাখত। আমার মতে এই বিষয়টি নিয়ে ব্র্যাকের বর্তমান পরিচালক ও ব্যবস্থাপক যারা আছেন, তাদের বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত: স্যার আবেদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন। অর্থ, প্রশিক্ষণ, সৃজনশীলতার বিকাশ, সচেতনতা ও সংগঠন এগুলোর মাধ্যমে তিনি দরিদ্র-অসহায় মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলতে অবিরাম কাজ করে গেছেন। নারীর ক্ষমতায়ন, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি এসব বিষয়ে অত্যন্ত সফল কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। তৃতীয়ত: বৈষয়িক চাহিদা পূরণই শুধু নয়, মানুষের চিন্তার সুযোগ, কথা বলার সুযোগ, মানুষের অভিব্যক্তি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ এগুলোও ছিল তাঁর কার্যক্রমের বিশেষ কতগুলো দিক। সার্বিকভাবে বিশ্বব্যাপী দরিদ্র মানুষের উন্নতির অগ্রদূত হিসেবে বিবেচিত হবেন স্যার আবেদ।

চতুর্থত: শুধু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই নয়, স্যার আবেদ বিশ্বের একটি বিশাল সমস্যা আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য হুমকি সে সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। পৃথিবীর সব সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার বিশ্বব্যাপী যে প্রয়াস চলছে, সেগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্যার আবেদ বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। জাতিসংঘের 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস'-এ যে ১৭টি ক্ষেত্র আছে, সেগুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্র্যাকের সক্রিয় ও কার্যকর প্রকল্প রয়েছে। এ বিষয়গুলো নিয়ে স্যার আবেদের চিন্তা ও কার্যক্রম তাঁর সৃজনশীলতা ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

কুমিল্লা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ড. আকতার হামিদ খানের সঙ্গে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচীতে তাঁর বাসায় আমার দীর্ঘ আলাপচারিতা হয়। তখন তিনি বলেছিলেন যে, বাংলাদেশ উজ্জ্বল সম্ভাবনার দেশ, কারণ এখানে রয়েছে স্যার আবেদের মতো কিছু ব্যক্তি, যাঁরা সমাজকে নাড়া দিতে পারেন, উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারেন।

আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে ২০০৫-২০০৯ পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলাম। তখন ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে 'সিটি ব্যাংক এনএ'-র সহায়তায় 'সিকিউরিটাইজেশন'-এর প্রস্তাব বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠানো হয়। আমরা তাতে সম্মতি দেই। এটাই ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম ও উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই ধরনের সৃজনশীল আর্থিক পদ্ধতি স্যার আবেদের চিন্তা ও কার্যক্রমের একটি পরিচয়।

আমি ঢাকায় অবস্থিত 'এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র (সিরডাপ)', বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তাঁর সুপরামর্শ এবং সহযোগিতা আমার কাজে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান-এর গঠন ও পরিচালনের ব্যাপারে স্যার আবেদের বিশেষ অবদান রয়েছে। অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা, যেগুলো এখনও দেশের মানুষের জীবনমান

উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও স্যার আবেদ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি প্রায়শই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও টেকসই উন্নয়নের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বিশ্বের কিছু বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় যেমন: অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, হার্ভার্ড এগুলোর উদাহরণ দিতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল ব্র্যাক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন: ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, আড়ং, ব্র্যাক ব্যাংক, ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এগুলোও সফল ও টেকসই হবে এবং বাস্তবেও আমরা দেখছি যে, এগুলো এখনও সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করার পর প্রত্যক্ষভাবে তাঁর উপদেশ ও ব্যবস্থাপনা দেখেছি, যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টি দ্রুতই দেশের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ব্র্যাক ব্যাংকের কথাই ধরা যাক। এটিও একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান, যেটি বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি শিল্প/ব্যবসার অর্থায়ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

স্যার আবেদ সব কাজের নেতৃত্বে থাকলেও তিনি সব শ্রেণির এবং সব প্রতিষ্ঠানের লোকের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে দ্বিধা করেন নি। এই টিম স্পিরিট অনেকের মধ্যেই থাকে না। একটা বিশেষ ঘটনা মনে পড়ে। আমি তখন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় ৭৫ ভাগ বাংলাদেশ বন্যায় প্লাবিত। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম হুমকির মুখে। সে সময় আমি অধ্যাপক ইউনুস, স্যার আবেদসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুরোধ করি সেই দুর্যোগে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে বাঁচাতে। যেহেতু পিকেএসএফ সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রঋণের অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান, আমাকে অনুরোধ করা হয় একটি সভার আয়োজন করতে। ধানমন্ডিতে আমার ছোট্ট অফিসে সভার আয়োজন করা হয়। অধ্যাপক ইউনুস এবং স্যার আবেদসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সেখানে আসেন। সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। স্যার আবেদের ভূমিকা সেখানে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের স্বার্থে তিনি সবসময় ছিলেন সদাপ্রস্তুত ও অগ্রহী। সবশেষে বলব, ব্র্যাকের কাজের মধ্য দিয়ে তিনি একটি দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী গড়ে তুলেছেন। মানবসম্পদ উন্নয়নে তাঁর এই দান অপরিমীম।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়



আবেদ ভাই : আলো দিয়ে আলো জ্বালানো একজন আলোকিত মানুষ

মোস্তাফিজুর রহমান

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে ও সামগ্রিক বিচারে জাতীয় বিকাশে সরকার-বহির্ভূত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। স্যার আবেদ ভাই ও ব্র্যাক-অবিচ্ছেদ্য ও একইসঙ্গে উচ্চারিত এ দু'টি নাম সে আখ্যানের অনেকেংশেই ঘনিষ্ঠভাবে জুড়ে আছে। আবেদ ভাইয়ের বহুমুখী অবদান নিয়ে অনেক কিছুই বলা যায়; অন্যরা বিশেষতঃ যাঁরা আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সে আখ্যানের সক্রিয় অংশীদার ছিলেন, তাঁরা সে সম্বন্ধে আমার থেকে আরও অনেক ভালোভাবে বলার ক্ষমতা, যোগ্যতা ও জ্ঞান রাখেন। আমি ব্যক্তি আবেদ ভাইয়ের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই, যার মধ্য দিয়ে তাঁর আলোকিত সত্ত্বার ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর আলো দিয়ে কীভাবে তিনি অন্যদের আলোকিত করেছেন, তা দেখারও অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।

আবেদ ভাইয়ের বিভিন্ন উদ্যোগ ও ব্র্যাকের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কিছুটা সংশ্লিষ্টতার সূত্রে এবং কতকটা গবেষণা কর্মের সুবাদে অবহিত থাকলেও ব্যক্তি আবেদ ভাইকে নিকট দূরত্ব থেকে জানার সুযোগ হয়েছে, যখন তিনি ১৯৯৩ সালে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের আহ্বানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি হিসেবে সিপিডি-র ট্রাস্টি বোর্ডে যোগ দিলেন। এরপর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করে গেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এবং সে কারণে তাঁকে কাছ থেকে দেখার ও তাঁর কাছ থেকে শেখার অনন্য ও দুর্লভ সুযোগ আমি পেয়েছি।

'৮০'র দশকের সামরিক স্বৈরশাসনের পর নব্বইয়ের প্রারম্ভে যে গণতন্ত্রায়ন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনা হয়, তাকে সুসংহত করতে নাগরিক সমাজকে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে, এ ধারণা তিনি দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, সেখানে তাঁর একটি ভূমিকা আছে। গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও জ্ঞানভিত্তিক গবেষণার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ়মূল বিশ্বাস ছিল। সিপিডি-র প্রতিষ্ঠালগ্নের প্রথম দিককার দিনগুলো থেকে

তাঁর জীবনের শেষ অবধি মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে সিপিডি-র নানা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে তিনি অব্যাহতভাবে সমর্থন জুগিয়ে গেছেন। ব্র্যাক পরিচালনায় তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি সিপিডি-র কর্মসূচি ও অগ্রাধিকার নির্ধারণে অন্য ট্রাস্টিদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সভায় উপস্থিত হতেন যথাসময়ে এবং অন্যদের কথা শুনতেন মনোযোগ দিয়ে। তিনি কথা বলতেন কম কিন্তু মৃদু শব্দে গুছিয়ে বলতেন। অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন নিজস্ব ক্ষেত্রে ও ভূমানে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সকলেই তাঁর বক্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বিষয়ে গভীর জ্ঞান, কোন্ বিষয়ে মাঠ-পর্যায়ে সাধারণ মানুষের অগ্রহ, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা থাকতে পারে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতি, এ সবই সিপিডি-র গবেষণা কর্মসূচি নির্ধারণে ও নীতি-প্রভাবক উদ্যোগ, সংলাপ ও প্রচার কর্মসূচি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

মনে পড়ছে ২০০৬ সালে সিপিডি যখন 'জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ' কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা করে, তিনি তাতে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে টাউন হল মিটিংয়ের মাধ্যমে সুশাসনের পক্ষে জনমত গঠনের ব্যাপক একটি কর্মসূচি তখন বাস্তবায়িত হয়, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিপিডি-র তখনকার নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সেসব আলোচনা থেকে প্রাপ্ত নাগরিক সমাজের পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছিল আটটি অভীষ্ট নিয়ে রূপকল্প ২০২১। এ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গঠিত 'নাগরিক কমিটি'-র অন্যতম সদস্য হিসেবে তিনি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণকালীন সময়ে একজন অগ্রগামী নাগরিক হিসেবে যে অবদান রেখেছিলেন, সে সূত্রে তাঁর চরিত্রের আরেকটি বিশেষ দিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আলোকিত সমাজ, বহুমতের উপস্থিতি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং জ্ঞাননির্ভর যুক্তি-তর্ক যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে অপরিহার্য এবং এ অপরিহার্যতা যে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই করার গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক-এ বোধ তাঁর মধ্যে যে সदा জাগ্রত ছিল, তা তখন কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। এ বোধই তাঁকে



এমন একটি উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। ব্র্যাকে তিনি তখন বহুমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছিলেন-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর কল্যাণ, কৃষির উন্নয়ন, স্বল্প আয়ের মানুষ, প্রান্তজন ও পিছিয়েপড়া মানুষদের জন্য বৈচিত্র্যময় ও উদ্ভাবনী সব উদ্যোগ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর সুশাসন-এ দুটিকে তিনি পরিপূরক হিসেবেই দেখেছেন।

পরবর্তীতে আবেদ ভাইকে কাছ থেকে দেখার এবং নতুনভাবে জানার সুযোগ হয়েছে যখন তিনি আমাকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টার সদস্য হওয়ার জন্য প্রস্তাব দিলেন। ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি হিসেবে তখন আবেদ ভাইকে দেখেছি একজন স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে, যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন একাডেমিক প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ মানে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে। এক্ষেত্রে তিনি প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর রাখতেন, দেশ-বিদেশ থেকে সবচাইতে ভালো ট্যালেন্ট কীভাবে আকর্ষণ করা যায়, সে বিষয়ে ভাবতেন। শিক্ষার্থীদের কীভাবে সবচাইতে কার্যকরভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তা জানতে অগ্রহী ছিলেন। তাদের পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মিশ্রণ কীভাবে সবচাইতে ভালোভাবে করা যেতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে ব্র্যাকের বহুমাত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিকে উদ্ভাবনীভাবে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে, এ বিষয়ে তিনি গভীরভাবে উৎসুক ছিলেন, সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী ছিলেন। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে নবীন প্রজন্মকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে তারা আগামীর সরকারী কর্মকর্তা ও নীতি-নির্ধারক,

উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবক, ব্যক্তিখাতের ব্যবস্থাপক ও পরিচালক, বেসরকারী সংস্থার কর্মী, শিক্ষক-প্রশিক্ষক-গবেষক হিসেবে যথাযথ অবদান রাখতে পারে, এ কথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর চরিত্রের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকা। যদি সত্যিই প্রয়োজন আছে বলে মনে কর, তবে কিছু একটা কর-এটাই ছিল তাঁর যুক্তি, যা তিনি নিজে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে পালন করতেন। এটাই ছিল তাঁর ব্রত। আর তা করতেন প্রথাগত চিন্তা ও প্রচেষ্টার বাইরে গিয়ে। সে অর্থেই তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা। কিন্তু এ স্বপ্নদ্রষ্টা অনেকটাই এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন প্রকৃতির ও মাপের। তিনি সে স্বপ্ন বাস্তবায়নেও অগ্রণী সৈনিক, যিনি উদ্যোগ নিতে প্রস্তুত, ঝুঁকি নিতে পিছপা নন, যিনি দীর্ঘমেয়াদী আকাঙ্ক্ষাকে স্বল্পমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সীমাবদ্ধতা দিয়ে বিচার ও বিবেচনা করতে রাজী নন। অতীষ্ট ঠিক করতে হবে। তারপর কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। অন্যদের উদ্বুদ্ধ করে সে যাত্রায় সামিল করা এবং এগিয়ে চলা।

আমি দেখেছি, একটি বিষয়ে তিনি সবসময় খুব বেশী গুরুত্ব দিতেন। নারীর শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিভিন্ন আলোচনায় তিনি অবধারিতভাবে সে দিকটাতে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম নারীকে শ্রমবাজারের বাইরে রেখে তা কিছুতেই অর্জন করা সম্ভব হবে না। আমাদের সমাজে মেয়েদের যেসব বিশেষ প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। সে সবার সমাধানের জন্য তিনি বিশেষভাবে সজাগ, সতর্ক ও সক্রিয় ছিলেন। এক্ষেত্রে কোনো বিবেচনায়ই তিনি কোনো ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না।

কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বেশকিছু সময় পেরিয়ে গেলে তাঁরা যে আমাদের মাঝে নেই সেটা ভেবে আমাদের যতটা না দুঃখবোধ হয়, তার চাইতে আমরা বেশি বিপ্লিত হই এই ভেবে যে, এমন একজন মানুষ আমাদের মাঝে সত্যিই একদিন ছিলেন! তাই আবেদ ভাই নেই, সেটা যেমন সত্য, তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন সেটাও বড় সত্য। আবেদ ভাই ছিলেন, আমাদেরই মধ্যে-আবেগ ও উদ্যোগ নিয়ে, উৎসাহ আর কর্মস্পৃহা নিয়ে, উদ্ভাবন ও স্বপ্ন নিয়ে, বাংলাদেশের জন্য তাঁর ভালোবাসা নিয়ে। বেঁচে আছেন আজও তাঁর রেখে যাওয়া সৃষ্টির মধ্যে। সে সৃষ্টি আর স্বপ্ন আমাদের প্রেরণা দিয়ে যাবে আগামীতে, সে স্বপ্নকে নতুন স্বপ্ন দিয়ে ঋদ্ধ করতে, সে সৃষ্টিকে আরও নতুন সৃষ্টি দিয়ে সমৃদ্ধ করতে। সে শিক্ষাও তো আমাদের তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া।

মোস্তাফিজুর রহমান

সম্মানীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও সদস্য, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টি

ব্র্যাকের আগামী হবে সম্ভাবনাময়

তপন চৌধুরী

আজ থেকে ৫০ বছর আগে যখন দেশ স্বাধীন হয়েছিল, তখন আমি সদ্য যুবা। ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। স্বাধীনতার পরের ৩ বছর আমার ব্র্যাককে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তখন ব্র্যাক-এর কাজ এজন্য চোখে পড়েছে যে, আমার প্রয়াত পিতাও এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। যদিও তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে তিনি এসব কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। তখন প্রোটোস্ট্যান্ট খ্রিস্টিয়ানদের একটি সংগঠন ছিল। ইস্ট পাকিস্তান খ্রিস্টিয়ান কাউন্সিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ওই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। বিভিন্ন কেন্দ্রে ওষুধ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। যদিও মানুষ এসব খবর জানত না। আমাদের পরিবার তখন থাকত পাবনায়। ঢাকাতেও আমাদের অফিস ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা পুরোপুরিভাবে ঢাকাতে চলে আসি।

ঢাকায় আসার পর ফজলে হাসান আবেদের নাম কানে আসে। ছাত্রাবস্থায় আমার তখন ভীষণ আগ্রহ ছিল তিনি কী করছেন, তা জানার। মানুষ তো এসব কর্মকাণ্ড সাদা চোখে দেখে না। অনেকরকম সমালোচনা ছিল। অনেকেই বলতে চাইত, দরিদ্র মানুষের নামে সাহায্য এনে কী হচ্ছে? স্যার আবেদের মতো যারা বিদেশে ছিলেন এবং লেখাপড়া জানা মানুষ, তখন তারা ফিরে এসে কিছু করার চেষ্টা করছিলেন। সাধারণ মানুষ ভাবত, ওইসব মানুষদের কোনো উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু প্রথম থেকেই যেটা লক্ষ্য করতাম, ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড একটু ব্যতিক্রমী ছিল। দরিদ্র মানুষ বা গ্রামের প্রান্তিক মানুষগুলোকে সংগঠিত করে স্বাভাবিকভাবে যখন তিনি মাইক্রোক্রেডিট শুরু করলেন, তখনই সমালোচনা বেশি হচ্ছিল। বলা হচ্ছিল, হয়তো অল্প কিছু অর্থ দিয়ে অনেক বেশি ইন্টারেস্ট চার্জ করা হচ্ছে বা হবে। এভাবেই সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ঋণের টাকা আদায়ের বিষয় নিয়েও নানা রকমের কথা ছিল। কিন্তু ফজলে হাসান আবেদ জানতেন তিনি কী করতে চাইছেন। তাই তিনি তাঁর লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন।

ব্র্যাকের কাজ নিয়ে একটি উদাহরণ তুলে ধরি। আমার কাছে অবিশ্বাস্য লেগেছে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা (নন ফরমাল এডুকেশন)। কখনও কেউ ভাবতে পারে নি যে, স্কুল ছাড়া শিশুরা লেখাপড়া শিখতে পারে। স্কুলের কোনো ঘর নেই। আমাদেরও তখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে। গ্রামে বড় ঘরকে বৈঠকখানা বলে। সেই বৈঠকখানায় স্কুলের ক্লাস চলছে! খরচ কমানোর জন্য এভাবে করা হয়েছে। ওই গ্রামের ভেতর থেকেই



শিক্ষক এসেছে। এমনকি গ্রামের যেসব শিশুরা জমিতে কাজ করত বা পরিবারের কাজে সহায়তা করত, সেসব ছেলেমেয়েদেরকে একত্র করে তাদেরকে লেখাপড়া শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওইসব শিশুদের বাবা-মা অর্থাৎ কৃষাণ-কৃষাণীদেরকেও শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। শুধু লেখাপড়া নয়, তাদেরকে নানা ধরনের ব্যবহারিক জ্ঞান যেমন : স্বাস্থ্যশিক্ষা, ফসলসংক্রান্ত জ্ঞান বা ধারণা দেওয়া, এটা তো সম্পূর্ণ নতুন ধরণ। আমরা কিন্তু ওই সময় ব্র্যাক ছাড়া আর কাউকেই এভাবে করতে দেখিনি। এসব উদ্যোগ দেখে তখন কিন্তু মানুষের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। যে কারণে আমাদের দেশের মানুষ এরকম নতুন ধরনের কাজের জন্য নিজের জমি পর্যন্ত দিয়েছে। শুধু কাজের জন্যই নয়, এসব জমি একেবারে দান করে দিয়েছে। এটা তো গ্রামে গ্রামেই হয়েছে। মানুষ ব্র্যাককে জায়গা দিচ্ছে সেখানে কাজ করার জন্য। এটা ছিল অবিশ্বাস্য ধরনের ঘটনা।

ব্র্যাকের প্রতি মানুষের বিশ্বাস সৃষ্টির মূলে ফজলে হাসান আবেদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কর্মসূচিগুলো শুরু করার প্রথম থেকেই তিনি নিজেই যুক্ত হয়ে যেতেন। গ্রামেগঞ্জে গিয়ে প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন। তাদের সঙ্গে উঠোনের মধ্যে বসে সময় কাটাতেন। এটা ভাবলেই ভালো লাগে। তখন তো তাঁর বয়স খুব বেশি ছিল না। তাঁর

মতো মানুষ ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করে একটা ভালো চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একেবারে মিশে গেলেন! যার ফলে মানুষ কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁকে বিশ্বাস করেছে। তিনি কিন্তু আরেকটা কাজ করেছেন। কখনও দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়ান নি। তাঁর জীবনযাত্রার সঙ্গে কখনই রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেলেন নি। তিনি খুব স্বচ্ছতার সঙ্গে তাঁর কাজগুলো করেছেন এবং দিনে দিনে অন্য অনেক সেক্টরে তাঁর কাজের বিস্তার ঘটিয়েছেন। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি যখন শুরু হলো, তখন কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি যে এতো ভালো মানের শিক্ষকরা এখানে আসবেন, সারা পৃথিবী থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে ইন্টার্নশিপ করতে আসবে। অর্থাৎ তারা বাংলাদেশকে চিনেছে। ব্র্যাকের সূচনালগ্নে যারা জড়িত ছিলেন, তাঁদের মুখ থেকে যখন শুনি, তখন ফজলে হাসান আবেদ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। মানুষের দূরদৃষ্টি তাকে কোথায় পৌঁছে দিতে পারে, সেটিই স্যার আবেদ তাঁর জীবদ্দশায় প্রমাণ করেছেন।

ফজলে হাসান আবেদের কাজের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন, তাদের বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি খুবই সচেতন থেকেছেন। এমন মানুষজনকেই তিনি সঙ্গে নিয়েছেন, যারা তাঁর একই পথের



পথিক। যাদের নিয়ে সত্যিকারের কোনো বিতর্ক নেই এবং যারা কখনও নিজের স্বার্থের জন্য কাজ করেন নি। আমাদের সমাজে এরকম নিঃস্বার্থ মানুষের অভাব নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা হয়তো তাদের চিনতে কিংবা খুঁজে বের করতে পারি না। মানুষকে দেখার ক্ষেত্রে ফজলে হাসান আবেদের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি খুব সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছতে পারতেন। তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, এত বৃহৎ একটি প্রতিষ্ঠান চলছে যার সবকিছুর কেন্দ্রে রয়েছে কিন্তু গ্রামের সেই সাধারণ মানুষগুলোই! এখানেই ব্য্র্যাকের সৌন্দর্য! আমার মনে হয়, যারা তাঁকে খুব কাছ থেকে পেয়েছেন, তারা এরকম অসংখ্য ছোট ছোট বিষয় দেখেছেন। তাঁকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার খুব বেশি হয় নি। যদিও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমরা খুবই কাছাকাছি ছিলাম। অথচ আমি তাঁর কথা ভাবতে খুবই উচ্ছ্বসিত বোধ করি। আমরা অনেক সময় মানুষকে খুশি করার জন্য প্রশংসার কথা বলি। কিন্তু তাঁর প্রশংসা করার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সেরকম ঘটে না। যাদের সঙ্গেই তাঁর বিষয়ে কথা হয়, আমি দেখেছি তাদের অন্তরের ভেতর থেকে তাঁর জন্য সমাদর এবং শ্রদ্ধাবোধ আছে। আমাদের দেশে এ ধরনের ঘটনা খুবই বিরল। কিছু না কিছু হলেই মানুষের একটা সমালোচনা থাকে। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কখনই সে ধরনের সমালোচনা শুনিনি। এটি তাঁর অসাধারণ একটি দিক।

মাইক্রোক্রেডিটের কথাটা মানুষ বারবার বলে থাকে, যা বিশাল একটি অপারেশন। এর মাধ্যমে তিনি অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছেন। কিন্তু এর বাইরেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য কিংবা শুধু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, বরং গ্রামগঞ্জের ছোট ছোট শিশুদেরকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে তৈরি করার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগগুলোকেও আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। আমরা কথাগুলো ভালো মানুষ তৈরি করার কথা বলি, কিন্তু স্যার ফজলে হাসান আবেদ তাঁর জীবনে তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

ফজলে হাসান আবেদ কুমুদিনী ট্রাস্ট, বারডেম এবং স্কার-এই তিন প্রতিষ্ঠানের কথা উদাহরণ হিসেবে বহুবার বলেছেন। তিনি বলতেন, এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁর প্রিয়। তিনি ছিলেন ফাইন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ। সফল জীবন ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি তাঁর যুক্তরাজ্যের আয়েশি জীবন, শেল অয়েল কোম্পানির লোভনীয় চাকরি ছেড়ে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে চলে এসেছেন। ফাইন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ হওয়ার কারণেই হয়তো তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, দান নিয়ে বা দান করে সত্যিকার অর্থে মানুষের অবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। বরং এমন যদি কিছু করা যায়, যার মাধ্যমে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াবে, স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। সেই ভাবনা থেকেই উন্নয়নের এই মডেলটা তিনি একদম হাতেকলমে দাঁড় করিয়েছেন। কেবল মুনাফার জন্যই ব্যবসা করতে হবে, এমন দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কখনই ছিল না। তিনি যে তিনটি

প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর সঙ্গে তাঁর আদর্শগত মিল ছিল। অনেকেই মনে করেন, লাভ করা খুব খারাপ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, লাভের টাকাটা কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে? যদি তা ব্যক্তির ভোগবিলাসের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে নিশ্চয় সেটা কেউ ভালো চোখে দেখবে না। আর যদি সেটা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা হয়, তবে সেই মুনাফা অর্জনও একটি মহৎ কাজ। আমাদের মতো একটি জনবহুল দেশে, যেখানে কোটি কোটি মানুষ প্রতিনিয়ত কষ্ট করছে, সেখানে এ ধরনের একটি মডেল আরও বিশেষ অর্থ বহন করে। এমন মডেল তিনি একটি-দুটি নয়, তাঁর গড়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই করে দেখিয়েছেন।

ব্য্র্যাক ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে তিনি সেরা ফ্যাকাল্টি নিশ্চিত করেছেন। এটাই ব্য্র্যাক। এই ইউনিভার্সিটি থেকে যে ছেলেমেয়েরা পাস করে বের হয়, তারা শিক্ষার পেছনে যে পয়সাটা খরচ করছে, সেই ব্যয়ভার তারা বহন করতে পারে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া টিউশন ফি বা আয় দিয়েই কিন্তু ব্য্র্যাক ইউনিভার্সিটি চলছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি মডেল। আমি তো দেখেছি, যারা ব্য্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে বের হয়, তারা অন্য ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের চাইতে আলাদা। অথচ শুরুতে এই ইউনিভার্সিটি নিয়েও অনেক সমালোচনা ছিল।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্য্র্যাকের যেসব কর্মকাণ্ড চলছে, তা হয়তো মানুষের স্বাস্থ্যবিষয়ক সকল চাহিদা পূরণ করতে পারছে না, কিন্তু এর দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে। এই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে ব্য্র্যাক যে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এমনটাও কিন্তু নয়। এই মডেলগুলোর কথা শুনলে সোজা মনে হয়। কিন্তু এর সামগ্রিক পরিচালনা ভীষণ কষ্টকর। খুবই চ্যালেঞ্জিং। কারণ সীমিত একটি বাজেটের মধ্যে এসব কর্মকাণ্ড চালাতে হয়। আমরা যারা বিজনেস রান করি, তাদের কিন্তু কিছু flexibility থাকে। কিন্তু ব্য্র্যাকের মতো প্রতিষ্ঠানে এই flexibility খুবই কম। অনেকটা টানা পড়েনের সংসারের মতো। এর থেকে বেশি খরচ করা সম্ভব হয় না। এটা তো মুনাফা অর্জনের প্রতিষ্ঠান নয়। আমার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমি জানি যে, একটা ইনভেস্টমেন্ট করলে ভালো রিটার্ন আসবে। সুতরাং ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ব্য্র্যাকের মতো প্রতিষ্ঠানে তো সেটা নেই। যদি লাভ করার উদ্দেশ্য থাকত, তবে তো অন্য ধরনের মডেল তৈরি হতো। এটা স্যার আবেদের পক্ষেই করা সম্ভব হয়েছে। আমার মতে, ফাইন্যান্স ব্য্র্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন বলেই তিনি এসব কিছু খুব ভালোভাবে বুঝতেন।

স্যার ফজলে হাসান আবেদের সঙ্গে আমি নানা ধরনের প্রোজেক্ট নিয়ে যখনই কোনো আলোচনা করেছি, তিনি খুব অল্পতেই আমাদের সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন, কোন মডেলটা কাজ করবে, কোনটা করবে না। আমাদের কথা তিনি খুব মন দিয়ে শুনতেন, তারপর বলতেন, এটা তোমরা যতই বল না কেন, বাস্তবে কিন্তু খুব বেশি

কাজ করবে না। সুতরাং এটা থেকে তোমরা দূরে থেক। এ বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই।

আমি বলব যে, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টি না থাকলে এরকম হয় না। এই দূরদৃষ্টি স্যার আবেদের ছিল। তিনি আগে থেকেই যেন বুঝতে পারতেন। খুব বেশি কিছু বলতেন না, শুধু বলতেন, না থাক। তিনি খুব ভালো করে মানুষ চিনতে পারতেন। দূরদৃষ্টির এই জায়গাগুলোতে আমার বাবার সঙ্গে তাঁর খুবই মিল ছিল। দু'জনের চিন্তাধারায় যেমন মিল ছিল, তেমনি পারস্পরিক সমন্বয়ও খুব ভালো ছিল।

ব্র্যাক তো ৫০ বছর পার করল। ফজলে হাসান আবেদ এতদিন প্রতিষ্ঠানের মাথার ওপর ছায়া হয়ে ছিলেন। সেই জায়গাটায় তিনি এখন আর নেই। ব্র্যাককে এখন আমি আরও কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে আগামী ৫০ বছরের ব্র্যাককে নিয়ে আমি খুবই আশাবাদী। স্যার আবেদ ছিলেন বটগাছের মতো। তাঁর ছায়াতে সবকিছু ছিল। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে বুঝতে পারছি, তিনি জানতেন একসময় তাঁর অবর্তমানেই ব্র্যাক চলবে। সেজন্য তিনি ব্র্যাকের মধ্যে সেই প্রফেশনালিজম তৈরি করে দিয়ে গেছেন। ব্র্যাকে একদল পেশাজীবী তৈরি হয়ে গিয়েছে। পুরনো যারা আছেন, তারা কিন্তু তাদের দায়িত্বকে শুধু চাকরি হিসেবে দেখছেন না। তারা এই প্রতিষ্ঠানকে নিজের মনে করেন। এই প্রতিষ্ঠান তাদের কাছে অনেক বড়, ঠিক নিজের সন্তানের মতো। এর সঙ্গেই তাদের জীবনের সবকিছু জড়িয়ে আছে। এটাও স্যার আবেদের অনেক বড় ধরনের কাজ।

ব্র্যাক যদি তার সেবার মান এবং পেশাদার মানুষগুলোকে ধরে রাখতে পারে, তাহলে কোনো সমস্যাই হবে না। আমরা যদি পৃথিবীর অন্যসব সফল প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকাই, দেখি পেশাদার মানুষেরাই প্রতিষ্ঠানকে ধরে রাখে। পেশাদার মানুষেরাই নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করে প্রতিষ্ঠানকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়। চ্যালেঞ্জ তো অবশ্যই রয়েছে। ব্র্যাকের কর্মীরা জানতেন ফজলে হাসান আবেদের কাছে গেলে সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে বা তিনি বলে দিতেন কীভাবে সমাধান করতে হবে। সেই শূন্যতা হয়তো আর কখনও পূরণ হবে না, কিন্তু এটা খুব বড় ধরনের সমস্যা তৈরি করবে বলে আমি মনে করি না। এখন যারা নেতৃত্বে আছেন বা যারা এর সংস্পর্শে আছেন তারা অত্যন্ত যোগ্য। তারা দায়িত্ব নিয়ে এবং প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে অনেক গভীরভাবে কাজ করছেন। আমি গর্বিত। যখন তাদের সঙ্গে কথা হয় বা কাজ করার সুযোগ পাই এবং কর্মকাণ্ডের রিপোর্টগুলো পড়ে দেখি, লক্ষ্য করি তা অনেক বিস্তৃত। এসব দেখে আমি ব্যক্তিগতভাবে আশাবাদী হই।

করোনা মহামারীর সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যেও ব্র্যাকে সবকিছু

ঠিকমতোই চলেছে। দীর্ঘসময় প্রায় সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হয়েছে। মাইক্রোক্রেডিটের মতো বিশাল কর্মসূচিও বন্ধ ছিল। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও ব্র্যাক প্রমাণ করেছে শুধুমাত্র একটি কর্মসূচির ওপর নির্ভর করে ব্র্যাক চলে না। বরং সামগ্রিক অর্থেই ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডের পরিধি অনেক বড়। আমি বিশ্বাস করি, পুরনো কর্মীরা স্যার আবেদের মতো করে প্রতিনিয়ত এই প্রতিষ্ঠানকে আঁকড়ে থাকবেন। যদি তাঁরা নবীন কর্মীদের মধ্যে এই সংস্কৃতি এবং দায়িত্ববোধ ছড়িয়ে দিতে পারেন, তবেই স্যার আবেদের স্বপ্ন পরিপূর্ণভাবে সফল হয়ে উঠবে।

আমি একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করি। আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কীভাবে এতকিছু পরিচালনা করেন? আমি বলি, আমি তো কিছু না। আমি একজন facilitator মাত্র। প্রতিষ্ঠানে যারা কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তারাই সবকিছু পরিচালনা করছেন। ব্র্যাকের ক্ষেত্রে স্যার আবেদ কখনই বলেন নি যে, তিনি সবকিছু করছেন। বরং কর্মীদের মধ্যে সমস্ত কৃতিত্ব বিলিয়ে দেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। আমার পিতাও একই মানসিকতার ছিলেন। তিনি সব জায়গায় বলেছেন, আজকে যেখানে পৌঁছেছি, এসবের পেছনে আমাদের কর্মীদের অবদান সবচাইতে বেশি।

ব্র্যাক পরিবার যতদিন এই আদর্শ নিয়ে চলবে, ততদিন কোনো সমস্যা হবে না। অনেক ঝড়ঝাপটা আসবে, তবে তাকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করতে হবে। পুরনো এবং নতুনরা মিলে একসঙ্গে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া অনেক সহজ হবে। আমি বিশ্বাস করি, ব্র্যাকের আগামী হবে সম্ভাবনাময়।

অনুলিখন

তপন চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফ্লোর ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এবং

ফ্লোর টেক্সটাইল লিমিটেড

বোর্ড মেম্বর, ব্র্যাক

ব্র্যাক ও আবেদ ভাই

পারভীন মাহমুদ

বাংলাদেশের উন্নয়ন জগতের পথ প্রদর্শক, যিনি বটবৃক্ষের মতো একজন অভিভাবকও হয়ে উঠেছিলেন, তিনি ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ, আমাদের সকলের প্রিয় 'আবেদ ভাই'। সাধারণত উন্নত দেশের ধ্যান ধারণাকে অবলম্বন করে কাজ শুরু করতে আমরা দেখে আসছি। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত নতুন স্বাধীন বাংলাদেশে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছিলেন তিনি সিলেটের প্রত্যন্ত শাল্লা এলাকায় নিজের ধ্যান ধারণা, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। ক্রমে ক্রমে সেই কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটেছে। এসেছে ব্যাপকতা, আবির্ভূত হয় বিশাল বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক। সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির পাশাপাশি ক্রমে দারিদ্র বিমোচন, আর্থিক ক্ষমতায়ন, মানব সক্ষমতা ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সকল উপাদান-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অধিকার ও আর্থিক উন্নয়নে বহুমাত্রিকতা নিয়ে এসেছে। অতপর ব্র্যাকের পদযাত্রা এনজিও কর্পোরেটের অবয়ব পেল এবং আবেদ ভাই নিরলসভাবে উন্নয়ন জগতে আলোর দিশারী হয়ে এগিয়ে চললেন। তিনি এনজিওদের দেখালেন এবং উদ্বুদ্ধ করলেন সরকারের পাশাপাশি দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে। শুধু এখানেই ক্ষান্ত নয়, তিনি বাংলাদেশের বাইরেও ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল-এর মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছেন। ব্র্যাকের বহুমাত্রিক উন্নয়ন টেকসই করার জন্য নানা ধরনের সামাজিক ব্যবসা (Social Enterprise) প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। সেগুলো ব্র্যাকের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করে গড়ে তুললেন-আড়ং, পোল্ডি, ডেইরি ও সীড ইত্যাদি। এমনকি পরবর্তীতে ব্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করলেন।

প্রথমদিকে অনেক সমালোচিত হয়েছেন। কেন উন্নয়ন সংস্থা ব্যবসা করবে? কেন ব্র্যাক উপকারভোগীকে ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি নানা ধরনের শাকসবজি চাষ করার জন্য সীড কিনতে বাধ্য করবে? বাস্তবতা হলো তিনি দরিদ্র মানুষের পুষ্টির কথা ভেবেই এটা করেছিলেন। আবেদ ভাই যে কতখানি সুদূরপ্রসারী চিন্তা করতেন এবং সকল কাজের ব্যাপকতা ও প্রভাব নিয়ে ভাবতেন, সেটা সাধারণ মানুষের চিন্তা চেতনায় দুর্বোধ্য ছিল। আজ ব্র্যাকের সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর আয় থেকে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির অর্থায়ন প্রায় ৫০ ভাগের বেশি ফ্রস সাবসিডাইজেশন

(Cross Subsidization) করার সামর্থ্য গড়ে তুলেছে। ব্র্যাকের দেখাদেখি অনেক এনজিওই সামাজিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। কিন্তু সব প্রতিষ্ঠান সফল হতে পারেনি। তার কারণ হলো আবেদ ভাই যা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তা অন্যরা করতে পারে নি। একটি সংগঠনকে টেকসইভাবে এগিয়ে নিতে হলে দিকনির্দেশনার জন্য উপযুক্ত পর্যদ, সংগঠন পরিচালনার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদারি ও প্রয়োজনীয় জনবল, হিসাববিদ, আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। শুধু ব্যয়সাশ্রয়ী হলে হবে না, পাশাপাশি সংস্থাকে সুসংহত ও গুণগত উন্নতির জন্য সাংগঠনিক কাঠামো, অর্গানোগ্রাম, নিয়মিত পর্যালোচনা এবং সুনামধারী অডিট ফর্ম দিয়ে অডিট করার প্রয়োজন রয়েছে।

আবেদ ভাই সব সময় কর্মসূচির ব্যাপ্তি, বিস্তার, ফ্লেলিংআপ এবং ইমপ্যাক্টের ওপর জোর দিতেন। প্রতিনিয়তই তিনি তৃণমূলের চাহিদা জানার চেষ্টা করেছেন। প্রয়োজনে কার্যক্রম রি-ডিজাইন করেছেন। পাশাপাশি টেকসই করার কথাও ভেবেছেন। সবকিছু বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করে যেটি অলাভজনক, সেই সামাজিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ব্র্যাকের হিসাব বিভাগে আমার কর্মজীবন শুরু করি ১৯৯১ সালের জুন মাসে। সেই সময় ব্র্যাকের হিসাব বিভাগে আমি আবেদ ভাইয়ের হাতে লেখা লেজার বুক দেখেছি। কাছে থেকে দেখেছি আবেদ ভাই কীভাবে অসহায়, বিপদগ্রস্ত এবং পূর্বে কোনো কাজের অভিজ্ঞতা ছাড়া যোগ্যতাসম্পন্ন মেয়েদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এমনকি মধ্য জীবনেও শিক্ষিত নারীদের বিশেষ করে বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা ও অবিবাহিত মেয়েদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবনের হাল ধরতে সহায়তা করেছেন। সম্ভাব্য গুণাবলি বিকাশে তাদের তিনি সুযোগ দিয়েছেন। এ ধরনের সুযোগ পাওয়া নারীরা পেশাগত জীবনে উন্নতি সাধনের মাধ্যমে কেউ কেউ শীর্ষ পদে সফলতার সঙ্গে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সময়েও দেখেছি উন্নয়ন জগতের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন বিপদে পড়েছে, তিনি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে কার্পণ্য করেন নি। মাঝে মাঝে অনেককে ব্যক্তিগত চিকিৎসার জন্যও সহায়তা করেছেন।



২০০১ সালে আমি পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এ যোগদান করি। তখন ব্র্যাক পিকেএসএফ-এর বিপুলভূক্ত অংশী সংগঠন ছিল। সেই সুবাদে আবেদ ভাইকে কাছে থেকে দেখার আবারও সুযোগ হয়। তখন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পিকেএসএফ থেকে চেক নেওয়ার জন্য তিনি নিজেই আসতেন এবং নির্দিষ্ট কর্মীর ডেস্ক থেকে নিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করতেন না। অথচ অনেক সংস্থার কর্ণধার এ ধরনের কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। আবেদ ভাই সবসময় ব্যক্তির চাইতে সংগঠনকে বড় করে দেখেছেন। প্রয়াত আমিন ভাই (আমিনুল আলম) তখন ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির দায়িত্বে ছিলেন। পিকেএসএফ থেকে যখনই আমরা মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শনে দুর্বলতা সম্পর্কিত মতামত জানাতাম, আবেদ ভাই কখনই প্রতিরোধমূলক মনোভাব দেখান নি, বরং সবসময় গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলতেন, তোমাদের তৃতীয় চোখের পর্যবেক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হলো পিকেএসএফ তো কয়েকটি ব্রাঞ্চ পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিত। তিনি সেই রিপোর্টকে এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে, শুধু সেই নির্দিষ্ট ব্রাঞ্চ নয়, ব্র্যাকের সকল ব্রাঞ্চে সেই দুর্বলতা নিরসন ও পুনরাবৃত্তি না হওয়ার জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতেন।

২০১১ সালে ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল-এর সূচনার সময় আমাকে ব্র্যাক অ্যাসোসিয়েশন ও ইন্টারন্যাশনালের পর্ষদ সদস্য করেন এবং ব্র্যাক ও ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের ফাইন্যান্স অ্যান্ড অডিট কমিটির চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দিয়েছিলেন। আবেদ ভাই সবসময় সব বিষয় ভালো করে দেখতে বলতেন, সকল পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব দিতেন এবং বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করতেন। আসলে নিজের গড়া সংগঠন তাঁর প্রাণপ্রিয় ছিল এবং সংগঠনের উন্নতিতেই ছিল তাঁর আনন্দ। ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল নেদারল্যান্ডসে রেজিস্টার্ড হওয়াতে প্রতি বছরই একটি মিটিং সেখানে অনুষ্ঠিত হতে হয়। তিনি সবসময় সকলের সঙ্গে একত্রে বাসে করে মিটিং ভেন্যুতে যেতেন। প্রতিবারই একটি ফরমাল ডিনার দিতেন। দেশি-বিদেশি এমন অনেককেই সেখানে দেখেছি, যারা তাঁর বছরদিনের পরিচিত। বহু বছর ধরে তারা ব্র্যাকের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি বন্ধুত্বকে আজীবন লালন করেছেন। এটি আবেদ ভাইয়ের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

২০১৯ সালের জুন মাসে আমরা নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ শহরে মিটিংয়ের জন্য যাই। মিটিংয়ের মধ্যাহ্ন বিরতিতে আবেদ ভাই বললেন যে, তিনি চেয়ারপারসন পদ থেকে সরে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং পরবর্তী লিডারশিপ নিয়ে ভাবছেন। বাংলাদেশে এনজিও কর্পোরেটের ধারণা তাঁর হাত ধরেই হয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশে এখনও এনজিও প্রতিষ্ঠাতারা কেউ কেউ

কাজ করে যাচ্ছেন, সংগঠনের ওপর তাদের একক প্রভাব বিরাজ করছে এবং সাকশেশন প্ল্যানিং খুবই দুর্বল। আবেদ ভাই বিগত কিছুদিন ধরে সচেতনভাবে সে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছিলেন এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনা শুরু করেছিলেন। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে ব্র্যাকের নির্ধারিত মিটিং পিছিয়ে আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হলো। সেই সময় জানলাম যে, তিনি দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। কিন্তু তাঁকে খুবই শান্তভাবে মিটিংয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখলাম। ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের মিটিং শুরু করে সাম্প্রতিক পরিবর্তিত বিষয়গুলো সম্পর্কে তিনি অবহিত করলেন। আবেদ ভাই ব্র্যাকের নতুন গভর্নেন্স স্ট্রাকচার, ব্যবস্থাপনা, গ্লোবাল ব্র্যাক কনসেপ্ট এবং ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে চিন্তা ও চেতনায় সার্বিকভাবে সমন্বয় সাধনের বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করলেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিলেন। অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরে এ বিষয়গুলো আলোচিত হচ্ছিল এবং কনসালটেন্ট পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গেও তিনি মতবিনিময় করছিলেন। অসুস্থতার আগেই তিনি সাকশেশন প্ল্যানিংয়ের প্রক্রিয়াটি সচেতনভাবে শুরু করেছিলেন। হয়তো অসুস্থতা সেটিকে তরাণিত করেছে।

আবেদ ভাই তাঁর বক্তব্যের পরে ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের নতুন চেয়ারপারসন আমরা হককে মিটিং চেয়ার করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি সচেতনভাবেই পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমার জীবন ধন্য! আমি এ রকম একটি মাহেন্দ্রক্ষণের স্বাক্ষী! বড় মাপের গুণীজন কীভাবে এত সহজে তার জায়গা খালি করে ভরসার সঙ্গে নতুন নেতৃত্বের হাতে কার্যভার তুলে দিতে পারেন, তা প্রত্যক্ষ করলাম। আসলে তিনি তাঁর কর্মকেই ভালোবেসেছেন। তাঁর কর্ম ও সাধনা যাদের জন্য তাদের কথা ভাবতেন এবং নিজের চাইতে সংগঠনকে ভালোবেসেছেন। ব্র্যাক এবং আবেদ ভাই অভিন্ন। তিনি সফল হয়েছেন তাঁর লালিত স্বপ্নের জালে কর্মীবাহিনীকে আবদ্ধ করতে এবং ব্র্যাকের মূল্যবোধ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে। আমি আবেদ ভাইয়ের আত্মার শান্তি কামনা করি। ব্র্যাকের সুবর্ণজয়ন্তীতে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। এই অগ্রযাত্রা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর এবং সাফল্যমণ্ডিত হোক।

পারভীন মাহমুদ

সাবেক সভাপতি, দি ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস
অব বাংলাদেশ এবং বোর্ড মেম্বর, ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল

” DON'T
EVER LOSE
SIGHT OF
THE MISSION
TO EXTEND
A HAND
TO THOSE
WHO NEED IT
THE MOST.

Sir Fazle Hasan Abed KCMG

Founder, BRAC

স্মরণে আবেদ ভাই

লুভা নাহিদ চৌধুরী

আবেদ ভাইকে দূর থেকে দেখেছি আমার ফুপু সালমা খানের বাড়িতে। ওঁদের বহুদিনের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। আরেকটু বেশি দেখার সুযোগ হয় ২০০০ সাল পরবর্তী সময়ে, যখন আমি বেঙ্গল ফাউন্ডেশনে কাজ শুরু করি। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সভাপতি আবুল খায়ের আবেদ ভাইয়ের অনুরক্ত ছিলেন। তাকে বলতে শুনেছি, জীবনের নানা সন্ধিক্ষণে ও সঙ্কটে তিনি আবেদ ভাইয়ের কাছ থেকে মূল্যবান দিকনির্দেশনা পেয়েছেন। খায়ের সাহেব এক কথায় বলতেন, ‘আবেদ ভাইকে আমি মানি।’ আবেদ ভাইকে আরও কত মানুষ যে মানত আর শ্রদ্ধা করত, তার ইয়ত্তা নেই। কিছু কিছু মানুষকে দেখামাত্র তাঁদের ভেতরকার শক্তি আঁচ করা যায়। আবেদ ভাই তেমনই একজন মানুষ ছিলেন।

২০০৯ সালে কোনো একদিন অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের বাড়িতে প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণ ছিল। এরকম একটি আমন্ত্রণে যোগদান করতে পারা নেহাত ভাগ্যের ব্যাপার, কারণ বেবি মামির (আনিস স্যারের সহধর্মিণী) হাতের রান্না যে একবার খেয়েছে, তার পক্ষে সে অভিজ্ঞতা ভোলা সম্ভব নয়। আনিস স্যারের স্নেহ-অবারিত বলে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে কী কারণে জানি না, আবেদ ভাই ব্র্যাকের পরিচালনা পরিষদে আমার যোগদানের বিষয়ে প্রস্তাব করলেন। আমি অবশ্য এই সম্মানের যোগ্য ছিলাম না (এখনও নই), তবে এভাবে আবেদ ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু শেখার সুযোগ হতে পারে, তা ভেবে প্রীত হয়েছিলাম। ব্র্যাকের বোর্ডে আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই সমাজের সম্মানীয় ব্যক্তি, প্রত্যেকেই সুদক্ষ এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। একটা মিল বোধহয় ছিল। সকলেরই কমবেশি বড় করে চিন্তা করার ক্ষমতা ও দূরদৃষ্টি ছিল। অনেক প্রতিষ্ঠা পেয়েও নতুন স্বপ্ন দেখার প্রবণতা তাঁদের হারিয়ে যায় নি। বোর্ডে বিদেশিরাও ছিলেন-এ দেশের শুভার্থী। এর পরের ন’বছর কেটেছে বহু সভায় ও সিদ্ধান্তে আবেদ ভাইকে প্রত্যক্ষ করে। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। সভায় নানা সময়ে পরিচালকরা প্রতিবেদন পেশ করতে এসে ভুল তথ্য দিয়ে পার পেতেন না, কারণ আবেদ ভাই সঙ্গেসঙ্গে তা ধরে ফেলতেন এবং অবশ্যই সংশোধন করে দিতেন। এসব দেখতে দেখতে একসময় আমিও অনুধাবন করলাম, দেশকে ভালোবাসলে দেশ সম্বন্ধে ভালো করে জানতে হয়। বাংলাদেশ সম্বন্ধে কোনো তথ্য বা পরিসংখ্যান

আবেদ ভাইয়ের অজানা ছিল না (আমার তো ভাই মনে হতো!)। তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা খুব স্পষ্ট ছিল। দেশ বা দেশের মানুষ সম্বন্ধে তাঁকে কখনও কোনো নেতিবাচক মন্তব্য করতে শুনি নি। তাঁর সমালোচনা ছিল নৈর্ব্যক্তিক ও গঠনমূলক। নির্লিপ্ত পরিসংখ্যানের সঙ্গে সমাজ-বাস্তবতার সম্পর্ক তিনি দিব্যচোখে দেখতে পেতেন। সাম্য ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় আবেদ ভাই স্থিত ছিলেন। কখনও এ-লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হন নি। ২০১৯ সালে বোর্ডের মেয়াদ যখন শেষ হলো, তখন আবেদ ভাইকে নিয়েই আমরা অনেকে বেরিয়ে এলাম।

আবুল খায়েরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন আবেদ ভাই। তাই তিনি চলে যাওয়ার পর খুব ভেঙে পড়েছিলেন খায়ের সাহেব। তাঁকে বারবার বলতে শুনেছি, একটু সং পরামর্শ দেওয়ার আর কেউ রইল না। এই প্রচলিত ভালোবাসার জের ধরেই বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নানা অনুষ্ঠানে আবেদ ভাইয়ের আসা হতো। শৃঙ্খলাবোধ ও সময়ানুবর্তিতার বিচারে আবুল খায়ের ও ফজলে হাসান আবেদ হয়তো দুই মেরুর মানুষ। কিন্তু তাঁদের প্রকৃত মিল ছিল গান, কবিতা, চিত্রকলা, সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা, উচ্চ রুচিবোধ এবং নতুন কিছু করার অদম্য উৎসাহে। আমার দেখা বেঙ্গলের অনুষ্ঠানে আবেদ ভাইয়ের প্রথম সম্পৃক্ততা ঘটে ২০০০ সালে, এশিয়ান আর্ট বিয়োনাল কর্মশালায়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজিত বড় পরিসরের এই কর্মশালায় ১৭টি দেশের ৭৭ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। তিনদিন ধরে রং-তুলি-ক্যানভাসের যজ্ঞ চলেছিল রাজেন্দ্রপুরের সুবিশাল ব্র্যাক সেন্টারের আঙিনায় (বর্তমানে ব্র্যাক সিডিএম রাজেন্দ্রপুর হিসেবে পরিচিত)। আবেদ ভাই আর সারওয়াত আপা বন্ধুদের নিয়ে পুরোটা সময় ওখানেই ছিলেন। অন্যরকম এক প্রাণচাঞ্চল্যে মেতে উঠেছিলেন সবাই।

আবেদ ভাইয়ের সযত্নে সংগ্রহ করা বহু চিত্রকর্ম ও ট্যাপেস্ট্রির সমারোহ দেখা যায় ব্র্যাকের প্রধান কার্যালয়ের দেওয়ালে। কাজগুলো যে সময়ের, তখন ঢাকায় পেইন্টিংয়ের বড় বাজার ছিল না, তেমন কোনো ক্রেতাও ছিলেন না। শিল্পীদের প্রতি আবেদ ভাই সংবেদনশীল ছিলেন। সাহিত্যের গভীর পঠন-পাঠন তাঁর রুচি গঠনে সহায়ক হয়েছিল। শিল্পের বিকাশের মধ্য দিয়েই যে সমাজে

সুনীতির পথ প্রশস্ত হয়, সেটি তিনি জানতেন। বেঙ্গল শিল্পালায়ে বহু গানের অনুষ্ঠানে ও শিল্পপ্রদর্শনীতে তাঁকে আমরা সঙ্গে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে ভালোবাসতেন। অদिति মহসিন ছিলেন তাঁর প্রিয় শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। শেষ বিদায়ের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁর অনুরোধেই খায়ের সাহেবের বাসায় আয়োজিত হয়েছিল এক মনোরম সংগীত সন্ধ্যা। এরপর আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।

২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসবের প্রতিটি উদ্বোধনী আয়োজনে বক্তৃতা দিয়ে আবেদ ভাই শিল্পীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। সংগীতের এই মহাযজ্ঞে তিনি সানন্দে অংশগ্রহণ করতেন। প্রতি সন্ধ্যায়ই তাঁকে আর সারওয়াত আপাকে দেখা যেত, প্রথম সারিতে বসে মন দিয়ে গান শুনছেন। একইভাবে ২০১৭ সালে সিলেটে অনুষ্ঠিত দশ দিনের বেঙ্গল সংস্কৃতি উৎসবের পুরোটা সময়ই আবেদ ভাই উপস্থিত ছিলেন।

দেশ যাঁরা গড়েন, স্থাপত্যশিল্পের প্রতি স্বভাবতই তাঁদের একটা ঝোঁক থাকে। স্বপ্নবান দুই সুহৃদ আবেদ ভাই ও আবুল খায়ের-এর এখানেও একটা মিল ছিল। ব-দ্বীপে বিশেষায়িত স্থাপত্যশৈলী, নদীর প্রকৃতি, বসতি, জল ও স্থলের সম্পর্ক-এসব গবেষণার জন্য আবুল খায়ের যখন প্রতিষ্ঠা করলেন বেঙ্গল ইনস্টিটিউট ফর আর্কিটেকচার, ল্যান্ডস্কেপস অ্যান্ড সেটেলমেন্টস, আবেদ ভাই সে-প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি হলেন। ডিজাইন ও স্থাপত্যশিল্পের খুঁটিনাটি, ঢাকা শহরকে কীভাবে বাসযোগ্য করে তোলা যায়, বাংলাদেশের কৃষি জমি ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ, নদীপথ সচল ও ব্যবহারোপযোগী করে তোলা, কৃষি ও খাদ্য খাতে নতুন উদ্ভাবন-এসব নিয়ে আবেদ ভাই ও খায়ের সাহেবকে প্রাজ্ঞাল আলোচনায় সময় কাটাতে দেখেছি।

উনিশ সালের এপ্রিলে কাজী গিয়াসের চিত্রকর্ম নিয়ে আয়োজিত প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালায়ে ‘কামরুল হাসান প্রদর্শনশালা’র উদ্বোধন হয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও আবেদ ভাইয়ের হাতে। শিল্পী, চিত্রী, লেখক, গাইয়ে নিয়ে আবেদ ভাইয়ের এক বিশাল বন্ধুবৃত্ত ছিল। ২০১৬ সালে আবেদ ভাইয়ের আশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিল্পী মনিরুল ইসলাম ও শহীদ কবিরের আঁকা অত্যন্ত মনোজ্ঞ দুটো পোর্ট্রেট খায়ের সাহেব তাঁকে উপহার দেওয়ায় তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।

আবেদ ভাইকে ধানমন্ডিতে শেষ দেখি ২০১৯ সালের এপ্রিলে। সেদিন শিল্পী আমিনুল ইসলামের স্মরণে তরুণ শিল্পীদের পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছিল। অনুষ্ঠান প্রায় শেষের পথে, তখন আবেদ ভাই আর সারওয়াত আপা ঢুকলেন। আমিনুল ইসলামের সহধর্মিণী রুবি ইসলাম তাঁদের দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই মিলে গোল হয়ে আড্ডায় মেতে উঠলেন। তবে সেদিন সন্ধ্যায় একবার মনে হয়েছিল, আবেদ ভাইয়ের শরীর হয়তো ততটা ভালো নেই।

বন্ধুর আনিসুজ্জামানের সঙ্গে আবেদ ভাইয়ের গভীর হৃদয়তা ছিল। আবেদ ভাইয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে, এটা আনিস স্যার সহজে মেনে নিতে পারেন নি। বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপে আরেকটা সন্ধ্যা কাটাবেন ভেবে আনিস স্যার একদিন নেমন্তন্ন করলেন। মাত্র ছয়-সাতজন ছিলাম। ছবি তোলা হলো, গল্পও হলো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমরা সবাই জানতাম যে, এরকম সন্ধ্যা আর একটিও হবে না।

লুভা নাহিদ চৌধুরী

স্থপতি, সঙ্গীত শিল্পী, মহাপরিচালক-বেঙ্গল ফাউন্ডেশন এবং
সাবেক বোর্ড মেম্বর, ব্র্যাক

ভালোবাসার ব্র্যাক

প্রফেসর ড. মো. গোলাম সামদানী ফকির

ব্র্যাকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দুই দশকের কিছুটা বেশি সময়ের, যার শুরুটা হয়েছিল ১৯৮৪ সালে। আমি তখন ইকোনমিক্সে পিএইচডি শেষে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিজনেস ফার্ম-এ সদ্য যোগ দিয়েছি। কিন্তু মানসিকভাবে তৃপ্ত ছিলাম না। অর্থনীতির একজন ছাত্র হিসেবে হতদরিদ্র ও অসহায় মানুষের সেবায় যে কোনোভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করার তাগিদ অনুভব করতাম। শুধু তাই নয়, এই আত্মত্যাগের অংশ হিসেবে ওই সময় বাংলাদেশে এমন একটি সংস্থা খুঁজছিলাম, যারা আমাকে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দিতে পারবে। বেশ কিছুদিন এমন মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের থাকার পর যুক্তরাষ্ট্র থাকাকালীন সময়েই আবেদ ভাই (স্যার ফজলে হাসান আবেদ কেসিএমজি) এবং ব্র্যাক সম্পর্কে জানার সুযোগ পাই। এর কিছুদিন পরই চাকরি থেকে পদত্যাগ করি এবং দেশে ফিরে আসি।

তখন জানুয়ারি ১৯৮৪। দেশে ফেরার কয়েকদিনের মধ্যেই আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার উদ্যোগ নেই এবং ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে সাক্ষাৎ করি। সাক্ষাৎকারটি মূলত একটি সংলাপ ছিল। তিনি আমার ব্যক্তিগত জীবন, কল্পনা, বাংলাদেশে ফিরে আসার যুক্তি এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে কেমন দেখতে চাই, সেসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলেন। অর্থনীতিতে আমার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড, সমাজতাত্ত্বিক দেশে (রোমানিয়া) পিএইচডি এবং বাংলাদেশের হতদরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এরপর তিনি আমাকে ব্র্যাক গড়ে তোলার প্রেক্ষাপট, পটভূমি, রূপকল্প, লক্ষ্য, মূল্যবোধ এবং কর্মকৌশল সম্পর্কে জানালেন। ব্রিফিংকালে তিনি প্রতিষ্ঠানের জন্য যোগ্য ও পেশাদার লোকের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরলেন। বললেন, তিনি এমন মানুষ চান, যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জন্য কাজ করবে। সেদিন আমি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, আজও আমি আবেদ ভাইয়ের সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখটি কল্পনা করতে পারি এবং তার কোমল কণ্ঠস্বর অনুভব করতে পারি। এই খোলামেলা আলোচনা (কোনো নির্দিষ্ট এজেন্ডা ছাড়াই) শেষেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ব্র্যাকই সেই সঠিক জায়গা যেখানে আমি আমার লালিত ইচ্ছা পূরণ করতে পারি। তারপরও ভেবেছিলাম, প্রাথমিকভাবে ৬ মাস কাজ করে বুঝতে চেষ্টা করব

ব্র্যাকের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করতে পারছি কিনা? এই ৬ মাস আমাকে পরবর্তীতে ব্র্যাকের জন্য ২০ বছর কাজ করিয়েছে। প্রাথমিকভাবে আমি Research and Evaluation Division-RED এবং পরে বেশিরভাগ সময় এই সংস্থার সক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ বিভাগের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ বিভাগের হয়ে কাজ করেছি।

আমার কাছে ব্র্যাক কী এবং কীভাবে একে খুঁজে পেলাম?

আমার কাছে ব্র্যাক মানে সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক অংশের সমন্বিত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে নিবেদিত একটি প্ল্যাটফর্ম। ব্র্যাক বিশ্বাস করে মানুষের শক্তিতে, বিশ্বাস করে হতদরিদ্র মানুষের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের পাশাপাশি জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখা সম্ভব। আর এ কারণেই একটি সক্ষম পরিবেশ দরকার ছিল, যা তৈরি করা নিয়ে আবেদ ভাই তথা ব্র্যাক উদ্বিগ্ন ছিল। তবে বলে রাখা ভালো, উন্নয়নমন্ডল মানুষগুলোর কাজ ও ভাবনা অনেক বেশি প্রসারিত ও ব্যাপক হয়। আবেদ ভাইও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। সুদীর্ঘ কর্মবহুল জীবনে একটি কথাই তিনি বিশ্বাস করতেন আর তা হলো- 'Small is beautiful, but big is necessary'। ব্র্যাক যে আজ এক লাখ কর্মীর সংস্থা এবং পৃথিবীর ১১টি দেশের ১২০ মিলিয়ন মানুষের সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান, দেশে-বিদেশে সুবিশাল অবয়বে ছড়ানো এর কার্যক্রম, এসবই আবেদ ভাইয়ের সেই 'ছোট সুন্দর, কিন্তু বড় প্রয়োজন' চিন্তার ফসল।

এখানে একটা বিষয় বলে রাখা দরকার। প্রতিষ্ঠাকালের শুরুতে ব্র্যাক কার্যক্রমের দ্রুত সম্প্রসারণ নিয়ে কিছুটা অভ্যন্তরীণ বিতর্ক ছিল। একটি পক্ষ যারা দ্রুত সম্প্রসারণকে সমর্থন করতেন না, তাদের যুক্তি ছিল-দ্রুত সম্প্রসারণে নজর দিলে ব্র্যাক তার গুণগত মান হারাতে পারে। আত্মহীনতায় পড়বে সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু আবেদ ভাই, যিনি শুধু দ্রুত সম্প্রসারণের ব্যাপারে গ্রিন সিগন্যাল ও জোরালো পরামর্শই দেননি, প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ গ্রহণ করে সর্বত্র ব্র্যাকের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের তৃণমূলের মানুষের সেবা করতে গিয়ে যে প্রতিষ্ঠানের শুরু হয়েছিল,



তা পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রতিটি কোণ তো বটেই, এমনকি এশিয়া-আফ্রিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের এগারটি দেশে ব্র্যাক তার কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। অর্জন করেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি।

এ প্রসঙ্গে উপআনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। '৮০'র দশকে (১৯৮৫) তৃণমূল শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে মাত্র ২২টি স্কুল নিয়ে উপআনুষ্ঠানিক প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছিল ব্র্যাক। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনতে এই কার্যক্রম হাতে নেয় ব্র্যাক, যেখানে একটি স্কুল, একজন শিক্ষক, প্রথম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ৩৩ জন শিক্ষার্থী (৭০% মেয়ে এবং ৩০% ছেলে) নিয়ে পাইলটিং করে সরকারকে বড় আকারে প্রতিলিপি করতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের এই সংখ্যা (২২টি) সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। তখনই 'ছোট সুন্দর' ধারণাটি পাল্টে যায় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩ হাজার (পরে ৩৫ হাজার) উপআনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়। যে স্কুলগুলোর সফলতা পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার তো বটেই, দেশের বাইরেও বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও অন্যান্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও)-র দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ব্র্যাক বিশ্বাস করত, সব মানুষের মধ্যে অফুরন্ত সম্ভবনা আছে, কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে বেশিরভাগ মানুষই তা কাজে লাগাতে পারে না। হয়তো এ কারণেই শুধু বাংলাদেশ নয়, সারাবিশ্বের দারিদ্র্য বিমোচনে অভাবনীয় সাড়া ফেলেছে উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক। বাংলাদেশ যে আজ উন্নয়নের ধাঁধা হিসেবে পরিচিত, সেটার পেছনেও আবেদ ভাই ও তাঁর ব্র্যাকের চিন্তা-ভাবনার গভীর ও সুস্বপ্ন প্রভাব রয়েছে। শুধু এনজিও হিসেবেই নয়, নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বিত পদ্ধতির ব্যবহার করে ব্র্যাককে মূলধারায় পরিণত করেছেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ। সামনের সারির কর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক ও প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের (প্রোগ্রাম/প্রকল্পের সুবিধাভোগী) সক্ষমতা উন্নয়নের উদ্যোগ দেশে-বিদেশে সম্প্রসারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্র্যাক ট্রেনিং ডিভিশন (বর্তমানে ব্র্যাক লার্নিং ডিভিশন) স্টেকহোল্ডারদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

রিসার্চ অ্যান্ড ইভালুয়েশন ডিভিশন (RED) ব্র্যাকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, যা ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করত। আবেদ ভাই বিশ্বাস করতেন, ব্র্যাকের সামগ্রিক উন্নয়নে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কারণেই তিনি অন্য সব কর্মসূচির সঙ্গে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে BRAC

Training Division Ges Research and Evaluation Division-কে ব্র্যাকের সামগ্রিক সম্প্রসারণে কাজে লাগিয়েছেন। আমি এই দুটোকে (BTD এবং RED) মজা করে ব্র্যাকের ডান ও বাম হাত বলতাম। কারণ এই দুই বিভাগের মাধ্যমেই ব্র্যাক সকল ধরনের কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন করত।

ব্র্যাক বিশেষ করে আবেদন ভাই আমার ব্যক্তিজীবনের ক্যারিয়ারে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে সহায়ক ছিলেন। তিনি ও তাঁর ব্র্যাক কীভাবে রূপান্তর করল, এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি কথা মনে পড়ছে। একদিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, ‘আপনি (প্রথম দিকে আপনি বলতেন) যদি বিআইডিএস-এ চাকরি করেন, তবে আপনাকে অবশ্যই রিসার্চার (গবেষক) হতে হবে। যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন, তবে সেখানকার শিক্ষক হতে হবে। অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠানেই চাকরি করেন না কেন, সেই প্রতিষ্ঠানের মূলধারায় যদি নিজে সঙ্গীত করতে না পারেন, তবে অনেক ক্ষেত্রেই আপনার মেধা-শ্রম বৃথা যাবে। তেমনিভাবে ব্র্যাক হলো প্রোগ্রাম-বেজড সংস্থা। আপনি যদি এখানে প্রোগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে না পারেন, তবে ব্র্যাকের মূলধারায় আসতে পারবেন না। আমি আপনাকে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্র্যাকের মূলধারার কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে কাজ করার সুযোগ করে দেব।’

ওই সময় তিনি আমাকে ব্র্যাকের মেইনস্ট্রিমে নিয়ে আসার পরিকল্পনার কথা জানান, যা ৬ মাস পর বাস্তবায়ন করেন। এর আগে আমি ব্র্যাকের Research and Evaluation Division (RED)-এ সিনিয়র রিসার্চ ইকোনমিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলাম। যাই হোক, পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ক্যাথারিন নোবেল ব্র্যাকের কনসালটেন্ট হিসেবে যোগ দিলে তার সঙ্গে Child Survival Program (১৯৮৫-১৯৯০)-এর মতো বড় একটি প্রোগ্রামে প্ল্যানিং অ্যান্ড ট্রেনিং চিফ হিসেবে কাজ শুরু করি।

ট্রেনিং ডিভিশনে থাকাকালীন সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে অল্প-মধুর সম্পর্কের স্মৃতির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সরকারের Health Assistant (HA) এবং Family Welfare Assistant (FWA) সহ বিভাগীয় পর্যায়ের সকল স্বাস্থ্যকর্মীর সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্র্যাক কর্তৃক ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজনের দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায়। যথারীতি আমি বিষয়টির অনুমোদনের জন্য ডিজি হেলথ বরাবর আবেদন করি এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি কিছুটা অবাধ হওয়ার মতো করেই আমাকে প্রশ্ন করেন, ‘ব্র্যাক আমাদের (সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী) ট্রেনিং দেবে?’ এই বলে ওই অর্থে তিনি আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজনের অনুমোদন দিলেন না। যাই হোক, বিষয়টি নিয়ে আমার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ছিল। অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করেও নতুন কোনো

দিশা না পেয়ে নিজেই আবেদনপত্রটি নতুনভাবে তৈরি করি এবং সেখানে ‘সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের কাছ থেকে ব্র্যাককর্মীরা শিখতে চায়’ বিষয়টি উল্লেখ করলাম। এরপর আবেদনটি গৃহীত হলো। পরবর্তীতে পাইলট বেসিসে মানিকগঞ্জের পাঁচটি উপজেলায় সরকারি ও ব্র্যাক স্বাস্থ্যকর্মীদের অংশগ্রহণে Experiential Learning Exercise নামে ওয়ার্কশপ প্রোগ্রাম শুরু হয়। এরপর সেই প্রোগ্রাম বাংলাদেশের যে কোনো বিভাগ ও জেলা-উপজেলায় প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার অনুমোদন পায়। এখানে উল্লেখ্য যে, এই প্রোগ্রামের মাধ্যমেই ব্র্যাক আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় এবং সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি তথা Expanded Program on Immunization (EPI) প্রোগ্রামে কাজ করার সুযোগ পায়।

আমি বিশ্বাস করি, ব্র্যাকের বিশাল এই সাফল্যের পেছনে আবেদন ভাইয়ের স্বপ্নদর্শী ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতৃত্বই প্রধান শক্তি। একই সময়ে গতিশীল, নিবেদিত ও উন্নয়নপ্রেমী কিছু ব্যবস্থাপকের কারণেই ব্র্যাক আজ সত্যিকার অর্থে জনগনের প্রতিষ্ঠান। ২০১৫ সালে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখায় ‘ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ’ গ্রহণকালে আবেদন ভাই নিজেই পরিষ্কার করে বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশে আমরা যা করেছি, তা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকেই করেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যসীমার মধ্য থেকে বের করে আনা। কারণ আমরা অনুভব করি, দারিদ্র্য অমানবিক রূপ নেয়। তা ছাড়া অতিদরিদ্র অবস্থা থেকে মানুষকে বের করা অসম্ভব কিছু নয়। এ জন্য শুধু বিশ্বের প্রতিটি দেশের অঙ্গীকার প্রয়োজন।’ ২০০৪ সালের জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান তাঁকে পুরস্কার প্রদানকালে বলেছিলেন, ‘যদি ফজলে হাসান আবেদের মতো মাত্র ছয়জন রাষ্ট্রপ্রধান আমি পেতাম, তাহলে পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব চিরতরে দূর করে দিতে পারতাম।’

আমার চোখে বিশ্ব দরবারে এটাই আবেদন ভাই ও তাঁর ব্র্যাকের সফলতা। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য ব্র্যাক জরুরি ছিল, জরুরি থাকবে। ৫০-এ পা দেওয়া লাখ লাখ মানুষের আবেগের এই প্রতিষ্ঠান হাজার বছর চলমান থাকুক, সুবর্ণজয়ন্তীতে এটিই প্রত্যাশা।

প্রফেসর ড. মো. গোলাম সামাদানী ফকির
উপাচার্য, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
সাবেক পরিচালক-ব্র্যাক

” THE PASSION
OF MY LIFETIME
HAS BEEN TO WORK
WITH PEOPLE LIVING
IN POVERTY AND TO
SEE THEM, WITH THE
RIGHT RESOURCES
AND OPPORTUNITIES,
TRANSFORM INTO
AGENTS OF CHANGE
IN THEIR OWN LIVES,
FAMILIES AND
COMMUNITIES.

Sir Fazle Hasan Abed KCMG

Founder, BRAC

ব্র্যাক ও স্যার ফজলে হাসান আবেদ

সুখেন্দ্র কুমার সরকার

ব্র্যাক পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করল। এই পঞ্চাশ বছরে ব্র্যাক ছোট থেকে অনেক বড় হয়েছে। সকলেই এখন জানে যে, ব্র্যাক একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ব্র্যাকের রয়েছে বহুবিধ কর্মকাণ্ড, যেমন : মাইক্রোফাইন্যান্স, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, মৎস্য চাষ, গবাদি পশুপালন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ব্র্যাকের এ সকল কর্মকাণ্ড এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের আরও ১১টি দেশে বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে ব্র্যাকে প্রায় এক লক্ষ সুদক্ষ কর্মবাহিনী রয়েছে। ব্র্যাকের এই বিশালত্ব এবং এর বহুবিধ কর্মকাণ্ড ব্র্যাককে পৃথিবীর মধ্যে এক নম্বর এনজিও হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে সহায়তা করেছে।

ব্র্যাকের আজকের অবস্থান জানার পর অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে শুরুতে ব্র্যাকের অবস্থান কেমন ছিল এবং ব্র্যাক কীভাবে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছল?

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকবাহিনীর অত্যাচারের ফলে আমাদের অনেকেরই ভারত গিয়ে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শরণার্থীরা যখন ফেরৎ আসে তখন তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের পাশাপাশি অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই লক্ষ্যে স্যার ফজলে হাসান আবেদ আমাদের আবেদনভাই ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেন এবং দুর্গম এলাকা হিসেবে সুনামগঞ্জের শাল্লা এলাকাকে বেছে নেন পুনর্বাসনের কাজ করার জন্য। তখন ব্র্যাকের নাম ছিল 'বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাসিস্ট্যান্স কমিটি' (বাংলায় ছিল, 'বাংলাদেশ পুনর্বাসন সহায়ক সমিতি')। ওই সময় অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩ সালের দিকে শাল্লা প্রকল্প এলাকায় বেশিরভাগ জনগণ ব্র্যাককে চিনত 'ত্রাণসংঘ' নামে। যেহেতু ব্র্যাকের কাজ ছিল রিলিফ দেওয়া ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সেজন্য শাল্লার বাইরে অন্য জায়গার লোকজন ব্র্যাক বললে বুঝত ব্যারাক, ব্রেক ইত্যাদি। জাতীয় পর্যায়ে ব্র্যাককে পরিচিত করে ১৯৮০-এর দশকের ওরাল থেরাপি এক্সটেনশন প্রোগ্রাম বা ওটপ কর্মসূচির কর্মীরা। যেহেতু তারা বাংলাদেশের এক কোটি সতের লক্ষ বিরানব্বই হাজার ছয়শ চুয়ান্ন পরিবারে গেছে এবং ব্র্যাক ও লবণ গুড়ের স্যালাইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেছে। ওটপের কর্মীরা ছাড়াও কর্মসূচি চলাকালীন রেডিও ও টেলিভিশনে

লবণ গুড়ের স্যালাইনের প্রচার করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হতো 'জনস্বার্থে ব্র্যাক'।

আমি ব্র্যাকে যোগদান করি ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই এবং ব্র্যাক ছেড়ে আসি ২০১৭ সালের ১লা জুলাই। আমি যখন ব্র্যাকের নিয়োগপত্র পাই তখন আমার বন্ধু-বান্ধবরা কাজে যোগদান করতে নিষেধ করেছিল। কারণ হিসেবে তারা বলেছিল রিলিফের কাজ শেষ, চাকুরিও শেষ। বড় জোর ৩-৪ মাস রিলিফ কাজ চলতে পারে। তারপরেই ব্র্যাক বন্ধ হয়ে যাবে।

ব্র্যাক আমার বন্ধুদের ভবিষ্যৎ বাণী নাকচ করে দিয়ে এ বছর সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। আশা করি, পৃথিবীতে যতদিন মানব জাতি থাকবে ততদিন ব্র্যাক তার কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। রিলিফ থেকে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করলে ব্র্যাকের নাম হয় 'বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি'। সেখান থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে এখন 'ব্র্যাক' নামে পরিচিত এবং এটি একটি সফল প্রতিষ্ঠান। এটি সম্ভব হলো কীভাবে?

আমার মনে হয়, এটি সম্ভব হয়েছে আবেদনভাইয়ের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জীবনদর্শন, দারিদ্র্য বিমোচনে দৃঢ় প্রত্যয়, জনগণের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও সৃজনশীলতার কারণে। তাই তো দেখেছি তিনি সবসময় চিন্তা করতেন কীভাবে এদেশের দারিদ্র্য দূর করা যায়। ব্র্যাক ছিল তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান। ব্র্যাক ছাড়া তিনি অন্য কিছু চিন্তা করতেন বলে মনে হয় না। তাই ব্র্যাক সম্পর্কে বলতে গেলে আবেদনভাই সম্পর্কে বলতে হবে, আবার আবেদনভাই সম্পর্কে বলতে গেলে ব্র্যাক সম্পর্কে বলতে হবে।

আবেদনভাই ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরির দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। দর্শনটি হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে দরিদ্র জনগণকে মুখ্য ভূমিকায় রাখতে হবে। জনগণই তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। উন্নয়ন কর্মীর কাজ হলো জনগণের দ্বারপ্রান্তে যাওয়া, তার সমস্যাগুলো শোনা ও জানা এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সেসব সমস্যা সমাধান করা। আবেদনভাই গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, জনগণের সমস্যা বুঝতে হলে, জনগণের আস্থাভাজন হতে হলে, তাদেরকে সক্রিয়



অংশগ্রহণ করাতে হলে তাদের দ্বারপ্রান্তে যেতে হবে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে ভালোভাবে চিনতে, জানতে ও বুঝতে হবে। তাদের ভালোবাসার আসনে নিজেদের বসাতে হবে। সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধান উভয়ক্ষেত্রেই জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

এবার আবেদ ভাইয়ের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব প্রসঙ্গে দুয়েকটি কথা বলতে চাই। ১৯৭০-এর দশকে শাল্লায় শিক্ষিতের হার ছিল নগণ্য। ফলে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে কর্মীদের একই বাড়িতে অনেকবার যেতে হতো। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমরা ১৯৭৭ সালে আবেদভাইকে শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচি চালু করার অনুরোধ করি। তিনি বললেন, শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচি চালু করার জন্য দাতাগোষ্ঠী থেকে যে তহবিল সংগ্রহ করতে হবে, তা এই মুহূর্তে পাওয়া সম্ভব নয়। শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা সম্ভব হবে নব্বইয়ের দশকে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, তিনি পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে শিশুদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি 'নন ফরমাল প্রাইমারি এডুকেশন' চালু করেন। এ সময় তিনি আমাদের বলেছিলেন, তোমরা যদি শিক্ষা কর্মসূচির ওপর কাজ করতে চাও, তাহলে স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে চিন্তা কর। এরই প্রেক্ষিতে ব্র্যাক ১৯৮০ সালে 'ওটপ' নামে স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচির ওপর ব্র্যাক এক জাতীয় কর্মসূচি হাতে নেয়।

ওটপ যেহেতু জাতীয় কর্মসূচি এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর লোকবল, তাই ১৯৮০ সালের দিকে আবেদভাই বলতেন উন্নয়ন কর্মসূচির এত ম্যানেজার সরবরাহ করতে হলে ব্র্যাকের একটি বিশ্ববিদ্যালয় দরকার। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ২০০১ সালে।

১৯৯০-এর দিকে আবেদভাই বলতেন, তাঁর একটি কমার্শিয়াল ব্যাংক দরকার। কারণ যারা ক্ষুদ্রঋণ নিচ্ছে তারা যখন তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে, তখন তারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হবে। তখন তাদের মূলধনের চাহিদা বেড়ে যাবে। ব্র্যাক তাদের চাহিদামতো মূলধন সরবরাহ করতে পারবে না। ফলে প্রয়োজন একটি ব্যাংক। আবেদ ভাই ব্র্যাক ব্যাংকও প্রতিষ্ঠা করেন ২০০১ সালে। আবেদভাইয়ের কাছে গেলে প্রায়ই বলতেন, বর্তমানের সঙ্গেসঙ্গে আগামী ১০-১৫ বছরে বিশ্বে এবং বাংলাদেশে কী ধরনের পরিবর্তন আসবে সেগুলো নিয়েও চিন্তাভাবনা করা উচিত। কারণ পরিবর্তনগুলোর ওপর নির্ভর করে পূর্বেই ব্র্যাক তার কর্মসূচির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার প্রস্তুতি নিতে পারবে এবং কর্মীদের সেভাবে দক্ষ করে তুলতে পারবে। এভাবে করা গেলে ব্র্যাক আগামীতে যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে পারবে।

আবেদভাইয়ের সৃজনশীলতার পরিচয় ব্র্যাকের প্রতিটি অঙ্গসংগঠন ও প্রতিটি কর্মসূচির পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। এই উদ্ভাবনী

শক্তির জোরেই আবেদনভাই ব্র্যাককে এত বড় পরিসরে নিয়ে যেতে পেরেছেন। তাঁর উদ্ভাবনীমূলক চিন্তাভাবনা থেকে কর্মসূচির নতুন নতুন আঙ্গিক যুক্ত হয়েছে এবং কর্মসূচির পরিধি বিস্তার লাভ করেছে। যেমন দারিদ্র্য বিমোচনে দরকার আয় বৃদ্ধি। আয় বৃদ্ধির জন্য দরকার কর্মসংস্থান। শুরু হলো মুরগি পালন। মুরগি পালনে দেখা গেল একদিন বয়সী যে বাচ্চা লাগে তা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। তখন আবেদনভাই শুরু করলেন পোলট্রি হ্যাচারি। হ্যাচারির পর দেখা গেল হ্যাচারিতে যে পরিমাণ বাচ্চা উৎপাদন হয়, সেই পরিমাণ বাচ্চার খাবার বাজারে পাওয়া যায় না। তখন তিনি শুরু করলেন ফিড মিল। ফিড মিল করার পর দেখা গেল ফিড তৈরিতে যে পরিমাণ কাঁচামাল বিশেষ করে ভুট্টা দরকার, তা বাজারে পাওয়া যায় না। তখন শুরু করলেন ভুট্টা চাষ। এভাবে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব প্রতিটি কর্মসূচি বা কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটেছে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়, তার পথ খুঁজতে গিয়ে।

দারিদ্র্য বিমোচনে আবেদনভাই যে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন তার একটি ছোট উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। ২০১৯ সালের ২রা অক্টোবর আমি, সাব্বির ভাই, কৈরী ও শিপা হাফিজা অসুস্থ আবেদনভাইকে দেখতে তাঁর বাসায় যাই। তিনি প্রায় ঘণ্টা খানেক শাল্লা প্রকল্পের বিভিন্ন ঘটনা এবং উন্নয়নের অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করলেন। একটা পর্যায়ে তিনি বললেন, ‘দেখো এতদিন এনজিও সেক্টরে সরকার, দাতাগোষ্ঠী, মৌলবাদী সংগঠন ইত্যাদি থেকে মাঝে মাঝে যে সব ঝড়ঝাড়া আসত তা আমি সামাল দিয়েছি। আমি তো চলে যাচ্ছি। এখন এটা তোমাদের সামাল দিতে হবে। তোমরা এনজিও সেক্টরের সকল নেটওয়ার্ক সংগঠনগুলো যেমন : এডাব, এফএনবি, সিডিএফ, ক্যাম্পে সব একীভূত করে একটি শক্তিশালী সংগঠন তৈরি কর, যাতে যে কোনো সমস্যা বা বাধা এলে তোমরা একত্রিত হয়ে তা মোকাবিলা করতে পার।’ তারপরেই তিনি উঠে গেলেন এবং যাওয়ার সময় ভাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারের মতে আমার আর কয়দিন যেন বাকি আছে? এরপর ২০শে ডিসেম্বর ২০১৯ তিনি আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেলেন।

ব্র্যাকের সাফল্যের পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেছেন আবেদনভাই। তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার সাবেক ও বর্তমান নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর মেধা, শ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা। ব্র্যাকের শুরুর দিকে যেসব কর্মী ব্র্যাকে যোগদান করেছিলেন, তারা সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা দেশ গড়ার কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্মের সন্ধানে ছিল। ব্র্যাক নামক সংগঠনটি তাদের সে সুযোগ করে দেয় এবং তারাও আবেদনভাইয়ের নেতৃত্বে তাঁর স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করে গেছে। আবেদনভাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, একটি সংগঠনের মূলশক্তি হচ্ছে তার

কর্মীরা। তাই তিনি কর্মীদের সুদক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, এক্সপোজার ভিজিট ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত ব্যয়কে তিনি ব্যয় হিসেবে গণ্য করেন নি। তিনি মনে করতেন, এগুলো উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে ভালো ফল পাওয়ার জন্য বিনিয়োগ।

ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে তিনি সব বিষয়ে খবর রাখার চেষ্টা করতেন, এমনকি কর্মসূচির খুঁটিনাটি বিষয়েও জানতে চাইতেন। কাউকে দায়িত্ব দিয়ে তিনি বসে থাকতেন না, বরং সে ওই দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করেছে কিনা সে ব্যাপারে ফলোআপ করতেন।

এতক্ষণ কিছুটা আলাপ করলাম আবেদনভাইয়ের নেতৃত্বে ব্র্যাক কীভাবে একটি সফল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হলো সে বিষয়ে। এবার সংক্ষেপে ব্র্যাকের একটি সফল কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। কর্মসূচির নাম ছিল ‘ওটপ’। এটি ব্র্যাকের একটি জাতীয় কর্মসূচি ছিল। কর্মসূচি চলে ১৯৮০-১৯৯০ সাল পর্যন্ত। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারে ১৯৯। যে সকল কারণে শিশুমৃত্যু বেশি ছিল তা হলো-ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, হাম, ধনুষ্টংকার ও অপুষ্টি।

১৯৭৮ সালের শেষের দিকে শাল্লা প্রকল্পের মাসিক সভায় আবেদনভাই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার কমাতে হলে ব্র্যাকের ডায়রিয়ার ওপর কাজ করা উচিত। তিনি সকল ম্যানেজারদের এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে বললেন এবং এও বললেন যে, আগামী মাসের প্রকল্প সভাতে এ ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করবেন। পরবর্তী মাসিক সভাতে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, ডায়রিয়ার ওপর শিক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। শিক্ষার বিষয়বস্তু কী হবে তা ঠিক করার দায়িত্ব দেওয়া হলো একজন ডাক্তারকে। কাদের শিক্ষা দিতে হবে? এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যেহেতু শিশুদের অসুখবিসুখে মায়েরা বেশি যত্ন নেয়, ফলে শেখাতে হবে মহিলাদের। কারা শিক্ষা দেবে? যেহেতু শেখাতে হবে মহিলাদের ফলে সিদ্ধান্ত হয় শেখাবে মহিলা কর্মীরা। শেখানোর পদ্ধতি কী হবে? এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, মহিলা কর্মী প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে একজন মহিলাকে ডায়রিয়ার বিষয়বস্তুগুলোর ওপর শিক্ষা দেবে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, স্বল্পদৃষ্টা হচ্ছেন আবেদনভাই। তিনি কোনো কিছুই জোর করে কর্মীদের ওপর চাপিয়ে দেন নি। মার্ঠপর্যায়ের কর্মীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যে কোনো কর্মসূচি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে এটি অবশ্য পালনীয়।

সবকিছু সম্পন্ন হওয়ার পর ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শাল্লা প্রকল্পের হরিনগর ও আনন্দপুর গ্রামে ১৫০টি পরিবারকে শেখানো হয়। এটি ছিল ছোট আকারের একটি পরীক্ষামূলক কাজ। কারণ



শিক্ষা ছিল যে, গ্রামের মহিলারা যেহেতু শিক্ষিত নয় ফলে তারা এ শিক্ষা মনে রাখতে পারবে কিনা? ফলাফল সন্তোষজনক হওয়াতে ১৯৭৯ সালের জুলাই মাস থেকে মে '৮০ পর্যন্ত বড় আকারের আরেকটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এই এক বছরে শেখানোর বিষয়বস্তু, শেখানোর পদ্ধতি, দিনে কর্মী কতজনকে শিক্ষা দিতে পারবে, মনিটরিং কীভাবে করা হবে, মহিলাকর্মীদের বেতন কীভাবে নির্ধারিত হবে, মায়েদের ছাড়া আর কাউকে শিক্ষা দিতে হবে কিনা ইত্যাদির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কর্মসূচির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। ওটেক কর্মসূচি সফল হওয়ার পেছনে যে বিষয়গুলো কাজ করেছিল তা হলো :

পরিকল্পনা : কর্মসূচির প্রথম ধাপ ছিল ৩ বছরের। দ্বিতীয় ধাপ ছিল ৩ বছরের এবং তৃতীয় ধাপ ছিল ৪ বছরের। প্রতিটি ধাপের শুরুতেই পুরো সময়ের পরিকল্পনা করা হতো। পরিকল্পনাতে থাকত কোন্ জেলায় কখন কর্মসূচি শুরু হবে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কতজন টিম লিডার ও মহিলা কর্মী লাগবে। ওটেকের জেলা পর্যায়ের অফিসে এই পরিকল্পনা একেবারে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত করা হতো। পরিকল্পনা পূর্বেই করে রাখার ফলে সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক টিম লিডার ও মহিলাকর্মী সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে এবং কর্মসূচি সঠিক সময়ে শেষ হয়েছে।

মহিলাকর্মীদের কাজের গুণগত মানের ওপর বেতন নির্ধারণ :

ওআরডব্লিউ বা মহিলাকর্মীদের বেতন নির্ধারিত হতো তাদের কাজের ওপর। মহিলাকর্মীরা যে সকল মায়েদের শিক্ষা দিত, তা একমাস পর মনিটরিং করা হতো। মনিটরিংয়ের উদ্দেশ্য ছিল মায়েদের শেখানো ১০টি পয়েন্টের ওপর জ্ঞান ও লবণ গুড়ের স্যালাইন নির্ভুলভাবে বানাতে পারে কিনা তা যাচাই করা। অর্জিত জ্ঞান ও নির্ভুলভাবে স্যালাইন বানানোর ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে এ বি সি ডি এই চারটি গ্রেডে ভাগ করা হতো। গ্রেডের ওপর নির্ভর করে মহিলাকর্মীদের বেতন নির্ধারিত হতো। যেহেতু মহিলাকর্মীদের নির্ধারিত কোনো মাসিক বেতন ছিল না, তাই মহিলাকর্মীরা নিজেরাই সচেষ্টি থাকত যাতে তার শেখানো বার্তা মায়েরা মনে রাখতে পারে এবং নির্ভুলভাবে স্যালাইন বানাতে পারে। এতে করে কাজের গুণমান বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

মনিটরিং : মনিটরিং ছিল বলে মহিলা কর্মীদের কাজের গুণমান আশানুরূপ হয়েছে এবং গ্রামের মহিলারা সুন্দরভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছে। বিশেষ করে সঠিকভাবে লবণ গুড়ের স্যালাইন বানানো। উল্লেখ্য, ব্র্যাকে মনিটরিং বিভাগের জন্ম হয়েছে ওটেক-এর এই মনিটরিংয়ের ধারণা থেকে।

খোলামনে ফিডব্যাক গ্রহণ ও কর্মসূচির উন্নয়ন : কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে যখনই কোনো সমস্যা সামনে এসেছে, তা এড়িয়ে না গিয়ে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে কর্মসূচির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লবণ গুড়ের স্যালাইনের ব্যবহারও বেড়েছে।





কর্মসূচি বাস্তবায়নকালীন কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার কিয়দংশ বর্ণনা করা হলো।

মায়েদের শেখানো : প্রথমদিকে মহিলাকর্মীরা বাড়িতে গিয়ে ডায়রিয়ার ওপর দশটি পয়েন্ট নিজে বলে যেত ও মায়েরা শুনত। বলা শেষে হাতে কলমে লবণ গুড়ের স্যালাইন বানানো শেখাত। এখানে ফিডব্যাক দেওয়া হলো যে, শিক্ষাটা একতরফা হচ্ছে। মায়েদের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। তখন শেখানোর জন্য ফ্লিপচার্ট বানানো হলো এবং পরবর্তীতে সেই ফ্লিপচার্ট দেখিয়ে মায়েদের শিক্ষা দেওয়া হতো।

স্যালাইন বানানো সহজীকরণ : প্রথমে শেখানো হতো অর্ধমুষ্টির দুই মুষ্টি গুড় ও এক চিমটি লবণ আধা সের পানি মিশিয়ে স্যালাইন বানাতে হবে। মনিটরিংয়ের সময় দেখা গেল অনেক মায়েরা দুই চিমটি লবণ ও এক মুষ্টি গুড় বলে। তখন এই এক আর দুইয়ের সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়, তা চিন্তা করা হলো। আবেদনভাই নিজের বাড়িতে পুরো এক মুষ্টি গুড় ও এক চিমটি লবণ দিয়ে স্যালাইন বানিয়ে আইসিডিডিআর, বি-তে পরীক্ষা করেন এবং দেখেন প্রয়োজনীয় সকল উপাদান সঠিকভাবে আছে। তারপর থেকে শেখানো শুরু হলো এক মুষ্টি গুড় ও এক চিমটি লবণ।

স্যালাইনের ব্যবহার বৃদ্ধি : প্রথমে ধারণা ছিল মহিলাকর্মীরা মায়েদের ডায়রিয়ার ওপর শিক্ষা দিয়ে এলে বাড়িতে কারও ডায়রিয়া হলে মহিলারা তা ব্যবহার করবে। কিন্তু দেখা গেল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষদের সহায়তা ছাড়া মহিলারা লবণ গুড়ের স্যালাইন ব্যবহার করতে পারে না। তাই পরবর্তী সময়ে পুরুষ, ফুলের ছাত্রছাত্রী, ডাক্তার এবং মসজিদের ইমামদের ডায়রিয়ার ওপর শিক্ষা দেওয়া হয়। এগুলো করার ফলে লবণ গুড়ের স্যালাইনের ব্যবহার এবং ওটোপ কর্মসূচির কলেবর বৃদ্ধি পায়। প্রথমদিকে শুধুমাত্র মায়েদের শেখানোর ফলে স্যালাইনের ব্যবহার ছিল ৬%। পুরুষদের শিক্ষা দেওয়া শুরু করলে ব্যবহার বেড়ে দাঁড়ায় ১৮%। তারপর কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০%। প্রথমে ওটোপের পুরুষ কর্মীদের মহিলাকর্মীদের গ্রামে পৌঁছানো ছাড়া আর বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে পুরুষদের শেখানোর দায়িত্ব পাওয়ার পর পুরুষ কর্মীরাও বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে ৯৫% লোক ডায়রিয়া সম্পর্কে সচেতন এবং ৯০% লোক ডায়রিয়া হলে মুখে খাওয়ার স্যালাইন ব্যবহার করে। মুখে খাওয়ার স্যালাইন ব্যবহারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম স্থানে আছে।

গ্রামে মহিলাকর্মী দ্বারা স্যালাইন টেস্ট করা : গ্রামে অনেক ঘরে অনেক সময় গুড় পাওয়া যেত না। তাই মহিলাকর্মীরা তাদের সঙ্গে করে গুড় নিয়ে যেত। স্যালাইন বানানোর সময় মহিলাকর্মীদের গুড় মায়েরা হাতের মুষ্টিতে নিত। কোনো কোনো এলাকায় গ্রামের লোকেরা রটিয়ে দেয় যে, এ গুড়ের ভেতর পবিরার পরিকল্পনার

ওষুধ আছে এবং হাতের মধ্যে দিয়ে তা মহিলাদের দেহে ঢুকছে। ফলে আগামীতে আর কোনো সন্তানাদি হবে না। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো বিশ্বাস স্থাপনের জন্য বানানো স্যালাইন মহিলাকর্মীরা মায়েদের সামনে মুখে নিয়ে টেস্ট করবে।

এ ধরনের বহু উদাহরণ আছে যেখানে ফিডব্যাক পাওয়ার পর কর্মসূচির পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়েছে। তবে এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যাপারে বেশি ফিডব্যাক পাওয়া গেছে ব্র্যাকের গবেষণা বিভাগ থেকে। গবেষণা বিভাগের কর্মীরা ওটোপ কর্মসূচির কাজ দেখতে মাঠ পর্যায়ে গেছে এবং মাঠ থেকে ফিরে এসে তারা তাদের মতামত ওটোপের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেছে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পেশকৃত মতামত কর্মীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কর্মসূচির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন আমাদের মোশতাক ভাই (আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী)। তিনি তখন গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রধান ছিলেন।

ওটোপ ছিল একটি সফল কর্মসূচি। ওটোপ-ই ব্র্যাককে দেশে এবং বিদেশে ব্যাপক পরিচিতি এনে দিয়েছে। ওটোপ বাংলাদেশে ডায়রিয়া হলেই মুখে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়ার ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করেছে এবং মুখে খাওয়ার স্যালাইন ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার কমে গেছে। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার ছিল ১৯৯, ২০১৯-এ তা কমে হয়েছে ৩১। ওটোপ কর্মসূচি চালানোর ফলে ডায়রিয়া হলে মুখে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়ানো আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ হয়ে গেছে। ওটোপ কর্মসূচি ব্র্যাকের সাংগঠনিক শক্তি বাড়িয়েছে এবং ব্র্যাককে এই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করেছে যে, ব্র্যাক যে কোনো জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। ওটোপ সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে ব্র্যাকের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। পরিশেষে বলতে চাই, ওটোপ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর ব্র্যাক ও আবেদনভাইকে পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। এরপর ব্র্যাক সামনের দিকে এগিয়ে গেছে এবং দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে নিয়োজিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী পরিচিত একজন উন্নয়ন গুরু আবেদনভাইয়ের নেতৃত্বে একটি সফল প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক ও তার একটি সফল কর্মসূচি ওটোপ-এ কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।

আশা করি, শুধু পঞ্চাশ বছর নয়, ব্র্যাক যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ও মানব সেবায় সর্বদা নিয়োজিত থাকবে।

সুখেন্দ্র কুমার সরকার

সাবেক পরিচালক-ব্র্যাক ও সাবেক ট্রেজারার-ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

ব্র্যাকের সফলতার ভেতরের গল্প

শিব নারায়ণ কৈরী

আমি ব্র্যাকে ৩৮ বছর কাজ করেছি। ব্র্যাকের সফলতার মূল কারণগুলো নিয়ে আমার ভাবনাগুলো হলো :

সুশৃঙ্খল ও নিবেদিত কর্মীবাহিনী

আমি ব্র্যাকে যোগদান করি ১লা এপ্রিল ১৯৮২। একমাস পর প্রধান হিসাবরক্ষক বললেন, ঢাকায় থেকে কাজ করেন, যখন প্রয়োজন হবে তখন মাঠ কার্যালয়ে পোস্টিং দেওয়া হবে। একদিন আমাকে বলা হলো মাঠ কার্যালয় থেকে বিল ভাউচার বুঝে নিয়ে আসতে। আমাকে দিরাই ও সুনামগঞ্জ অফিসে যেতে হবে। যদিও আমার বাড়ি হবিগঞ্জ কিন্তু কখনও সুনামগঞ্জ যাইনি। ঢাকা থেকে বাসে সিলেট গেলাম। এরপর সিলেট থেকে বাসে সুনামগঞ্জের জয়কলস, সেখান থেকে লঞ্চের দিরাই। দিরাই পৌঁছতে সন্ধ্যা হলো। তখন জুলাই মাস। অফিসের চতুর্দিকে পানি। অফিস বলতে কতগুলো টিনের ঘর। কোনো লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। কী করব ভাবতে পারছি না। ফিরে আসারও সুযোগ নেই। কারণ সন্ধ্যার পর লঞ্চ পাওয়া যায় না।

আধঘণ্টা পর একজনকে হারিকেন নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখলাম। কাছে এসে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সেই মুহূর্তে আমি ভয়ে ঈশ্বরকে ডাকছি আর ভাবছি, ডাকাতের কবলে পড়লাম না তো? আবার জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? ভয়ে ভয়ে বললাম, আমি ব্র্যাকে কাজ করি, ঢাকা থেকে এসেছি। এই কথা বলার সঙ্গেসঙ্গে তিনি আদাব দিলেন এবং বললেন, বাবু ভেতরে এসো। ঘরের তালা খুলে আমাকে বসতে বললেন। কিন্তু তখনও আমার ভয় কাটেনি। বললেন, আজ কেউ অফিসে আসবে না, কাল সবাই আসবে। তুমি এখানেই থাক, আমি খাবারের ব্যবস্থা করি। এ কথা বলে তিনি বের হয়ে গেলেন।

আমি যে ঘরে আছি তার পাশেই যে রান্নাঘর তা বুঝতে পারলাম হাড়িপাতিলের শব্দে। বেশ কিছুক্ষণ পরে এসে বললেন, খেতে চলো। গিয়ে দেখি শিং মাছের ঝোল ও ভাত। সে যে কী স্বাদ! আজও সেই স্বাদ মুখে লেগে আছে। খাওয়ার পরে ঘরে এসে ভয়ে আর ঘুম আসছে না। চতুর্দিকে পানি। শুনেছি পানিতে সাপ থাকে। আমি তার ঘরে গিয়ে বললাম, ভয় করছে। জিজ্ঞেস করলাম, দাদা আপনার নাম? কী বলে সম্বোধন করব? তিনি বললেন,

গণেশ। আমি বললাম, আপনাকে গণেশ দা বলে ডাকব। বললেন, ঠিক আছে। বললাম, গণেশ দা আমি তো এরকম পানির দেশে কখনও থাকি নি। গণেশ দা বললেন, ভয় নেই। এমনিতে কোনো সমস্যা নেই। মাঝে মাঝে পেট্রিরা মাছ ধরতে আসে। তবে ব্র্যাকের লোকজনকে কিছু করে না। আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তারা কীভাবে চিনবে যে, আমি ব্র্যাককর্মী। কারণ আমার তো এখনও ব্র্যাকের আইডি কার্ড হয়নি। গণেশ দা বললেন, আমি তো আছি। কোনো অসুবিধা নেই। আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম এবং ঘুমিয়ে গেলাম।

খুব ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, দেখি দরজার বাইরে আলো দেখা যাচ্ছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখি গণেশ দা হারিকেন নিয়ে বসে আছেন। দরজা খুলে তাকে বললাম, আপনি কেন বসে আছেন? রাতে ঘুমোন নি? তিনি বললেন, তুমি না বললে ভয় করছে। তাই দরজার সামনে বসে সারারাত তোমাকে পাহারা দিলাম। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম! এ কী করে সম্ভব? আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য একজন অচেনা মানুষ সারারাত বসে কাটিয়ে দিল! আজও সে কথা মনে হলে গণেশ দা'র মতো মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। সেদিনই সিদ্ধান্ত নিলাম যতদিন পারি ব্র্যাকে কাজ করব। একজন কর্মীর প্রতি আরেকজন কর্মীর এত মমত্ববোধ! কী গভীর ভালোবাসা! এরকম গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ লক্ষ্যধিক ব্র্যাককর্মীকে একই পরিবারভুক্ত করেছে। এজন্যই আমরা ব্র্যাক পরিবার।

গণেশ দা অনেকদিন ব্র্যাকে কাজ করেছেন। নব্বই দশকের শুরু দিকে ব্র্যাক দিরাই অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিন বছর পর যখন আবার দিরাই অফিস চালু হয়, তখন দেখা গেল বন্ধের সময়ে গণেশ দা বিনাবেতনে অফিস পাহারা দিয়েছেন। ভাবা যায়? তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন এরকম করলেন? বললেন, আমি না থাকলে ব্র্যাকের ঘরবাড়ি, গাছপালা সব নষ্ট হয়ে যেত। ওই সময়টাতে তিনি মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেছেন এবং ব্র্যাকের সম্পদ পাহারা দিয়েছেন।

গণেশ দা'র মতো হাজার হাজার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর জন্যই ব্র্যাক ও আবেদভাই সফল হয়েছেন। ব্র্যাকের কর্মীরা শুধুমাত্র হাত বা

মাথা খাটিয়ে কাজ করে নি, তারা হৃদয় দিয়েও কাজ করেছে। আবেদনভাই সবসময় এসব কাজের মূল্যায়ন করতেন। পে-স্কেল নির্ধারণের সময় সর্বস্তরের কর্মীদের দিকে খেয়াল রাখতেন। আমাদেরকে বলতেন, কর্মীদের বেতনভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে এক দিনও যেন দেবী না হয়। গত পঞ্চাশ বছরের কর্মীরা নির্ধারিত তারিখেই বেতন পেয়েছে। আশির দশকের শেষদিকে ব্র্যাকের অর্থসঙ্কট হয়েছিল। ওই সময় আবেদনভাই তাঁর নিজের ফিক্সড ডিপোজিট ব্যাংকে বন্ধক রেখে অর্থ জোগাড় করে ব্র্যাককর্মীদের সময়মতো বেতন প্রদান নিশ্চিত করেছিলেন।

আবেদনভাইয়ের অনন্য ব্যবস্থাপনা

ব্র্যাকের সকল মাঠকর্মী প্রতিটি গ্রাম সংগঠনে সপ্তাহে একদিন মিটিং করতেন। মিটিংয়ে সংগঠনের সদস্যদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল ধরনের সমস্যা এবং সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা হতো। আবার প্রতিটি শাখায় সপ্তাহের শেষদিন মিটিং করে একইভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। এই বিষয়গুলো আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাসিক মিটিংয়ে আলোচনা হতো। আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রধান কার্যালয়ের মাসিক মিটিংয়ে তা তুলে ধরতেন। এভাবে প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে প্রতিটি গ্রামসংগঠনের সদস্যদের যোগাযোগ থাকত। আবেদনভাই গ্রামে কী হচ্ছে, অসুবিধা কী এবং কীভাবে সমাধান করা হচ্ছে সবই জানতে পারতেন।

আবেদনভাই প্রতিটি কর্মসূচির উদ্ভাবন, পরিকল্পনা ও উন্নয়নে অনেক সময় দিতেন। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ১৯৮৫ সালে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ২২টি স্কুল নিয়ে উপআনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু হয়। একজন ছাত্রের লেখাপড়ার জন্য প্রতিমাসে কয়টি প্লেট ও পেন্সিল, কয়টি কাঠ পেন্সিল এবং কয়টি খাতা প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে আবেদনভাই প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে যাচাই করে দেখতে বলতেন। একজন শিক্ষার্থী প্লেট পেন্সিলের শেষ অংশটুকু ফেরত দিলে তাকে আরেকটি দেওয়া হতো। এর ফলে মাসের শেষে কী পরিমাণ পেন্সিল প্রয়োজন তা বের করা সহজ হতো। একদিন আবেদনভাইকে বললাম, এত ছোট ছোট বিষয় হিসাব করে কী হবে? এটা তো ব্যয়সাশ্রয়ী হবে না। আবেদনভাই বললেন, পাইলট করার সময় এগুলো হিসাব হয়ে গেলে পরে আর হিসাব রাখার প্রয়োজন নেই। বাজেট প্রণয়নের সময় আমরা ঠিকমতো হিসাব করতে পারব যে, একজন শিক্ষার্থীর কয়টি পেন্সিল প্রয়োজন। এভাবে প্রতিটি বিষয় আবেদনভাই চিন্তা করে সকলকে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। ২২টি স্কুল থেকে এক সময় ব্র্যাক ৬২ হাজার স্কুল পরিচালনা করেছে!

আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং দক্ষতা যে কোনো সংস্থার স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্র্যাকের জন্মলগ্ন থেকে আবেদনভাই এ ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। আর্থিক অনিয়মের ক্ষেত্রে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অবলম্বন করা হয়। ব্র্যাকের কার্যক্রম শুরু করেন আবেদনভাই

নিজের অর্থ দিয়ে। নিজের অর্থ দিয়ে শুরু করলেও তিনি প্রথম দিন থেকেই হিসাবের খাতা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন। ব্র্যাকের শুরু থেকে পরিচালনা পর্ষদ সকল কর্মসূচি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনুমোদন দিতেন এবং বছর শেষে অগ্রগতি রিপোর্ট পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত অনুমোদন দিতেন। ১৯৭২ সাল থেকে প্রতিবছর বহিঃনিরীক্ষণ কোম্পানির দ্বারা নিরীক্ষা সম্পন্ন করে সরকার ও পরিচালনা পর্ষদের কাছে রিপোর্ট প্রদান করা হতো। এখানে আরেকটি উদাহরণ দেই।

১৯৭২ সালের ১৪ই মার্চ প্রথম পরিচালনা পর্ষদের সভা হয়।

সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. প্রথম পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন করা হয়। পর্ষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ হলেন-
ফজলে হাসান আবেদ
অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক
বেগম সুফিয়া কামাল
কাজী ফজলুর রহমান
আকবর কবীর
ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী
এস আর হোসেন
২. সর্বসম্মতিক্রমে বেগম সুফিয়া কামাল পরিচালনা পর্ষদের প্রথম চেয়ারপারসন নিযুক্ত হন।
৩. পরিচালনা পর্ষদ মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদন করে এবং সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইনে নিবন্ধন করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়।

১১ই এপ্রিল ১৯৭২ সালে পরিচালনা পর্ষদের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. পুনর্বাঁসন কর্মসূচি ফেজ-১ এর প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করে অনুমোদন দেওয়া হয়। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অক্সফাম ১ লাখ ৬২ হাজার ৭৪ পাউন্ড প্রদান করবে, যা সভায় অনুমোদন করা হয়।
২. পুনর্বাঁসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বীজ ক্রয় এবং কৃষকদের মধ্যে বিতরণের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। গরুর অভাবে কৃষকেরা হালচাষ করতে পারছে না, এজন্য পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে বিনামূল্যে কৃষকদের জমি চাষ করার ব্যবস্থা করা হবে সিদ্ধান্ত হয়। কৃষকের ফসল ওঠার পর বীজের মূল্য আদায় করা যেতে পারে, যা পরবর্তীতে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে বীজ ক্রয় এবং বিতরণের জন্য ব্যবহৃত হবে।
৩. ফজলে হাসান আবেদ পরিচালনা পর্ষদকে জানান যে,



ব্র্যাকের সূচনালগ্নের পাঁচ কর্মী : বাঁ থেকে আসমা আহমেদ, নাসিম হাই, সৈয়দ জিয়াউদ্দিন হোসেন, খুশী কবীর ও ফজলে হাসান আবেদ
ছবি : ২০০৩ সালে তোলা

- শাল্লা থানায় ইউনিসেফ-এর শিশুখাদ্য বিতরণ কর্মসূচি নেই, তবে ইউনিসেফ ব্র্যাকের মাধ্যমে শাল্লা থানায় শিশুখাদ্য বিতরণের জন্য হাইপ্রোটিন ফুড দেবে। এজন্য একটি ভিলেজ ফিডিং সেন্টার করতে হবে, যার জন্য খরচ হবে ৫ হাজার টাকা। পরিচালনা পর্ষদ এই খরচের অনুমোদন দেয়।
৪. শাল্লা প্রোজেক্ট এলাকায় অতিসম্প্রতি ঘূর্ণিঝড়ে যেসব বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা হাউজিং প্রোজেক্টের আওতায় আনা হবে।
৫. বাঁশ আনতে যেহেতু সময় লাগছে, তাই জরুরিভিত্তিতে বিমাই চা বাগান থেকে পাঁচ লক্ষ বাঁশ (১ হাজার ৫শ টাকা প্রতি লক্ষ বাঁশের মূল্য) ৭ হাজার ৫শ টাকায় ক্রয় করার অনুমোদন দেওয়া হয়।
৬. ব্যাক হিসাব পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা অনুমোদন দেওয়া হয়।

গ্রুপ-এ : পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ

১. কাজী ফজলুর রহমান
২. আকবর কবীর
৩. ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী

৪. ফজলে হাসান আবেদ

গ্রুপ-বি : ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ

১. ইকবাল আহমেদ
২. নাসিম হাই
৩. খুশী কবীর
৪. আসমা আহমেদ

শর্ত : গ্রুপ-এ থেকে যে কোনো দু'জন Standard Chartered Bank-এর হিসাব থেকে যে কোনো পরিমাণ অর্থ লেনদেন করতে পারবেন। গ্রুপ-এ থেকে একজন এবং গ্রুপ-বি থেকে একজন, এই দুইজন যৌথভাবে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত লেনদেন করতে পারবেন। তবে গ্রুপ-বি এককভাবে কোনো লেনদেন করতে পারবে না।

ব্র্যাকের শুরু থেকেই আর্থিক স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়েছে। আবেদনভাই সবসময় আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করতেন। সে কারণে একটি স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্র্যাক টিকে আছে।



৬৬ মহাখালীতে নির্মিত ব্র্যাকের প্রথম প্রধান কার্যালয়

আবেদভাই ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যবস্থাপক। ব্র্যাকের প্রতিটি কাজের পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিতেন। আবেদ ভাইয়ের স্মরণ শক্তি ছিল প্রখর। কোনো বিষয় একবার শুনলে বা দেখলে তা কখনই ভুলতেন না। দেশে বা বিদেশে মিটিংয়ের জন্য আবেদ ভাইয়ের কোনো ফাইলপত্র প্রয়োজন হতো না। সবকিছু মাথায় থাকত। আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কী করে এত কিছু মনে রাখেন? বললেন, ‘কোনো চিঠি বা ডকুমেন্ট পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে ভালো করে পড়ে নিও। যদি প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট না হয়, তবে তা ফাইল করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু অনেক চিঠি সংরক্ষণ করছ না, সেজন্য তা ভালো করে পড়ার তাগিদ তোমার নিজের ভেতর থেকেই আসবে। এভাবেই মনে থাকবে। ফাইলে সংরক্ষণ করলে মনে হয় পরে পড়ব। কিন্তু কখনও আর পড়া হয় না।’ খেয়াল করেছি, আবেদভাই নিজে যা বলতেন সেটা ঠিকই অনুসরণ করতেন।

আরেকটি উদাহরণ দেই। একবার আড়ং ভবন থেকে কাপড় চুরি হলো। আবেদভাইকে বিষয়টি জানানোর জন্য তৎকালীন আড়ং প্রধান তাঁর রুমে গিয়ে বললেন, গতকাল আড়ংয়ের সাত তলা থেকে কিছু কাপড় চুরি হয়েছে। চোর সেখান থেকে চুরি করা কাপড় রাস্তায় ফেলে দিয়ে নিয়ে গেছে। আবেদভাই বললেন, রাস্তায় কীভাবে ফেলল? আড়ংয়ের ওই দিকের জানালা তো সব সিল করা

অর্থাৎ বন্ধ। তাহলে কি গ্লাস ভেঙে ফেলেছে? আবেদভাই জানেন, বিল্ডিংয়ের কোনদিকের জানালা খোলা আর কোনদিক বন্ধ!

আরেকটি ঘটনার কথা বলি। প্রধান কার্যালয়ের লিফট পরিবর্তন করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী আবেদভাইয়ের কাছে লিফট পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে বললেন, এবার আরও দ্রুতগতির লিফট আনতে চাই। কারণ লিফটে ওঠানামার সময় লম্বা লাইন হয়ে যায়। সেজন্য দ্রুতগতির লিফট হলে ভালো হয়। আবেদভাই বললেন, ঠিক আছে। তবে বড় সাইজের লিফট কেনেন। প্রকৌশলী বললেন, বড় সাইজের হলে স্ট্র্যাকচার ভেঙে করতে হবে। আবেদভাই বললেন, স্ট্র্যাকচার ঠিক আছে। বিশ বছর আগে লিফট বসানোর সময় যে স্ট্র্যাকচার ছিল, তার চাইতে ছোট লিফট বসানো হয়েছিল। পরে পরীক্ষা করে প্রকৌশলী দেখলেন, আবেদভাই ঠিকই বলেছেন। আমার বিশ্বাস, আবেদ ভাইয়ের অসাধারণ স্মরণ শক্তি ও মেধা ব্র্যাকের সফলতার অন্যতম কারণ।

শিব নারায়ণ কৈরী

সাবেক সিএফও-ব্র্যাক ও সাবেক ট্রেজারার-ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

ব্র্যাক : দেশের সঙ্গে বেড়ে ওঠা উন্নয়নযোগী

শাইখ সিরাজ

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি আমরা। স্বাধীনতার অর্ধশত বছরে দেশের অর্জনগুলো সামনে তুলে আনছি আমরা। হিসেব করছি কোথা থেকে কোথায় এসেছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর যে দেশটির টিকে থাকা সম্পর্কে বিশ্বের অনেক চিন্তক নানা সন্দেহ পোষণ করেছিলেন, সেই দেশটিই আজ উন্নয়নের এক রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। সন্দেহ নেই এই গর্বিত জায়গায় পৌঁছানোর পেছনে বহু মানুষের ত্যাগ, শ্রম ও নিষ্ঠা রয়েছে, রয়েছে নিরন্তর কর্মসাধনা। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর সরকারি পরিকল্পনাগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হওয়ার আগেই একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে, ঘটেছে রাজনৈতিক পালাবদল। একেক সরকার এসে একেকভাবে দেশ গোছানোর চেষ্টা করেছে। শুরু দিকে যে মানুষগুলো সরকারের পাশাপাশি উন্নয়নের এক গভীর চিন্তা নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়াসী হন, তাদের মধ্যে অন্যতম স্যার ফজলে হাসান আবেদ। তাঁর স্বপ্নের সংগঠন 'ব্র্যাক' বাংলাদেশের বয়সের সঙ্গেসঙ্গে বেড়ে উঠেছে।

ব্র্যাকও উদ্‌যাপন করছে পথচলার সুবর্ণজয়ন্তী। রাজনীতি ও দলমতের উর্ধ্বে থেকে ব্র্যাক ভেতরে ভেতরে অনন্য সাধারণ সব কাজ করেছে। বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ সকল ক্ষেত্রে ব্র্যাকের রয়েছে অসামান্য কর্মযজ্ঞ। এই উদ্যোগগুলোর সাফল্যই ব্র্যাককে পৃথিবীর সবচাইতে বড় সংগঠনে পরিণত করেছে।

অন্তত ত্রিশ বছর আগের কথা। দিনাজপুরের মাধবদি চিড়াকুঠিপাড়ায় খুব ভোরে গেছি চিত্রধারণ করতে। একে তো শীতের দিন তার ওপর ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি। গ্রামে ঢুকতেই কানে এলো একঝাঁক শিশুর পড়াশোনার কলরব। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম এক কক্ষের একটি মাটির ঘরে শিশুরা পড়ছে। যেখানে মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো খাবার পায় না, সেখানে প্রতিটি ঘরের শিশু স্কুলে যাচ্ছে! সেটি ছিল ব্র্যাকের উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের স্কুল। যেখানে একজন শিক্ষক ৩০ জন করে শিশুর সব বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সেটি ছিল এক বৈপ্লবিক শিক্ষা বিকাশের পদ্ধতি। তৃণমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যারা নানা কারণে তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে পারেন না, তাদের জন্য এই শিক্ষা কার্যক্রম আমাদের সাক্ষরতার হার বাড়াতে রেখেছে অসামান্য অবদান। কাজগুলো এখনও চলছে।

আমি টানা চার দশকেরও বেশি সময় ব্র্যাকের কাজের প্রতিফলনগুলো গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে যেতে দেখছি। গ্রামে কাজ করতে গেলে একদম প্রত্যন্ত পল্লীতে হঠাৎ অন্য ধরনের ভবন কাঠামো দেখে উন্নয়নের আভাস পেয়েছি। চারদিকে খড়ের ছাউনি মাটির ঘর, দুয়েকটি টিনের চালা বাঁশের বেড়ার ঘর, তার মধ্যে একটি পাকা ভবন। কাছে গিয়ে দেখেছি সেটি ব্র্যাকের ভবন। উপলব্ধি করেছি এসব উন্নয়নেরই এক ভিন্নরকম সূচনা।

আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবি এজন্য যে, আমার কাজের ভেতর দিয়েই চোখের সামনে দেশের কয়েকটি উন্নয়ন সংগঠনের ব্যাপক কার্যক্রম দেখার সুযোগ পেয়েছি। এসব কাজের সঙ্গে আমার সরাসরি যোগসূত্র না থাকলেও আমরা একইসঙ্গে বেড়ে উঠেছি। এক পর্যায়ে স্যার ফজলে হাসান আবেদের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। সেটা আশির দশকের শেষের দিকে হবে। যতদূর মনে পড়ে, সে সময় শিক্ষা নিয়ে তিনি ব্যাপকভাবে কাজ করছেন। তাঁর উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ছে দেশব্যাপী। ক্ষুদ্রঋণ থেকে দিনে দিনে গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, কৃষি ইত্যাদি কাজগুলোও সম্প্রসারিত হচ্ছে। গ্রামীণ তৃণমূল কৃষক পরিবার অল্পস্বল্প পুঁজি হাতে নিয়ে বর্গাচামের যে সুযোগ পায়, তার পেছনে ছিল ব্র্যাকের মতো সংগঠনগুলো। গ্রামে গ্রামে আমি দেখেছি কৃষক ভূমিহীন হওয়ার কারণে সরকারি ব্যাংকের ঋণ পায় না। পুঁজি না থাকার কারণে জমিও আবাদ করতে পারে না। আবার মহাজনি ঋণের সুদ নিয়ে পুষিয়ে উঠতে পারে না। তখন এনজিও-র ঋণ তাদের ভীষণভাবে কাজে লেগেছে। চাষীর বউ ঋণ এনে দিয়েছে, তার ওপর ভরসা করে সে জমি বর্গা নিয়ে চাষ করেছে। কিছু বিফলতা, ব্যর্থতা বা নেতিবাচক উদাহরণ নেই, তা নয়। তবে তৃণমূলে উন্নয়নের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই কাজগুলো ছিল অনেক বেশী কার্যকর। আমি মনে করি, এর পেছনে স্যার ফজলে হাসান আবেদের মতো মানুষের দীর্ঘ এক মিশন ও ভিশন কাজ করেছে।

১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন দেশে সিলেটের শাল্লায় যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসবাসরত মানুষের পাশে ব্র্যাকের জন্ম হয়। শুরুতে সংগঠনটি ছিল ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেন্দ্রিক, পরে ১৯৭৩ সালে এসে এটি সার্বিক গ্রামোন্নয়নমুখী একটি সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন ব্র্যাকের প্রথম চেয়ারপারসন। এ থেকে আরেকটি জিনিস বোঝা যায়, ব্র্যাকের বেড়ে ওঠার সঙ্গে



আমার জাতীয়তা, সংস্কৃতি, মুক্তবুদ্ধি ও উন্নয়নের এক গভীর সংমিশ্রণ রয়েছে।

দেশে-বিদেশে ব্র্যাকের কাজ আজ সারাবিশ্বে সমাদৃত। পৃথিবীর সবচাইতে বড় বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন বাংলাদেশের ব্র্যাক দেশের বাইরেও আমাদেরকে গর্বিত করে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে গেছে ব্র্যাক। আমার সুযোগ হয়েছে পূর্ব আফ্রিকার দেশ উগান্ডায় ব্র্যাকের কাজ সরেজমিনে দেখার। বিশেষ করে পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোর কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নে ব্র্যাকের কাজ সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক। ব্র্যাক বাংলাদেশভিত্তিক একটি উন্নয়ন সংগঠন হলেও আফ্রিকার দেশটির উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অগ্রগতির সঙ্গে এখন মিশে গেছে গভীরভাবে। সেখানে এখন রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্র্যাককে ধরা হয় সবচাইতে কার্যকর ও গতিশীল অংশীদার হিসেবে। আমি উগান্ডার স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কৃষি প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান, বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি থেকে শুরু করে তৃণমূলের অনেক কৃষকের সঙ্গে কথা বলেছি। সবাই ব্র্যাকের উন্নয়ন তৎপরতার প্রশংসা করেছেন। আমি দেখেছি, স্যার ফজলে হাসান আবেদের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েপড়া উন্নয়নচিন্তা এখন পৃথিবীর অনেক মানুষকেই প্রভাবিত ও আলোড়িত করছে। বরাবরই দেখেছি শত ব্যস্ততার ভেতর আমাদের যেকোনো উদ্যোগে, চিন্তায় ও আস্থানে তিনি সাড়া দিয়েছেন, এসেছেন ও মুগ্ধ করে পাশে দাঁড়িয়েছেন।

পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়েপড়া ব্র্যাক, বাতির গোড়ায় কোনো অন্ধকার রাখেনি। বলতে চাই, দেশের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর ভাগ্যে উন্নয়নে ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ব্র্যাক রাষ্ট্রের এক অসাধারণ উন্নয়ন অংশীদার। আমি মূল্যায়ন করি ব্র্যাকের সেই কাজগুলো, যখন দেখি গ্রামের একজন প্রান্তিক কৃষকের মাটির ঘরের ভেতর বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছে, তার ঘরেও রয়েছে ফ্রিজ, টিভি। সংসারের এই উপকরণগুলো কেনার জন্য যে টাকার প্রয়োজন, সেই টাকা জমানো একসময় প্রান্তিক কৃষকের জন্য ছিল অসম্ভব। তার স্ত্রী ব্র্যাক বা ব্র্যাকের মতো সংগঠনে যুক্ত থেকে এককালীন ঋণ নিয়ে পরিবারের এই স্বপ্নগুলো পূরণ করেছে। এর মধ্য দিয়ে ওই ঘরের নারী সদস্যটি সংসারে ক্ষমতায়িত হয়েছেন। এভাবে আজ বাংলাদেশের যতগুলো উন্নয়ন মাপকাঠি সারা পৃথিবীতে বড় দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে, তার অনেকগুলোর সঙ্গেই ব্র্যাকের সম্পৃক্ততা রয়েছে, অবদান রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়, এক্ষেত্রেও রয়েছে ব্র্যাকের অনন্য অবদান। ব্র্যাকের স্বপ্নদ্রষ্টা স্যার ফজলে হাসান আবেদ শারীরিকভাবে আজ নেই কিন্তু তিনি রয়ে গেছেন ব্র্যাকের সাফল্যের অভিযাত্রার ভেতর। রয়ে গেছেন ব্র্যাকের বিরামহীন কর্মপদ্ধতির ভেতর।

শাইখ সিরাজ

স্বাধীনতা পুরস্কার, একুশে পদক ও এফএও-র অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত উন্নয়ন সাংবাদিক। পরিচালক ও বার্তা প্রধান-চ্যানেল আই

আমার দেখা ব্যাক

জালালউদ্দীন আহমদ

বিংশ শতাব্দীর '৮০'র দশকের প্রথম ভাগ, সবে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাঠ শেষ করেছি। চোখে তখন নতুন কিছু করার স্বপ্ন, চিন্তে সমাজকে বদলে দেওয়ার জন্য ব্যাকুলতা। এমন সময়ে চাকরির অফার পেয়ে যোগদান করি ব্যাকের গবেষণা বিভাগে। তারিখটা ছিল ১৯৮০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি। রিসার্চ বা গবেষণা ব্যাকের মূল কর্মসূচিগুলোর সহায়ক কর্মসূচির অন্যতম। আমার কাজের ক্ষেত্রটি ছিল স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণা। প্রধান কার্যালয়ে পোস্টিং হলেও ঘন ঘন আমাকে ফিল্ডে থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। গবেষণার কাজ করতে গিয়ে আমি মানুষের কাছাকাছি থাকতে পেরেছিলাম, তাদের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করে আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলাম। এই অমূল্য অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে আমাকে ব্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনার পাথেয় গড়ে দিয়েছিল। ব্যাকে আজও এ নিয়ম প্রচলিত রয়েছে যে, একজন কর্মী তা তিনি যে স্তরেরই হোন না কেন, তাকে কিছুদিন ফিল্ডে অবস্থান করে ব্যাক সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে হবে। ব্যাকের পরিভাষায় একে বলে immersion. Immersion-এর সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ কী হতে পারে? নিমজ্জন কিংবা অবগাহন? আমার মনে হয় 'অবগাহন'-ই উপযুক্ত অর্থ বহন করে। অনেকের মতো আমিও মনে করি, ব্যাকে পুরোপুরি অবগাহন না করলে তার সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যকে বোঝা আদৌ সম্ভব নয়।

দীর্ঘপ্রায় চার দশকে ব্যাক বাংলাদেশ-এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে এবং ব্যাক আন্তর্জাতিক কর্মসূচির বিভিন্ন দেশে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। এই সময়ে আমার পদমর্যাদা ও অবস্থানের বেশ পরিবর্তন হয়েছে। তবে আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, নিতান্তই চারাগাছ থেকে বিকশিত মহীরুহ ব্যাককে আমি খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলাম। ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এগিয়ে যাওয়ার ব্রতে আমরা স্থিতসংকল্প ছিলাম। কারণ আমরা বিশ্বাস করেছি যে, পথ আমাদের নিশ্চিত গন্তব্যে নিয়ে যাবে।

দীর্ঘ যাত্রাশেষে পথিককে তো থামতেই হয়। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম মেনে আমাকেও কর্মজীবন থেকে অবসর নিতে হয়েছে। আজ ব্যাক পঞ্চাশে উত্তীর্ণ, তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। সেই ব্যাকের চার দশক

আমি কীভাবে দেখেছি, তার আরও কিছু নির্মোহ অনুভূতি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির সঞ্চয় থেকে এখানে তুলে ধরছি।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্ষুদ্রঋণ প্রভৃতি ব্যাকের প্রধান কর্মসূচি। ভবিষ্যতমুখিতা ও রূপান্তরকামিতা এ সকল কর্মসূচির এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যার কারণে যুগ বদলালেও কর্মসূচিগুলো কখনও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। আবেদনাই আমাদেরকে তৃণমূল পর্যায়ের জ্ঞানকে ধারণ করতে বলতেন। তিনি নিজেও মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসে তাদের সুখ-দুঃখের কথা মন দিয়ে শুনতেন। তাদের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইতেন, ব্যাকের কর্মসূচি তাদের জীবনে কী প্রভাব ফেলছে সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ পাঠ গ্রহণ করতেন।

কোনো কর্মসূচির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে নতুন কর্মসূচি হাতে নেওয়ার আগে তার উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য মাঠপর্যায়ে কর্মী ও জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মতবিনিময় করা হতো। এই আলোচনার সারাংশ ব্যাকের নীতি-নির্ধারনী সভায় গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হতো এবং এভাবেই নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হতো, যা স্বভাবতই হয়ে উঠত মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। জনগণের সঙ্গে ব্যাকের এই চমৎকার মিথস্ক্রিয়া তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ক্ষুদ্রঋণে উল্লেখযোগ্য অবদানের মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মহারণে আমরা ছিলাম সংশ্লিষ্ট। এই সাফল্যের ফলে ব্যাকের অবদান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করে। বিস্ময়কর এই যে, এ সকল অভিযানে মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন ব্যাকের মাঠকর্মীরা, প্রকৃত অর্থেই পদাতিক, যারা বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে এসেও এমন অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন সংস্থার আদর্শ, অদম্য মনোবল, স্থিরসংকল্প ও একাত্মতার কারণে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি টিমওয়ার্কের সুফল হিসেবে cross-learning ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক।

আমি আগেই বলেছি যে, বিভিন্ন দেশে ব্যাকের কর্মসূচি পরিচালনা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমরা কেবলই ব্যাক বাংলাদেশের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে পুঁজি করে সেই সকল দেশে অনুরূপ কর্মসূচি



গ্রহণের ক্ষেত্রে সরাসরি তা সংযোজন বা প্রতিস্থাপন (transplant) করার চেষ্টা করি নি। প্রতিটি দেশের ভূ-রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের যে ভিন্নতা ও বিচিত্রতা রয়েছে, আমরা তা অনুধাবন করেছি। আমরা তা ধারণও করেছি এবং সেই দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার উপযোগী করে কর্মসূচি গ্রহণ করেছি এবং সেভাবেই তা পরিচালনা করেছি। কিন্তু এতসব বৈচিত্র্যের মধ্যেও ব্র্যাকের সার্বজনীনতা ও ঐক্যতানে কখনও কোনো ছেদ পড়েনি। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের সরকার, প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, অভিজ্ঞতা বিনিময়ও করেছি সার্থকভাবে। যে কারণে আমি দেখেছি, ব্র্যাক যেখানে যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সফল হয়েছে। এভাবে দেশে দেশে অগণিত মানুষের জীবনকে ছুঁয়ে গেছে ব্র্যাক। যার ফলে ব্র্যাক বারেবারে পৃথিবীর এক নম্বর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দীর্ঘ কর্মজীবনে ব্র্যাকের এই উত্থান, বিকাশমানতা ও গ্রহণযোগ্যতার কারণ বিশ্লেষণে আমার কাছে এটাই প্রতিভাত হয়েছে যে, সংস্থার আদর্শ, নীতিমালা ও কর্মপন্থা সুদূরপ্রসারী ও সুচিন্তিত হওয়ায় সকলে তা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে বলেই তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি কম হয়ে থাকে।

দেশে কিংবা বিদেশে, প্রকৃত অর্থেই জনগণের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে তাদের সমস্যাগুলোকে আমরা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। মূলত আমাদের জীবনপাঠ এভাবেই পরিপূর্ণতা লাভ

করেছিল। মাঠ পর্যায়ে সমস্যা হলে তাৎক্ষণিকভাবে আমরাই তার সমাধান খুঁজে নিতাম। সবসময় হয়ত এতে কাজক্ষিত ফল পাওয়া যেত না, তবুও আমরা কখনও হতাশ হইনি। ভুল থেকে শেখা বা ঠেকে শেখার এই অনুশীলন আমাদের ব্যবস্থাপনা তথা নেতৃত্বদানের দক্ষতাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করেছে। আরেক সংস্কৃতি ছিল ফিডব্যাক। আমরা মুক্তমনে একে অপরকে ফিডব্যাক দিতাম ও নিতাম। কর্মক্ষেত্রে কোনো সমালোচনাকেই কখনও আমরা গুরুত্বহীন মনে করি নি, কারণ আমরা জানতাম আমার সমালোচক আমার বন্ধুও বটে।

মানুষের প্রতি তার অঙ্গীকার পূরণে ব্র্যাককে ক্ষুদ্র থেকে বৃহদায়তন হতে হয়েছে। আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উপযুক্ত হতে ব্র্যাক নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ধাপে ধাপে তার ব্যাপ্তিকে সম্প্রসারিত করে। কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর ও উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কর্মসূচির আকার ও আয়তন বাড়ানোর সঙ্গেসঙ্গে মাঠপর্যায়ে কর্মসূচিকে ধরে রাখতে স্থানীয়ভাবে স্বাস্থ্যসেবিকা, প্যারাভেট, প্যারালিগ্যাল প্রভৃতি স্বেচ্ছাকর্মী নির্বাচন করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সেবাপ্রদানে এমনভাবে উপযুক্ত করে তোলা হয়, যাতে ব্র্যাকের কোনো কর্মসূচির সমাপ্তির পরেও তারা অর্জিত জ্ঞানকে জনগণের সেবায় কাজে লাগাতে আত্মপ্রতায়ী হতে পারেন। ব্র্যাক এভাবেই স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি কমিউনিটি পর্যায়ে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে চলেছে।

প্রাকৃতিক ও মানবিক দুর্ঘোণে তাৎক্ষণিক ও প্রথম সাড়াদানকারী হিসেবে দেশে-বিদেশে ব্র্যাকের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের সঙ্গে যৌথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি দুর্ঘোণপ্রতিরোধমূলক কর্মসূচি ও মানবিক সহায়তা নিয়ে ব্র্যাক মানুষের পাশে দাঁড়ায়। ভূমিকম্পবিধ্বস্ত হাইতি, সুনামিপীড়িত শ্রীলঙ্কা, যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানসহ দারিদ্র্যপীড়িত আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনে ব্র্যাক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা উদ্বাস্ত সমস্যা ও রানা প্লাজা ধ্বসের কারণে সৃষ্ট মানবিক দুর্ঘোণেও ব্র্যাক তাৎক্ষণিক ও নিয়মিত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবাপ্রদান অব্যাহত রেখেছে। এভাবে ব্র্যাককর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বহুমাত্রিক হয়েছে।

ব্র্যাকে নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা ও আধুনিকতা দৃশ্যমান। কারণ এর স্বপ্নদ্রষ্টা স্যার ফজলে হাসান আবেদ চাইতেন যে, প্রতিটি ব্র্যাককর্মী যেন তাঁর স্বপ্নকে ধারণ ও লালন করতে সমর্থ হয়। আমার মনে হয়েছে আবেদভাই একজন সফল নেতাই শুধু ছিলেন না, ব্যবস্থাপক হিসেবেও তিনি ছিলেন আদর্শস্থানীয়। চাকরির প্রথমদিকের দিনগুলোতে তাঁর সঙ্গে আমাদের নিয়মিত মিটিং হতো। কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় তাঁকে সর্বদা একজন মনোযোগী শ্রোতা হিসেবেই দেখেছি। তিনি যে কোনো জটিল পরিস্থিতিতে নিরঙ্কুশ থেকে, সকলকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। এই স্বপ্ন পরিসরের লেখায় আমি তাঁর এমন বিশেষ কয়েকটি গুণের কথা তুলে ধরব, যা সংস্থার প্রতিটি কর্মীর জন্যই প্রণিধানযোগ্য।

সিদ্ধান্তগ্রহণে অনন্যসাধারণ গুণ ছিল আবেদভাইয়ের। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সিদ্ধান্ত সঠিক, সমন্বিতমুখী ও সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে। আমার বেশ মনে পড়ে, নব্বইয়ের দশকে দেশব্যাপী মৌলবাদী হামলার অংশ হিসেবে যখন ময়মনসিংহ ও বগুড়াতে ব্র্যাক স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া, তুঁতগাছ কেটে ফেলা, যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসায় বাধা দেওয়ার মতো সহিংস ঘটনায় আমরা চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিলাম, তখনও আবেদ ভাইকে স্থিরচিত্ত এবং লক্ষ্যে অবিচল থাকতে দেখেছি। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে, যেহেতু জনগণই কর্মসূচির প্রাণ, তাই তারাই ব্র্যাককে ধরে রাখবে। তিনি আমাদেরকে সবসময় জনগণের সঙ্গে থাকতে বলেছিলেন। তার সুদৃঢ় মনোবল, দূরদর্শী ও সমন্বিত সিদ্ধান্তগ্রহণের কারণে ব্র্যাক সেই সঙ্কটকাল সফলতার সঙ্গে অতিক্রম করতে পেরেছিল। ফলস্বরূপ ব্র্যাকের কর্মসূচি উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত ও বহুমাত্রিক হয়েছে, তার জনসংশ্লিষ্টতাও বেড়েছে। তাঁর বিচক্ষণতা ও অনুপ্রেরণায় ব্র্যাকের সকল স্তরে নেতৃত্বের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। চর্চায় ব্র্যাক অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার হতেই পারে। আবেদভাইয়ের দূরদর্শিতা ব্র্যাককে কখনও নেতৃত্বশূন্য হতে দেয়নি।

ব্র্যাক তার কর্মীদেরকে ব্যয়সাশ্রয়ী হতে নিয়ত উদ্বুদ্ধ করে, তবে তা আদর্শ ও গুণমানের সঙ্গে আপোস করে নয়। ব্র্যাকে আর্থিক-নিরীক্ষার পাশাপাশি কর্মসূচি-নিরীক্ষাও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়ে থাকে। কারণ সংস্থার নিজস্ব নিয়মিত আর্থিক-নিরীক্ষার পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী তথা তৃতীয় পক্ষের আর্থিক-নিরীক্ষা যেমন তার আর্থিক রেকর্ডের প্রতিনিধিত্ব ও যথার্থতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করে, তেমনই কর্মসূচির ফিল্ড ভিজিট, মাসিক তথ্যবিবরণীর পাশাপাশি স্বতন্ত্র মনিটরিং ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্পাদিত কর্মসূচি-নিরীক্ষাও কর্মসূচিসংক্রান্ত রেকর্ডের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে সহায়ক। ব্র্যাকে সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুশীলন করা হয়।

অন্য অনেক কিছু মতোই সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও ব্র্যাক অগ্রপথিক। উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো পরিচালনায় ব্র্যাক স্থানীয় সরকার ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে নিয়মিত কর্মময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। যার ফলে ব্র্যাক কর্মসূচির পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচিগুলোও জনমুখী হয়ে ওঠে এবং সুশাসন কার্যকরের পথ উন্মুক্ত হয়। সংস্থার অভ্যন্তরে সুশাসন রক্ষায় ব্র্যাক ব্যবস্থাপনা বেশ আন্তরিক। ব্র্যাকের মানবসম্পদ নীতিমালা অনুসরণ করতে গিয়ে কোনো কর্মী কোনো কারণে সংক্ষুব্ধ হলে তিনি যাতে তার ক্ষোভ নিরসনে সর্বোচ্চ সেবার অধিকার লাভ করতে পারেন, সেজন্য ব্র্যাক ‘ন্যায়পাল’ নিয়োগ করেছে। সুশাসন কার্যকর রাখতেও ব্র্যাক অতদ্রুতপ্রহরী।

উন্নয়নকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে ব্র্যাক তার কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে থাকে, যার কেন্দ্রে থাকে অবধারিতভাবে মানুষ, বিশেষ করে সহায়হীন দরিদ্র পরিবারের মহিলা ও শিশু। অধিকারবঞ্চিত মানুষকে অধিকারসচেতন করে উন্নয়নের মূলশ্রোতে যুক্ত করে ব্র্যাক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে (inclusive development) অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ব্র্যাক এমন এক স্বপ্নের নাম, যে স্বপ্ন দেশে-বিদেশে অগণিত সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে আছে। যাদের কাছে ‘স্বপ্ন’ শুধুই বিলাসিতার নামান্তর, ব্র্যাক তার ‘জিয়ন কার্টি’ ছুঁয়ে তাদের চেপে রাখা সেই স্বপ্নগুলোকে জাগিয়ে তুলেছে, তার বাস্তব রূপদানে সহায়তা করেছে। পরিবারের সদস্যদের সুস্থ জীবন, উজ্জ্বল পরমায়ু, সন্তানের শিক্ষা ও মহাজনী ঋণের নাগপাশমুক্ত জীবন দেওয়ার জন্য ব্র্যাক কোটি কোটি মানুষের স্বপ্নপূরণের সারথি হয়েছে।

জালালউদ্দীন আহমদ

সাবেক আঞ্চলিক পরিচালক-এশিয়া, ব্র্যাক আন্তর্জাতিক

অতলান্ত গভীর আলোর প্রাণপুরুষ

চন্দ্রশেখর সাহা

সময় নদীর মতো। আমি বলি, সময় সময়ের মতো। ধরতে পারলে থেকে যায়। বিফল হলে বিস্মৃতির ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বরেই শেষ নিয়তি। আবেদ ভাই এসেছিলেন থাকার জন্য নয়, যা প্রকৃতির চিরন্তনে নির্দিষ্ট। কিন্তু তিনি শাল্লা থেকে ঢাকা হয়ে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে গেছেন যতি চিহ্নহীন। বিশ্বময় রয়ে গেলেন সবার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে। দেওয়া-নেওয়া আর নেওয়া না দেওয়া। শুধুই দেওয়ার উৎসবে সারাজীবন উৎসর্গ করা মানুষের সংখ্যামাত্র। ব্যতিক্রমী কয়েকজন। তার মধ্যে অন্যতম আমাদের সবার আবেদ ভাই।

প্রতিদিন সূর্য পূর্বদিকে দেখা দেয়। সময়ের হাত ধরে মধ্য গগন হয়ে যায় অস্তাচলে। সন্ধ্যায় যখন আকাশে প্রদীপ জ্বলে নক্ষত্রলোকে, আবেদ ভাই তেমনি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের উষালগ্ন থেকে। আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্ব্যাপনের সময়ে তাঁর সুবিশাল কর্মকাণ্ড সবাইকে বিস্মিত করে! সম্ভাবনা ও আত্মবিশ্বাসের শক্তি এবং অবহেলিত নারী সমাজের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার যে আকাঙ্ক্ষা, তার সবগুলোই তিনি সুন্দরভাবে পরিকল্পিত সত্যের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পেরেছেন। তিনি কোনো স্মৃতিস্তম্ভ অথবা স্মৃতিসৌধে অনুগত ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে লালিত স্বপ্ন। প্রয়োজন সময়মতো সঠিক পথে সহায়তা দিয়ে আলোর স্পর্শের মধ্যে সম্পৃক্ত করতে পারা।

বাংলাদেশে বয়ে যাওয়া পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা-র সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যার যে প্রবাহ, এই প্রবাহে বাঙালি শিল্প-সংস্কৃতি ও সমাজ উন্নয়নের বিকাশের উন্মেষণ হয়েছিল সেই চর্যাপদের সময়কাল থেকে। আবেদ ভাই দূরদর্শী মনোভাবকে সঠিক সময়ে সঠিক সহযোগিতা ও সঠিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদেরও অগ্রসর হতে সহায়তা করেছিলেন। পরম নির্ভরতায় তাঁর সব সময়ের স্বপ্নের সঙ্গে ‘এক এবং অদ্বিতীয়’ আমার প্রতিষ্ঠান যতিচিহ্নের বিভ্রম হয়ে থাকবে, এর কোনো মিল নেই। একজন সমাজের প্রয়োজনে পথ তৈরি করেন, আবার বাড় ও বিপদেও সহায় থাকেন আশ্রয় হয়ে। আমাদের আবেদ ভাই সেই দর্শনের প্রাণপুরুষ। ব্যক্তিজীবনে তিনি সব দায়িত্বে আন্তরিক থেকেও হাজার মানুষের ব্যক্তিজীবনের নির্ভরতার পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিলেন। সারা পৃথিবী আছে এবং কিছুই নেই, দু’ভাগে বিভক্ত। তিনি সমস্ত জীবন দিয়ে পদযাত্রায় আলোকিত পথের

সন্ধান দিয়ে গেছেন অর্থনৈতিক মুক্তি ও শিক্ষার প্রসারে অবহেলিত মানবসম্পদকে। নারীদের অধিকার ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতায় তাঁর অবদান বাংলাদেশ সবসময়ই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে রাখবে।

হস্তজাত কারুশিল্প পণ্যের শিল্পী, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরম্পরাকে যে রক্ষা করে দেশজ নিজস্বতার ঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করতে হবে, সে বিষয়টি তাঁর চিন্তাচেতনার মধ্যে এসেছিল ১৯৭৯ সালের আগে থেকেই। মেয়েরা ঘরে বসে তার পরিবারের শিক্ষা থেকে উপার্জনে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার স্বাদ নিতে পারে, সেই প্রেক্ষিতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আড়ং। আড়ং ডেইরি, আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনসহ আরও বহুমুখী অর্থ উপার্জনের প্ল্যাটফর্ম গড়েছিলেন। যাদের সফট ও শঙ্কায় ভরা অশ্চর্যতার জীবনযাপন, তাদের আশ্রয় হয়েছিল নতুনভাবে বাঁচার জন্য ব্য্রাকের প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগগুলো।

আবেদ ভাইকে সবসময়ই দেখেছি একজন কথা শোনার বিস্ময়কর স্মৃতিধর মানুষ হিসেবে। সব সময়ে সব বিষয়ে প্রথমেই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। দেখতাম একটা ছোট কাগজে ডাক্তারদের মতো নোট করতেন ও ছোট ছোট লেখা লিখতেন। এরপর বলা শেষ হলে খুব অল্প সময়ে সুনির্দিষ্ট ভঙ্গিতে হালকা হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে তুলে বুঝিয়ে বলতেন কেন ভালো, কেন পরিবর্তন, কেন সিদ্ধান্ত এবং কীভাবে সঠিক ভাবনা ভাবতে হয়। বলতেন শিক্ষকের মতো কিন্তু শিক্ষকতার ভঙ্গিতে নয়। পরিচালকের মতো কিন্তু পরিচালনার পদমর্যাদার অহঙ্কার থেকে নয়, সহজ সরল কথোপকথনের মাত্রাকে শ্রোতা ও গ্রহীতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দৃষ্টিপাত করতেন।

আবেদ ভাইয়ের অসাধারণ ও ঈর্ষণীয় স্মৃতি প্রখরতা ছিল। আমি ৬৬ মহাখালীর অফিসে কথা শেষ করে বের হওয়ার পরে বহুবার পেছন থেকে আবারও ডেকে বলতে শুনেছি, তুমি বলেছিলে ওই তারিখে হবে। সেই কাজের কী হলো? আমি মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে ভাবনায় সাঁতার দিলাম। এতদিন আগের কথা মনে রেখে জিজ্ঞাসা করছেন কীভাবে! আমার তো কিছুই মনে নেই। বই পড়তে অসম্ভব ভালোবাসতেন। আমার জগৎ ছিল আড়ংয়ের পণ্য উন্নয়ন। এ বিষয়েও নানাভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন। প্রায় অসম্ভব ভারতের NID (National Institute of Design) থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। দেশে-বিদেশে এ



বিষয়ে পণ্য নকশা ইতিহাস ও পরিবর্তনের ধারায় আধুনিকায়ন study করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যা বলে শেষ করা যাবে না। আজ বুঝতে পারছি আমার আমি হয়ে ওঠার পেছনের মূল স্থপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় আবেদ ভাই। তার দূরদর্শিতা ১৯৮১ সাল থেকে কীভাবে আমার ভূমিকা আরও কার্যকর হবে, আড়ংয়ের ভিত তৈরিতে এবং বাংলাদেশের লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডের নিজস্ব ধারাটি রচিত হতে হবে, তা তিনি ৪০ বছর আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। ৩শ কোটি টাকার স্বপ্নের কথা শুনিয়েছিলেন, যখন আড়ং মাত্র ৬০ কোটির দুয়ারে পৌঁছেছিল। সেদিন মিটিং থেকে বেরিয়ে সবাই নির্বাক হয়েছিলাম।

আমাদের সবার স্বপ্নের মধ্যে তিনি বাস করেন একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে চির সবুজের সৌরভে। যে কোনো কাজে সব সময়েই তিনি সামনে এসে দাঁড়ান নিভূতে, সেই সদা হাস্যময় সৌম্যকান্তি নিখুঁত ঋজু ব্যক্তিত্বে, যেখানে নির্ভরতার সীমাহীন আকাশ আর সম্ভাবনার অতলান্ত সমুদ্র এক দিগন্ত রেখায় এসে মিশে গেছে। ‘সম্ভব নয়’ শব্দটি কোনোদিন আবেদ ভাইয়ের অভিধানে ছিল না।

দেশ, জাতি, মানুষ তার অন্তর্নিহিত অশেষ প্রাণশক্তি সবই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নিজের মেধা ও মননের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর অনেক দুর্ভাবনার সঙ্গে তাঁর করুণাঘন আন্তরিক বোধের যোগসূত্র

ছিল, যেটি নান্দনিক। প্রতিষ্ঠান এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সত্যের দর্শন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্রগুলো তিনি রচনা করে গিয়েছিলেন সময়ের অধ্যায় থেকে অধ্যান্তরে জাগতিক কর্মযজ্ঞের ভ্রমণের মধ্য দিয়ে।

ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডে প্রতিটি অনু-পরমাণুর কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি জড়িয়ে আছেন বরাভয় নিয়ে। বিশ্বাস, বোধ ও কর্মযজ্ঞের একাত্মতা সবই নিবিড়ভাবে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন কর্মের ভেতরে থেকে। আরোপিত সৌন্দর্য বাহির থেকে নয়। সৌখিনতার প্রলেপ থেকে মনকে ৩৮০ ডিগ্রি বিপরীতে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র দেশের জন্য কিছু একটা করতে হবে ভাবনা থেকে, যেখানে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হবে। জয়-পরাজয় কখনই তাঁর মনকে স্পর্শ করতে দেখিনি। কর্মই ধর্ম, তবে সঠিক বিষয়টি প্রজ্ঞা ও মেধার সঙ্গে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা ও অনুধাবনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথটি আবিষ্কার করে নেওয়া এই মন্ত্রের সৃজন মানুষ এক এবং অদ্বিতীয় আমাদের সবার প্রিয় স্মৃতি আবেদ ভাই।

চন্দ্রশেখর সাহা

সাবেক আড়ং কর্মী, তাঁত গবেষক ও কারুশিল্পবিদ





সেতু-র পাতা থেকে

১৯৮৫ সাল থেকে ব্র্যাকের অভ্যন্তরীণ মুখপত্র হিসেবে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে 'সেতু'। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিগত ৫০ বছরের অভিযাত্রায় ব্র্যাকের নানা কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে রয়েছে এর প্রতিটি পাতা। সেখান থেকে কিছু গল্প এখানে তুলে ধরা হল।

'আমি ব্র্যাকে কেন চাকরী করছি'

খোন্দকার আরিফুল ইসলাম
(পি, ও) ওটেপ, কিশোরগঞ্জ

আমি ব্র্যাকে কেন কাজ করছি একথা কেউ বললে তাকে আমি বলবো :-

ব্র্যাকে আমি আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে মিশতে পারি।

এখানে কোন কিছুই চাপিয়ে দেওয়া হয় না। এখানে সম্মিলিতভাবে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ব্র্যাকে কারও উন্নতিতে কেউ প্রতিবন্ধক নয়।

এখানে ঘৃষ নেই, দুর্নীতি নেই যে বেতন পাই তাতে আমার স্বাভাবিক জীবন যাত্রা চলে।

ব্র্যাকে ভালো কাজের স্বীকৃতি এবং অবৈধ কাজের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ব্র্যাক কর্মীদের সততা ও সহানুভূতিশীলতা আমায় মুগ্ধ করে। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্র্যাক অনেকটা পবিত্র ও নির্মল বলে আমি মনে করি।

এ চাকরীর মাধ্যমে আমি ভাগ্য বিড়ম্বিত জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে তাদের সুখ-দুঃখের কথা জানতে পারছি ও তাদের জন্য কিছু করতে পারছি বলে ব্র্যাককে আমি ভালোবাসি এবং এ চাকরী করছি।

সেতু, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৫

ডাকাতি

এস, এম, আতিয়ার রহমান
আর. টি. ওটেপ, চাঁদপুর।

১৯৮৩ সালের ১৯শে আগস্ট শুক্রবার। Special Reinforcement Team এর সদস্য আমরা। কচুয়ার কলাতলা ইউনিয়ন হতে গোপালপুর ইউনিয়নে যাচ্ছি। বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি। এক নৌকার ছেঁ-এর মধ্যে আমরা ৩ জন পিও। অন্যটায় বস্তা, ট্রাংক ও ৩টা সাইকেলসহ কুক। বাতাস ও স্রোতের প্রতিকূলে সকাল ৯টা থেকে আমাদের যাত্রা। কচুয়া বাজার থেকে খাওয়া সেরে নিয়েছি তখন প্রায় রাত ৮টা। আরও ২ ঘণ্টা আমাদের যেতে হবে। মাঝি নৌকা ছেড়ে বড় নদীতে আসতেই দু'দিক থেকে দুইটা নৌকা আমাদের গতিরোধ করে দাঁড়ালো। আমরা প্রমাদ গুনলাম। বুঝতে বাকি রইল না—ডাকাতের খপ্পরে পড়েছি। আমরা নিরুপায় ও অসহায়ের মত বসে আছি। ওরা একে একে বস্তা, ট্রাংক ও সাইকেলগুলো ওদের নৌকায় তুলে নিচ্ছে। বেদম মারপিট ও দায়ের কোপ খাওয়া থেকে বাঁচার জন্য ঘড়ি, কলম, টাকা-পয়সা খুলে দিচ্ছি। জায়গাটা নিরাপদ নয় জেনেও পাড়ি ধরে আজ এই বিপত্তি।

মৃত্যুভয় উপেক্ষা করেই আবু বকর শুধু বললো— 'আমরা ডাইরিয়ার ডাক্তার। টাকা-পয়সা ছাড়াই লবণ-ওড়ের স্যালাইন দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করি বাড়ী বাড়ী গিয়ে—'

ওদের ভিতরে মুহূর্তের মধ্যে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। সব কিছু থমকে গেলো। তারপর

সর্দারের নির্দেশে আমাদের সব কিছু ফেরত দিলো। সাইকেল, ট্রাংক, বস্তা ইত্যাদি। অভয় দিলো, শ্বাস ছেড়ে বাচলাম। তবু ভয় কাটলো না। বিপদজনক রাস্তা কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে যাবার সময় বললো এভাবে রাতের বেলায় যেনো চলাচল না করি। পরে জানলাম সর্দারের মুমূর্ষ কন্যাকে প্রায় ২ বছর আগে আমাদের ও আর, ডব্লিউ টিমের পি, ও রা স্যালাইন খাওয়াইয়ে সুস্থ করে তুলেছিল।

সেতু, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৫



চিমাটি রাণীর বিয়ে

সেদিন এক বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে গিয়েছিলাম তার বিয়েতে। যাওয়ার তেমন একটা ইচ্ছা ছিলনা। কিন্তু বন্ধু বলল তোমায় যেতেই হবে। তুমি যদি এ বিয়েতে না যাও তবে বিয়ের আসরই যে জমে উঠবেনা।

বললাম—তা তোমার কনেটি কে? সে সলজ্জ হেসে বলল: কেন? চেননা! ঐ যে চিমাটি রাণী। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—চিমাটি রাণী, মানে যার ডাক নাম লবণ? মুচ্কি হেসে বন্ধুটি বলল—ঠিক তাই, জান ওর সাথে না আমার মন দেয়ানেকা চলছে। কিন্তু.....।

জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু কি? বিয়ে হচ্ছিলনা এইতো?

ঠিক তাই। তবুও হয়তো বিয়েটা হতোনা যদিনা পানি ভাই আমাদের বিয়ের ঘটকালীর ভারটা না নিত। ঐ পানি ভাই এর জন্যই আজ আমি চিমাটি রাণীকে পাব, তা ভাই তুমি আর না করোনা। অবশ্যই যাবে কেমন?

আচ্ছা আচ্ছা যাব'খন, অবশ্যই যাব। বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে দেখি বিরাট আয়োজন। ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। খাবার পালা শুরু। সেকি আয়োজন খাবারের।

আমি জানতাম চিমাটি রাণীকে আরও একজন বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু চারিদিকে তাকিয়ে কোথাও তাকে দেখতে পেলাম না। যাই হোক আনন্দের সাথে খাওয়া-দাওয়া হলো—সবাই রান্নারও খুব তারিফ করলো।

এমন সময় হঠাৎ খবর এলো অতিথিদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল অনেকেরই পাতলা পায়খানা শুরু হয়েছে। সবাই বলল, ডায়রিয়া আক্রমণ করেছে। আমি বুঝলাম, কেন এতক্ষণ তাকে দেখা যায় নি। সে চিমাটি রাণীকে বিয়ে করতে ব্যর্থতার প্রতিশোধ নেবার অপেক্ষায় ছিল।

বন্ধু গুড় কিন্তু ঘাবড়ালো না। চিমাটি রাণী আর ঘটক পানিকে নিয়ে একসাথে পাল্টা আক্রমণ চালালো ডায়রিয়ার উপর। অতিথিরাও সাহায্য করলো গুড় লবণ আর পানিকে। শেষ পর্যন্ত পরাজিত ডায়রিয়া আসর ছেড়ে পালালো। সবাই সুস্থ হয়ে উঠলো আবার। ধন্য ধন্য করতে লাগলো ডায়রিয়ার বিরুদ্ধে গুড়-লবণ-পানির যৌথ প্রতিরোধকে।

চিমাটি রাণী লবণ বললো: পানির সার্থক ঘটকালীতেই আমি গুড়ের মতো স্বামী পেলাম। আমি সত্যিই ভাগ্যবতী। আমরা তিনজনে দেশের সবখান থেকে শত্রু ডায়রিয়াকে তাড়াবো। এ কাজে আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন।

বেগম বিউটি সরকার

ও আর ডব্লিউ ওটপ, কিশোরগঞ্জ।

সেতু, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৫

পালা বদল

একজন কবির একটি কবিতার লাইন বার বার আজ মনে পড়ছে। 'আকাশের নীচে কখন কি হয় যায় না বলা'। সত্যি আমি আজ ভাবতেও পারছি না কেমন করে মানুষের জীবনে এমন পালা বদলের পালা আসে।

আমি ওটপ' এর একজন মাঠকর্মী। বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার বিল্লগ্রাম। বড় দরিদ্র আমরা। বাবা অসুস্থ। ছোটভাইটি একমাত্র উপার্জনশীল। আমি বয়স্ক অনুষ্ঠা। আমার জন্যে মা বাবার কতো ভাবনা। সমাজের অনুশাসনকে তো এড়ানো যায় না।

তবু হঠাৎ আলোর বন্যা বয়ে গেল আমার মা বাবার মনে। আমার মামা একটি প্রস্তাব এনেছেন। আমাকে খবর দেয়া হলো। আমি ছুটি নিয়ে বাড়ী গেলাম। পাত্র পক্ষ আমাকে দেখলেন। বেশ খুটিয়ে খুটিয়েই দেখলেন। আমার অভিজ্ঞাবকদের স্বাস রুদ্ধ হয়ে আছে। তারপর ওরা জানালেন, মেয়ে পছন্দ হয়েছে। শুনে সবাই যেন হাফ ছেড়ে বাচলেন। ওরা বলে গেলেন কদিন পর বিয়ের তারিখ স্থির করে পাঠাবেন।

আমাদের বাড়ীতে যেন সুবাতাস বইতে লাগলো। এবার প্রতীক্ষা। তারপর এক বিষয় সন্ধ্যায় ওরা বলে পাঠালেন, মেয়ে পছন্দ হয়েছে, তবে একটা রঙিন টিভি চাই। টিভি! তাও আবার রঙিন! মা বাবার মুখের রঙটুকু যেন রঙ হয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

আমি ফিরে গেলাম কাজে। যে গ্রামে কাজ করছিলাম সে গ্রামেই সেই পাত্রটির বাড়ী। একদিন গভীর রাতে আমাদের ক্যাম্পে জরুরী তলব এলো। এক রুগীর অবস্থা খুব খারাপ। ডায়রিয়া। পরিচয় জেনে মনটা বিরূপ হয়ে উঠেছিলো। ভাবলাম যাবো না। তারপর ভেবে দেখলাম, আশেপাশে কোন ডাক্তার নেই, আমাদের যাওয়া উচিত। গেলাম আমরা তিনজন। সারারাত চিকিৎসা করলাম লবণ-গুড়ের স্যালাইন দিয়ে। সকালে রোগীর অবস্থা উন্নতির দিকে দেখে আমি চলে এলাম। ও বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে টের পেলাম কেউ কেউ আমাকে দেখিয়ে ফিসফাস করছে।

তার কদিন পর। ক্যাম্পে ছোটভাইকে সঙ্গে করে আমার মা এসে হাজির। ওরা শোনালো খবর। পাত্র শুধু আমাকেই চায়, টিভি নয়। আমার মা বললো, 'তুই অমত করিসনে মা'।

আমি কি বলবো! কাকে আমার আবেগ আর উচ্ছাস প্রকাশ করবো। ধন্যবাদ কাকে দেব! আমার মাকে! পাত্রকে! উহ! আমার মনতো জানে এই পালা বদলে, যার একমাত্র অবদান রয়েছে সেতো কোন মানুষ নয়, তিনটি নিষ্প্রাণ উপাদান মাত্র। ওদের তো হৃদয় নেই। ওরা কি বুঝতে আমার প্রাণের আকৃতি!

শীলা সরকার

ওটপ, কিশোরগঞ্জ।

সেতু, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৬



এখানে কোনদিনই বৃষ্টি হবেনা

(কুসংস্কারের খাঁচা থেকে ওরা এখনো
বেরুতে পারেন নি কবে ওদের ভেতরের
আমি মুক্তি পাবে — জানি না জানি না।)

আমি এখন তিনআনি আরডিপিতে
কাজ করছি। ব্যাকের কাজের ধারা
অনুযায়ী মোটর সাইকেল চালিয়ে রোজই
আমাকে কর্ম এলাকায় যেতে হয়। কখনো
দূরে কখনো কাছে। আমাদের এই যাওয়া
আসার কোন বিরাম নেই, বিচ্ছিন্নতা নেই।
মানুষের মাঝেই আমাদের জীবন, মানুষকে
নিয়েই আমাদের জীবন।

সেদিনও আমি প্রতিদিনকার মতো মালিঝি
কান্দায় যাচ্ছিলাম। উদ্দেশ্য সমিতির মিটিং এ
হাজির হওয়া। কিন্তু যেই আমি তিনআনি

বাজারের পরিয়ে ভাঙাপুলটার বগলে গেছি,
একটা পাথরের কনায় গেলে আমার মোটর
সাইকেলটা উল্টে গেল। আমি আঘাত পেয়ে
মাটিতে পড়ে রইলাম।

আপনারা যারা এ অঞ্চলে আসেননি,
এখানকার রাস্তাঘাট সম্পর্কে আপনাদের
বোঝাতে পারব না। শুকনো মওসুমে প্রতিটি
রাস্তা হা হয়ে থাকে। পাথরের ডাই বেরিয়ে
থাকে তীক্ষ্ণধার জিহ্বা উঠিয়ে। বৃষ্টি হলে এই
খড়খড়ে রাস্তার চেহারাটা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়।
তখন কাদা জলে একাকার। সে কাদা যে
কেমন আঠালো না দেখলে বিশ্বাস করা যায়
না।

সে যাকগে, আমি তো পড়েই আছি মোটর
সাইকেলের নীচে। ভাবছি কেউ আমাকে
টেনে তুলবেন। তখন ভর দুপুর। আগুনের
হলুকা ছড়াচ্ছে আকাশ। কাছে পিঠে লোকজন
তেমন নেই। আহত চোখে তাকিয়ে দেখলাম
একটা রিক্সা আসছে। তাতে দু'জন মুরব্বী
গোছের লোক।

ওদের দেখে আমার মনে আশার সঞ্চার হলো।
ভাবলাম তারা আমাকে টেনে তুলবেনই।
কিন্তু কাছে আসতেই মুরব্বীদের একজন
বললেন, ইসরে, দেশটা জ্বলে গেল। একটুও
বৃষ্টি নেই। মেঘ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

আরেকজন আমার দিকে ইংগিত করে
বললেন, সারা দুনিয়ায় বৃষ্টি হলেও এখানে
হবেনা। দেখছেন না মেয়ে মানুষ মোটর
সাইকেল চালাচ্ছে।

আমি কান পেতে কথা গুলো শুনলাম। তারা
যে আমাকে টেনে উঠালেন না, তার জন্যে
মোটাই কষ্ট হলোনা। আমার কষ্ট হলো এই
ভেবে যে কুসংস্কারের খাঁচা থেকে ওরা
এখনো বেরুতে পারেননি।

কবে ওদের ভেতরের আমি মুক্তি পাবে—
জানিনা, জানিনা।

আফরোজা খান
পিও আরডিপি
তিনআনি, শেরপুর

সেত, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ১৯৯২

১৯৭৪ সালের কথা। আমি ঘুঙুরগাঁও ক্যাম্পে। বন্যার
পানি সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। ঘরে পানি।
চৌকির উপর চৌকি তুলে থাকতে হতো। আর ছিল
সাপ। অজস্র, অসংখ্য। পানিতে যে এতো সাপ
থাকতে পারে তা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা
যায় না। প্রথম প্রথম খুব ভয় পেতাম, ক্রমে সয়ে
গেছে। খাবারের খুব কষ্ট গেছে তখন। চারিদিকে
পানি, বাজার বসবে কোথায়! তবে পানিতে মাছ ছিল
প্রচুর। সারাদিন কাজ শেষে ঘরে ফিরে চৌকির উপর
বসে ঘরের ভিতরেই ছিপ ফেলে মাছ ধরতাম সবাই
মিলে। তাই দিয়েই খাওয়া চলতো। একদিন আমি
শুয়ে আছি। কুক এসে বললো, স্যার, আমি যে মাছ
কেটে রাখলাম গামলায় সেগুলো গেল কৈ? 'আমি এক
ধমক দিলাম, 'যাও মিথ্যা বলার আর জায়গা পাওনা,
কাটা মাছ যাবে কোথায়'! বেচারী ধমক খেয়ে চলে গেল।
একটু পরেই সে এসে আমাকে ডাকলো, 'স্যার, দেখে যান
কাটা মাছ কোথায় যাচ্ছে'। উঠলাম। গিয়ে দেখি
১০/১২টা সাপ গামলা থেকে কাটা মাছগুলো ছোবল মেরে
তুলে নিচ্ছে আর কপ কপ করে গিলছে।

আমার সবচাইতে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হলো আর
একদিন বিকেলে। মিটিং সেরে মারকুলি থেকে ফিরছি।
একই স্পীডবোট চালিয়ে আসছি হাওড় দিয়ে। হঠাৎ
মুহূর্তের মধ্যে ঝড় উঠলো। সেকি তেউ। যে কোন
মুহূর্তে স্পীডবোট তলিয়ে যেতে পারে। কোন মতে
তেউয়ের ধকল সামলে নিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলাম।
ঝড়ের গমক কমে গেল। কিন্তু মুমলধারায় রুগ্টি শুরু
হলো। ২/১ মাইলের মধ্যে কোথাও ডাঙার চিহ্ন নেই।
দিক হারিয়ে ফেললাম। মৃত্যু যেন শীতল হাত বুলোতে
শুরু করেছে আমার শরীরে, মনে। রুগ্টি থামলো
একসময়। কিন্তু রাত হয়ে গেছে। কোথায় চলেছি
আমি জানিনা। ইঞ্জিন পানি ঢুক বন্ধ। বৈঠা বেয়ে
এগুতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর একটা গ্রামে এসে ভিড়-
তেই বেশ কিছু লোক উদ্যত বল্লম, রাম দা নিয়ে ঘিরে
ফেললো আমাকে। ওরা ভেবেছে ডাকাত আসছে বুঝি।
পরিচয় দিয়ে রেহাই পেলাম এবং আতিথ্যও।

এস, এ, করিম
প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর আর, ডি, পি
সেত, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৬



দেয়াল ভাঙার পালা

সাইকেল চালানো পারবো কিনা এ নিয়ে আমাদের অনেকের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। শুনেছি কেয়ার-এর মেয়েরা সাইকেল চালান। আমরা কোনোদিন চালানোর ইচ্ছে নিয়ে সাইকেল ধরে দেখিনি। আমরা ঠিক করলাম, সময় ও সুযোগ পেলে মাঝে মাঝে ভাইদের সাইকেল নিয়ে চালানোর অভ্যাসটা আয়ত্ত করবো। টিমের সকল স্বাস্থ্যকর্মী দ্রুত এক সেট করে সালোয়ার-কামিজ তৈরি করে ফেললাম গোপনে গোপনে। তারপর ৩১ মার্চ শুক্রবার শিবিরের ভেতরে সকলে মিলে সাইকেল চালানো প্র্যাক্টিস শুরু করলাম। আগে থেকেই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিবিরের আশেপাশের ভাবীদের সাইকেল চালানোর কথা বলে রেখেছিলাম। পরদিন আমরা তখনো ফিল্ড থেকে আসিনি, তার পূর্বেই এ এলাকার হাইস্কুল-গামী কিছু ছাত্রী ও অল্পবয়সী ভাবীরা আমাদের সাথে দেখা করতে এলো। তারা জানতে চাইলো সেদিন আমরা সাইকেল চালানো কিনা? তারা সাইকেল চালানো দেখতে আগ্রহী। আমাদের দুজন স্বাস্থ্যকর্মী বোন দুদিনেই প্রায় সাইকেল চালানো শিখে ফেলেছেন। স্কুলগামী ঐ ছাত্রীরা আমাদের কাছে সাইকেল চালানো শেখার আগ্রহ প্রকাশ করলো।

ঐ ছাত্রীরা, তাদের ভায়েরা এবং আশেপাশের অনেক ছেলেমেয়ে দুতিন মাইল দূরের স্কুলে লেখাপড়া করে। এক সঙ্গে দল বেঁধে হেঁটে মেয়েদেরকে যেতে হয়। এই দুতিন মাইল রাস্তা কিন্তু এসব ছাত্রীদের ভায়েরা এবং

অন্য ছেলেরা প্রায়ই সাইকেলে করে যায়। এতে বেঁচে যায় অনেক সময়, কষ্টও হয় কম। কিন্তু মেয়েরা এতোটা পথ হাঁটতে গিয়ে ছেলেদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে। এই ছাত্রীরা ছেলেদের থেকে পিছিয়ে থাকতে চায় না। তারা চায় ব্যবধান ঘোচাতে।

হাইস্কুলে পড়া এ ছাত্রীরা হয়তো কখনো ভাবেনি মেয়েদের পক্ষে সাইকেল চালানো সম্ভব। আমাদের সমাজে প্রাইমারি এবং হাইস্কুল পাস করে অনেক মেয়েকেই ঘরে বসে বিয়ের দিন গুনতে হয়। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনচার মাইল দূরের স্কুল এবং আরো দূরের কলেজে যাওয়ার সাধ তাদের মেটে না। মেয়েদের সাইকেল চালানোকে সমাজে ভালোভাবে গ্রহণ করলে অনেক মেয়েই তাদের ভায়েরদের সাথে সাইকেলে দূরের স্কুল-কলেজে গিয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে পারতো। যৌতুকের দাবি মেটাতে না-পারা বাবা-মায়ের সংসারে অল্প বয়সেই এ মেয়েদেরকে বোঝা হিসেবে থাকতে হতো না। পড়া-লেখার মধ্যে থাকলে বাবা-মা বিয়ের ব্যাপারেও এতো ভাবতেন না।

হাইস্কুলে পড়া এই মেয়েরা আমাদের কাছে তাদের মনের কথা খুলে বললো। তারা চায় সমাজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিতে। আমরা যখন সাইকেল চালিয়ে গ্রামে যাওয়া শুরু করবো, তখন এরাও সাইকেলে স্কুলে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

সুফিয়া খাতুন ও কল্পনা ডাকুয়া
স্বাস্থ্যকর্মী, টিম নং-০৩
সিএসপি, সাটুরিয়া

সেতু, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯



‘দাই নয় নার্স’

নূরুল হদা পি.ও, জামালপুর

জামালপুর জেলার অন্তর্গত মাদারগঞ্জ উপজেলার অধীন আদারভিটা ইউনিয়নে সি. আর পি-৩ নং টিমে কাজ করি। T.T. দেওয়া শেষ করে দাই ট্রেনিং এর বেলায় আমাদেরকে বিপাকে পড়তে হয়। এলাকার মানুষ দাইদেরকে এমন ঘৃণা করে যে, যদি কেউ একজন করে (বাড়ী থেকে বাড়ী) তাহলে তাকে অবজার চোখে দেখে এবং তাকে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনাইতে হয়। ফলে কেউ একাজ করতে রাজী নয়। অথচ প্রত্যেক পরিবারেই এ ধরনের দু’একজন দাই পাওয়া যায় যারা নিজেদের বাড়ীতেই সীমাবদ্ধ। মানুষ ভাবে না যে, তাদের জন্মের সময় প্রথমেই এই দাইয়ের প্রয়োজন হয়েছে। তাদের আরও অজানা যে, প্রত্যেকটি আদম সন্তান জন্মের

সময় এই দাইয়ের প্রয়োজন। উল্লেখ করা যায় যে, কোন এক গ্রামে একটা দাই পাড়া আছে। তাদের কোন পূর্ব পুরুষ এই দাইয়ের কাজ করতো তা কেউ জানে না অথচ সমাজে তাদের স্থান খুবই নিশ্চেন। তারা আলাদা সমাজ গঠন করে বাস করছে। এমনকি পাঠশালা পর্যন্ত আলাদা। এই অসুবিধায় একটু বিচলিতই হয়েছিলাম। স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ করার পর এই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে, যারা একাজ করে (পরিবারে) তাদেরকে নার্স ট্রেনিং দেওয়া হবে। এই প্রস্তাবে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করায় গ্রামে গ্রামে কেন্দ্র তৈরী করে দাই ট্রেনিং দেওয়া হয়। এখানে প্রসবকালে দাদী, নানী, শাশুড়ী, মা, খালা ও ফুপুরাই গর্ভ খালাশ করে থাকেন। এখানে আর একটা কুসংস্কার আছে। নাড়ী কেটে রক্তটা ছেলেদের দাড়ি ও গৌফ দেওয়া হয় দাড়ি গৌফ গজানোর জন্য এবং মেয়ে হলে মুখমণ্ডলে দেওয়া হয় বা চোখের দ্রুত দেওয়া হয় চক্ষুলাজ্ঞা হওয়ার জন্য।

সেতু, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৬





উইপোকা

আমার নাম রেনু। মানিকগঞ্জের বাহিরখোলা গ্রামে আমাদের বাড়ি। বাড়ি মানে ঠিকানা আর কি। কেননা ঘরবাড়ি, বিষয়-আশয় তো কিছু নেই আমাদের। ছিলও না কখনো। গ্রাম বাঙলার গরীব পরিবারে যা হয়। শুধু ভিটের উপর একখানা কুড়ে ঘর। দু'একটা আম আর নারকেল গাছে ঘেরা। সেখানেই থাকতাম আমার বাবা, মা, দুটি ভাই আর আমরা দুটি বোন।

১৯৭৭ সালে একদিন আমিন ভাই আমাকে খুঁজে বের করলেন। আমার তখন কি অবস্থা! দেখে তিনি ব্র্যাকের সমিতিতে নিয়ে নিলেন। মানুষটাও ছোট (কতই বা বয়স আমার তখন!) কাজও দিলেন ছোট। চানাচুর বানাতাম। মন প্রতি পাঁচ টাকা করে পেতাম।

তারপর দিন গড়িয়ে চললো। আমি বড়ো হতে থাকলাম। সমিতির মতোই। আমি লেখাপড়া শিখলাম। হাতের কাজ শিখলাম। নক্সা আঁকতে শিখলাম। কোনটা কোন রঙ, হলুদ আর নীল মেশালে কি রঙ বেরিয়ে আসে তা শিখলাম। ছাপার কাজ শিখলাম। সব চেয়ে বড়ো যা শিখলাম তা হলো উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে আমার মতো মেয়েও অনেক কিছু করতে পারে। এই যে আজকে সবাইকে আমার কথা বলতে শিখেছি এটাও তো একটা বড়ো শিক্ষা।

আজ আমার আয় বেড়েছে। এক সময় দেখেছি তেল সাবানের জন্য মায়ের কাছে পয়সা চাইলে মা মুখটা কালো করে ফেলতেন। তখন বঝতাম না মায়ের হাতে পয়সা থাকে না, থাকে বাবার কাছে। আজ আমি নিজে আয় করছি। কারো কাছে আমাকে হাত পাততে হয় না। বরং মাকে তেল সাবান কিনে দেই।

আর কি বলবো আমি! বড়ো কষ্ট করে মানুষ হয়েছি আমি। তবু দুঃখ লাগে এই ভেবে যে এখনো আমাদের সমাজের অনেক মানুষের মন আর মানসিকতা সংস্কারমুক্ত নয়। এ কথা শুধু পুরুষদের বেলায়ই নয়, অনেক মহিলার জন্যেও প্রযোজ্য। যেদিন সবাই শ্রম ও শ্রমিককে সম্মান দিতে শিখবে, হয়তো সেইদিনই আমাদের সমাজে শান্তি আসবে, তার আগে নয়।*

রেনু, ব্লক প্রিন্ট কর্মী,

আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন, মানিকগঞ্জ

আমরা যারা গ্রামের মেয়ে তাদের জীবনে অনেক সমস্যা। আমারও ব্যতিক্রম ছিল না। গরীব বাবার ঘর থেকে পার হয়ে তুকেছিলাম গরীব স্বামীর ঘরে। একান্ন-বর্তী পরিবার। হঠাৎ আমাদের পৃথক করে দিল। কি যে কণ্ঠে পড়লাম তখন। নিজেরা ঘরবাড়ি তুলতে পারিনি। রান্নার হাঁড়ি পাতিলও ভাগে পেলাম না কিছুই। কোন রকমে শূন্য ভিটের একখানা ঘর তুলে থাকতে শুরু করলাম। রান্নার জন্যে প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়ে বসে থাকতাম, ওদের রান্না শেষ হলে নিজেদের জন্যে দুমুঠো ফুটিয়ে নেবো।

এমনি সময় ব্র্যাকের সাথে যোগাযোগ হলো। পরিবারের লোকজন চাননি যে, আমি কুলবধু, ঘরের বাইরে কাজ করতে বের হই। কিন্তু আমার স্বামী মত দিলেন। আমি কাজে এলাম। সমিতি পরিচালনার কাজ।

এস, এস, সি পাশের পর আমার পিটিআই করা ছিল। কাজেই খুব একটা অসুবিধা হয়নি কাজে। তাছাড়া আমি সমাজেরই মেয়ে। সবাই আমাকে চিনতো, আমি চিনতাম সবাইকে। কিন্তু আমাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল উইপোকা। বড়ো কণ্ঠে তোলা আমার বেড়ার ঘর খেয়ে ফেলছিল।

আমি প্রশিক্ষণ পেলাম ব্র্যাকের কাছ থেকে, সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে। সবাইকে নিয়ে বাঁচার শিক্ষা পেলাম। আজ মাত্র ক'বছর পর আমার এলাকার মহিলারা এতই সংগঠিত যে, তারা সমাজের সব বিচার আর সালিশে অংশগ্রহণ করেন, রায় দেন।

আমার নিজেরও উন্নতি হয়েছে। সব খণ শোধ করে কিছু সঞ্চয়ও করেছি। শাক-সবজীর চাষ আমার বাড়তি আয়ের পথ। এখন আর উইপোকা আমার ক্ষতি করতে পারে না। কেননা এখন ঘর বেঁধেছি টিনের। উইয়ের মিঠুর দাঁত এখন সেখানে কামড় বসাতে পারে না।

আমাদের জীবনকে এখন বেঁধে ফেলেছি সংগঠনের ছকে। দারিদ্র্য আর শোষণের উইগুলো তাই আর ভিড়তে পারবে না।

মালতি রায়

গ্রাম সেবিকা, মির্জাপুর

সেতু, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৬

সেতু, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৬



বিদায় বেলায়

ব্র্যাকের হেড অফিস—সেকালে

নাজমা হাফিজ
সিনিয়র সেক্রেটারী

মানিকগঞ্জ প্রকল্পাধীন আঞ্চলিক এনএফপিই কেন্দ্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধের কথা ঘোষণা করেছিলাম। তৃতীয় বর্ষের কোর্স শেষ হয়েছে। কিন্তু তখনো সরকারি স্কুলে ভর্তি-হওয়া ছেলেমেয়েরা এখানে আসছিলো। স্কুলে উপস্থিত হয়ে দেখি শিক্ষিকা শামসুন্নাহার মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্যান্য দিনের মতো তিনি আমাকে অভিবাদন জানানেন না এবং কারো সাথে কথাও বললেন না। আমি ছেলেমেয়েদের বললাম, ‘তোমরা আর এ স্কুলে এসো না’।

জবাবে ওরা জানালো, ‘আমরা দু’স্কুলেই লেখাপড়া করবো’। আমি বললাম, ‘এটা হয় না’।

অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললাম, ‘তোমরা সরকারি স্কুলে যাচ্ছে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ এ তিন বছর আমাদের সাথে ছিলে। ওখানে গিয়ে তোমরা অনেক বন্ধু পাবে। লেখাপড়া ও চালচলনে আমাদের স্কুলের সুনাম রেখো।’

এভাবে ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে উপদেশমূলক কিছু কথা বলে শামসুন্নাহারকে কিছু বলতে অনুরোধ করলাম।

তিনি বললেন, ‘আমি কাউকে বিদায় দিতে পারবো না। ওরা আমার ছেলেমেয়ে, আমার কাছেই থাকবে। যদিও একসাথে এ স্কুলে ওদেরকে পাবো না, তবু বাড়ি বাড়ি ঘুরে আমি ওদের খোঁজখবর নেবো। আমার বিশ্বাস—ওরাও আমাকে এক নজর দেখার জন্য আমার বাড়ির আঙিনায় আসবে।’

কথাগুলো বলে তিনি মুখে হাত চেপে কেঁদে ফেললেন। ছেলেমেয়েরাও কাঁদতে শুরু করলো। এসময় তিনটি ছেলে এসে আমার কাছে বাইরে যাবার অনুমতি চাইলো। অনুমতি দিলাম। কিছুক্ষণ পর ওরা একটি কাগজের ঠোঙায় কয়েকটি নিমকি নিয়ে এলো। দুটি ওদের আপা শামসুন্নাহারকে আর বাকিগুলো আমাকে দিলো। ওরা বললো, ‘অন্য স্যারেরা তো আসেননি, তাদের জন্য নিয়ে যাবেন’। গরিব ছেলেমেয়েদের কেনা একঝাট নিমকি আমি ফিরিয়ে দিতে পারিনি। পয়সাও দেয়া হয়নি।

আরো কিছু কথাবার্তা হলো। ফেরার পথে ভাবছিলাম ব্র্যাক তার অনেক সাফল্যের সাথে গ্রামের পাতার কুটিরের কচি ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার সাফল্যও যোগ করলো।

প্রফুল্ল বর্মণ

পিও-এনএফপিই, মানিকগঞ্জ প্রকল্প

সেতু, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৮

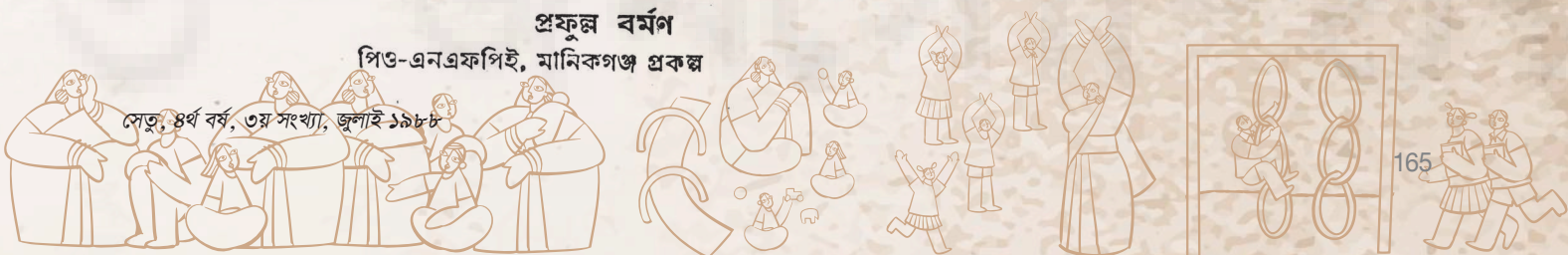
ক’দিন আগে নরসিংদী বিশ্ব রোডের ধারে, আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ ঝকঝকে একটা মটর সাইকেল সশব্দে ব্রেক কসে থামলো আমার সামনে। আঁতকে উঠেছিলাম। তাকিয়ে দেখলাম ব্র্যাকেরই এক কর্মী ভাই, তাজুল ইসলাম, দুশটুমীভরা চোখে মিটমিট করে হাসছে। ‘আপা, কেমন আছেন?’

ওর প্রশ্নটা যেন দমকা বাতাসের মতো আমাকে পিছিয়ে নিয়ে গেল কয়েক বছর। ১৯৭৬ সালে।

তখনও প্রশ্ন শুনতাম ‘আপা, কেমন আছেন?’ কিন্তু এমন তকতকে ঝকঝকে মটর সাইকেল তখন কোথায়? তখনকার কর্মীদের ঠোঁটে হাসি থাকলেও দেহে লেগে থাকতো ক্লান্তির ছাপ। হেঁটে অথবা নৌকায় করে চলাচল। কখনো কখনো হেড অফিসে। তখনকার হেড-অফিস মগবাজারের ছোট্ট একটা দোতলায়। মাহেরা আপা আর আমি একটা রুমে। একটি মাত্র টেলিফোন। একতলার রান্না ঘরেই আমাদের ক্যান্টিন। হেড অফিসে সব মিলিয়ে কর্মী জনা বিশেক। সবাই মিলে যেন একটি পরিবার।

আজ কতো বড় হয়েছে ব্র্যাক। তবু সেকালের ব্র্যাককে ভোলা যায় না। মনে হয় ‘রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে’।

সেতু, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৬



Sir Fazle's final letter to BRAC family

Abed bhai wrote this letter after he retired from the position of Chairperson of BRAC and BRAC International. He sent the letter to all staff members on 7 August 2019.

My dear colleagues,

I am writing to share with you an important life decision. However, before that, let me take the opportunity to tell you how BRAC became my story.

I started BRAC when I was 36. Growing up, starting an NGO and working in the remote villages of Bangladesh were never in my plans. With my privileged upbringing, 14 years in London, first as a student, then as a Chartered Management Accountant, having a comfortable lifestyle as a multinational company's executive – my life was on an entirely different trajectory.

Then things changed.

The devastating Bhola cyclone of 1970 was a turning point in my life. More than 300,000 people lost their lives. Seeing the death and destruction with my own eyes made me realise how disconnected I was. My house became the headquarter of a small relief operation. Experiencing the fragility of human life, especially the vulnerability of the people living in poverty, shook me to the depth of my being. I decided to try to change this.

The War of Liberation of Bangladesh, which began soon thereafter, completely transformed me. In May of 1971, I moved to London to mobilise resources and support from the European and UK governments to get Bangladesh recognised and to denounce the genocide. Along with a few friends, I set up Action Bangladesh. We collected funds and sent relief materials home and vigorously lobbied to get Bangladesh recognised.

I sold my flat in London for 16,000 pounds and returned home in January 1972. With that money and some funds from a few close friends, I set up a relief and rehabilitation project in the remote area of Sulla. The Sulla project covered three unions in the Sunamganj and Habiganj districts in northeastern Bangladesh. That is how BRAC was born.

There was no turning back from that point. Over the next 47 years, we have grown to be one of the most effective development organisations in the world. In 2002, BRAC started its first international operation by venturing into Afghanistan. Since then, we have expanded our international operations into 10 countries in Asia and Africa. BRAC is a unique, holistic development ecosystem comprising social enterprises, microfinance, tertiary education, investments and development programmes, all driven by the same mission.

Of course, none of these were done alone by BRAC. We are fortunate to partner with governments, mission-aligned donors, partners and peer organisations along the way.

For the past few years, I have put a lot of thought and preparation into planning my succession at BRAC. As you know, I handed over my management responsibilities as the Executive Director of BRAC at the age of 65 in 2001 and remained on the Board as Founder and Chairperson. Transitioning from the governance role of BRAC and BRAC International Boards has also been on my mind for quite some time. Now,



at the age of 83, I feel it is the right time for me to step down from my role as Chairperson and focus my time on guiding the future strategy of BRAC.

Hence, I am retiring from my role as the Chairperson of BRAC Bangladesh and Stichting BRAC International Governing Bodies. I am honoured that the Governing Body of BRAC has elected me as Chair Emeritus of BRAC. I will continue to come to office. However, in the coming months, I will focus my time on shaping the global strategy and governance structure of BRAC.

Over the past year, a process has been underway to develop BRAC's global strategy. I would like to invest time in ensuring that the leadership succession and governance structures are in place to strengthen our ability to progress as a unified, 'One BRAC' team globally. A sustainable and cohesive global operating structure is much needed as we aim to expand our impact to millions of more people worldwide in the next 10 years. While remaining as Chair Emeritus of BRAC, I will also work closely with respective leadership teams to ensure a smooth and successful transition.

I am taking this decision with immense pride and confidence. Pride because of what we have been able to accomplish together for the past 47 years. Confidence because of the strength of the team who will take my legacy ahead. This transition demonstrates the strength of BRAC that we are able to implement the succession plan in an orderly and professional manner. At the same time, I feel blessed to have this opportunity to retire and focus on BRAC's future.

Having the right people to carry forward my vision was an essential part of my decision. Dr Muhammad Musa joined as the Executive Director of BRAC International in May 2019 and Asif Saleh has been appointed as the Executive Director of BRAC Bangladesh in August 2019. I am confident in their ability to lead BRAC. Together, they will ensure that we continue to build an equal world.

BRAC has always been privileged to attract eminent personalities to its Boards over the years. I am very pleased to share that Dr Hossain Zillur Rahman is joining the Governing Body of BRAC Bangladesh and Ms Ameerah Haq is joining Stichting BRAC International Supervisory Board as Chairpersons respectively. I believe BRAC will benefit immensely from their depth of experience.

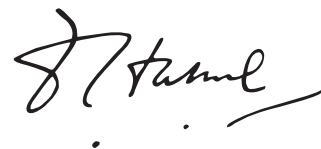
BRAC began its journey as the 'Bangladesh Rural Advancement Committee'. Since then, we have grown beyond being an acronym. When people ask me now what BRAC stands for, I like to say that we stand for an idea – an idea of a world where everyone has an equal opportunity to realise their potential. The passion of my lifetime has been to work with people living in poverty and to see them, with the right resources and opportunities, transform into agents of change in their own lives, families and communities.

BRAC has always believed that change is human-made. At the heart of everything we do is the conviction that everyone can be actors in history, and that no one should ever be a passive recipient of charity.

The inequalities that create divisions among rich and poor, powerful and powerless, are made by humans. So change is also possible through human acts of compassion, courage and conviction. Giving people hope, investing in confidence and reminding them of their own self-worth have been a consistent ethos across all of BRAC's work. I have spent my life watching optimism triumph over despair when the light of self-belief is sparked in people. As a team, I want us to keep lighting these sparks. Our work should always reflect our faith in human spirit and our respect for their inherent power.

Thank you cannot capture my gratitude for the lifetime of trust, friendship, partnership, support and commitment that you have given me. I am sure you will show the same respect and commitment to our new leadership. I have complete confidence in our next generation of leaders.

BRAC has never been about me or any one person. I may have been the founder, however, our strong foundation and reputation are built on your commitment, hard work and sacrifice. It may have been my vision, but vision is nothing without the perseverance to make it real. You have always stepped up to bring my vision to life with boundless courage. You have made BRAC a global leader in every sense, in every sector we have branched into. In my eyes, YOU ARE BRAC!






BRAC HAS
NEVER BEEN
ABOUT ME OR
ANY ONE PERSON.
OUR STRONG
FOUNDATION AND
REPUTATION ARE
BUILT ON THE
COMMITMENT,
HARD WORK AND
DEDICATION OF
OUR STAFF.

Sir Fazle Hasan Abed KCMG

Founder, BRAC



We will not say ‘rest’ in peace.

The Abed bhai we know would not rest until we build an equal world.

We know you would not want us to lament your loss for long.

You would want us to tirelessly fight poverty and inequality, like you did the last 47 years.

We promise to rise to that responsibility.

We promise to be worthy of your legacy.





ALWAYS





A WAY





©BRAC 2022

9 789849 075296 >